রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

অষ্টাদশ ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ,

সম্পাদক।

রঙ্গপুর

১৩৪৪

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী সহঃ সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী—

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা। ডাক মাশুল—।৵০ আনা।

রঙ্গপুর ভিক্টোরিয়া মেশিন প্রেস হইতে

শ্রীকিশোরীমোহন দাশ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাহায্য মাত্র ৩৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। দেশের অর্থাভাব নিবন্ধন কিছুকাল এই পরিষদের পত্রিকাদির প্রচার বন্ধ থাকে। তজ্জন্য সদস্য মহোদয়গণের নিকটেও উক্ত চাঁদা বিশেষরূপে চাওয়া হয় নাই। উপস্থিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পুনরায় প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করা হইল। বস্তুতঃ এরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যোৎসাহী মাত্রেই অনুভব করেন। এক্ষণে এই পত্রিকা যাহাতে সুপরিচালিত হয় তজ্জন্য ভগবৎ কৃপা এবং সদস্যগণের ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যেন পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধাদি এবং সভার বার্ষিক দেয় ৩৲ তিন টাকা চাঁদা একত্রে বা একাধিক বারে পাঠাইয়া দিয়া উত্তরবঙ্গের এই প্রবীণ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে গৌরব মণ্ডিত করেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ,

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কামরূপ শাসনাবলী—মহামহাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, প্রণীত। মূল্য ৬৲ টাকা স্থলে রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, বানিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট (আসাম)।

বিজ্ঞাপন।

(১) স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস—(জীবন-কথা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ সাহিত্য-ভূষণ প্রণীত। ইহাতে জাতীয় কবি গোবিন্দদাসের নিপীড়িত জীবনের করুণ-কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা স্থলে ১৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

(২) পরলোক—(উপন্যাস)—৺তারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত। পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বলিত কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস। মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রঙ্গপুর।
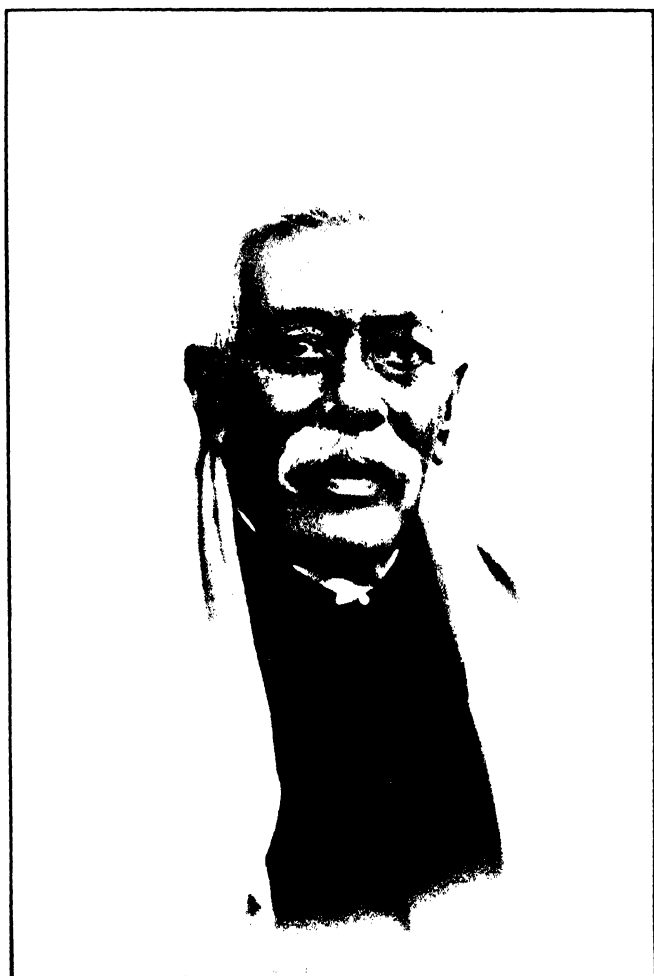
তারকনাথ বিশ্বাস
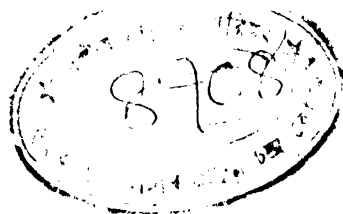
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

১৮শ ভাগ } ত্রৈমাসিক—১৩৪৪ { ২য় সংখ্যা

পদকর্ত্তা—গোকুল দাস
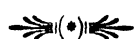
এই নবাবিষ্কৃত পদকর্ত্তা গোকুলদাস রচিত, বাঁকুড়া (পথর্ণা) হইতে একটি পুঁথির পত্রে ৬টি মাত্র পদ পাইতেছি। এই পুঁথিতে কেবলমাত্র গোকুল দাসের কলহান্তরিতার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা, ২য় পত্রটি মাত্র পাইয়াছি। এই পত্রের লিখিত সমস্ত পদই এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। এই পদগুলি সমস্তই অপ্রকাশিত। (বীরভুম রতন লাইব্রেরী পুঁথি নং ৪৫।৩)

বৈষ্ণব-সাহিত্যে, আমরা গোকুলানন্দ বা গোকুলদাস বলিয়া এই কয়জনের পরিচয় পাই—(১) "পদকল্পতরু" নামক পদসংগ্রহ পুস্তকের সঙ্কলয়িতা ইহাঁর অপর নাম—"বৈষ্ণব দাস", আর এই নামেই তিনি পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্ব নাম গোকুলানন্দ সেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য (২) বৈরাগী গোকুল দাস ও (৩) যাজিগ্রাম নিবাসী কীর্ত্তনীয়া গোকুল দাস। (৪) গোকুল বা গোকুল দাস চক্রবর্ত্তী (আচার্য্য প্রভুর শাখা) ও গোকুলানন্দ দাস (৭) গোকুল দাস কবিরাজ (৮) পঞ্চকোট—সেরগড় বাসী শ্রীগোকুল (পূর্ব্ববাস কড়ুই) (৯) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র—গোকুলানন্দ (১০) বীর হাম্বীরের সমকালে বিষ্ণুপুর রাজধানী নিবাসী গোকুলদাস মোহন্ত ইত্যাদি। এই পুঁথিখানি বিষ্ণুপুর সবডিবিজনের অন্তর্গত পথর্ণা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত

হইয়াছি। এই পদকর্ত্তা কোন্ গোকুল দাস, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করা কঠিন।

পুঁথির লিপি সুস্পষ্ট—লিপিকাল ১২৭৩ – ১২৪৭ সাল মধ্যে।

১

…হিয়া ধরি ধরি কহে মরি মরি
পাছুনা শুনিল তুঁহু।
হটে করি পণ ছাড়সি জীবন
তেজিয়া সে হেন পঁহু॥
পীতবাস গলে পড়ি পদতলে
না হের তাহার মুখ।
এবে জর জর বুক ফাটে তোর
তাহেরি আমার দুঃখ॥
তার কাছে যাব যতন করিব
আনিব সে হেন কান।
গোকুল দাসে কয় এই মনে ভয়
পুন না করসি মান॥ ৮

২

তুঁহু মরমী মঝু মানস জানসি।
তব কাহে নিঠুর বান মুঝে মারসি॥
যব হাম বালা তব সব দরশী।
অব হাম দুখিনী তুঁহু শোকে ডারসি॥
মানে মাতলু হাম তোহারি ডসি।
ভাঙ্গন গড়িতে ধনি তুঁহু নাল পারসি॥
হামারি বচন সখি তুঁহু যদি রাখসি।
পরাণ বাঁটিয়ে দিয়ে যদি তাহে আনদি॥
তুঁহু বিদগধ বড় সো তুঁহু মানবি।
মঝুনামে বিনতি করি পদ ধরবি॥
রাইক অন্তর শরণ ভেল জানসী।
ত্বরায়ে গোকুল চলে মনে মনে হরষী॥ ৯

৩

রাধে, হামারি বচন আজু রাখবী।
সো যব আওব, তব গরবহি রহবী॥
মানিনি, মান ভরম নাহি খোয়বী।
হাম যব সাধব আধ আধ কহবি॥
এত কহি দুতি তবে কয়ল পয়ান।
আধ পথে তরুতলে পড়িয়াছে কান॥
তাহে হেরি চওলি থুয়্যা তারে বামে।
নাগর বলে রঙ্গিনী যায় কিবা কামে॥
হাঁম উপেখি যৈছে আছে রাই।
গোকুল বহে, কিবা পুছ তোমার
লাজ নাই॥ ১০

৪

অবলা অখলা হৃদয় সে।
তোমারে রসিক কহিবে কে॥
তোহে যদি সে করল মান।
কাহে উপেখি যাইনা কাহু॥
কেনে আলুয়া পড়েছে ধড়া।
কোথা বা পড়্যাছে মোহন চূড়া॥
কেন বা না শুনি মুরলী গান।
যাহাতে হরিলে গোপীর প্রাণ॥
অঙ্গে কেনে ধূলি কোথায় সে বেশ।
যে রূপে ভুলাইলা বরজ দেশ॥
সরল পিরিতি না জান পিয়া।
গোকুল কহে তোর কুলিশ হিয়া॥ ১১

এ দুতি সুধামুখী করিলে পয়ানে।
কৃপা করি রাই মুখ করাও দর্শনে ॥
রাই বিরহানলে মোর প্রাণ দহে।
মুরছিত জনে পুন ঘাত নাহি সহে ॥
তুয়া গুণ বহুদিন মানব হাম।
সব জন জানব অনুগত শ্যাম ॥
কাহে দগধ দূতি হাস কহ বাত।
পরাণ রাখহ মোরে লঞা চল সাথ ॥
হাসি হাসি দূতি তবে কহে প্রিয় বাণী।
তোমার নামে পদে ধরি সাধব মানিনী ॥
তুহু ভাঁড়াওবি গলে ধরি পীতবাস।
যা হউক লঞা যাব কহে গোকুলদাস।১২

৬

চূড়া বান্ধি আঁটি দূতি পরাওল চির।
অলকা তিলকা দিল মোছাইয়া নীর।
লেহ লেহ বলি করে দিল মোহন বেণু।
ধুলা ঝাড়ি চন্দনে চর্চ্চিত কৈল তনু ॥
নানা ফুলে গাঁথি মালা দিল বন্ধুর গলে।
এই মালা রাইর গলে দিবে সেই বেলে ॥
এত কহি দূতী চলে শ্যাম করি সঙ্গে।
পথে শ্যাম মুখ হেরি পুলকিত অঙ্গে ॥
কুঞ্জ নিকটে আসি কহে চতুরিণী।
এখানে থাক তুমি আগে যাই আমি ॥
এত কহি দূতি তবে করল পয়ান।
রাই আগে আসি গোকুল
করে পরণাম ॥ ১৩

৭

সম্মুখে আসিয়া দূতি কহে করজোড়ে।
আনিলাম তোমার শ্যাম ডাড়াঁয়্যা দুয়ারে ॥
রাই বলে কি শুনাইলি কিবা দিব ধনে।
হের আইস দূতি করি প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
দুবাহু পশারি রাই দূতি নিল কোলে।
পুন মান ছলে বৈস, দূতি তারে বলে ॥
বসিলা সে রঙ্গিণী মরছে মদন।
শ্যাম আগে দূতি আসি দিল দরশন ॥
বোলাইয়া নিল দূতি রসময় কানু।
শ্যাম আগে মান সঁপিল নিজ তনু ॥
বিনয় করিয়া নাগর আধ আধ বলে।
গোকুল কহে হাতে ধরি নেহ
নিজ কোলে ॥ ১৪

৮

রাইয়ের পরশ.. ....

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক—

স্বর্গীয় তারকনাথ বিশ্বাস

(জীবন-কথা)

—:০:(:*:):০:—

বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক ও সুবিখ্যাত সাহিত্যিক তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ হুগলী সহরের সন্নিহিত বালোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে সদ্গোপ। তাঁহার পিতার নাম দিগম্বর বিশ্বাস। দিগম্বর একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হন; পরে স্বীয় কর্ম্মকুশলতায় জেলা জজের আসন লাভ করেন। শুনিয়াছি, দিগম্বরই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জেলা জজের সম্মানিত আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন।

তারকনাথের পিতৃদেব দিগম্বর বিশ্বাস নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় ও যত্নে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতঃ বিদ্যার্জ্জন ও গভীর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। পরোপকার তাঁহার জীবনের একটী বিশেষত্ব ছিল এবং দানবীর বলিয়া তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যেরূপ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন, তাহা একালে অনেকের ভাগ্যেই ঘটেনা। তদানীন্তন বঙ্গের ছোট লাট স্যার এস্‌লি ইডেন এবং ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তারকনাথ এ হেন আদর্শস্থানীয় সুযোগ্য পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয় সরকার ও তাঁহার পিতৃদেব সব-জজ গঙ্গাচরণ সরকার, স্যার গুরুদাস প্রভৃতি স্বনামধন্য সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সঙ্গে

তারকনাথের পিতৃদেব দিগম্বরের যথেষ্ট সদ্ভাব ও প্রণয় ছিল। এই সকল মহৎ জীবনের সংস্পর্শ কৈশোর কাল হইতেই তারকনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

পিতৃবিয়োগের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৭ বৎসর বয়সের সময় তারকনাথের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী একজন বিদূষী এবং প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তারকনাথ "শরৎ-স্মৃতি" নামক তাঁহার স্ত্রীর জীবন কথায় লিখিয়াছেন যে যৌবনের অনেক চাঞ্চল্য ও ত্রুটী-বিচ্যুতির পথ হইতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিতেন।

তারকনাথ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বৎসর ১৮৭৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেব দিগম্বরের সন্তানদের সন্ধান লইয়াছিলেন। বাস্তবিক তৎকালীন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ এমনই হৃদয়বান ছিলেন! হায়! সেকালে রাজপুরুষদের যে মহানুভবতা ও সহমর্ম্মীতা ছিল, একালে তাহা আর দেখা যায় না!!

যাহা হউক ১৯ বৎসরের যুবক তারকনাথ এই সংবাদ শুনিয়া ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে একটী ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন কিন্তু তারকনাথ অধ্যয়ন শেষ না করিয়া চাকরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

তারকনাথ অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন; তিনি কাহারও কথা সহ্য করিতে পারিতেন না, এজন্য চাকরী গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ অবশেষে অনিচ্ছা স্বত্বেও চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সুযোগ একবার সরিয়া গেলে তাহা বুঝি আর আসে না, তাই যখন চাকরী করিতে প্রয়োজন ঘটিল, তখন পূর্ব্বের সুবর্ণ সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক চাকরী পাইলেন কিন্তু ডেপুটী হইতে পারিলেন না। ছোট লাট ইডেন তখন চলিয়া গিয়াছেন। স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী তখন বঙ্গেশ্বর। তাঁহার সঙ্গেও তারকনাথের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই ১৮৮৬ সালে তিনি সর্ব্বপ্রথম জাহানাবাদের সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু চাকরীতে ঢুকিয়াই গোল বাধিল। মহকুমা হাকিমকে তোষামোদ করিতে পারেন নাই বলিয়াই উপরিওয়ালার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে এক

মন্তব্য প্রেরিত হইল। ফলে, তথা হইতে হুগলীরই অন্তর্গত শ্যামবাজার নামক একটী কদর্য্য স্থানে তিনি পরিবর্ত্তিত হইলেন।

তারকনাথ অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পরাধীনতার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না, এজন্য চাকরী জীবনে তাঁহাকে বহু বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

শ্যামবাজার নামক যে স্থানে তিনি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলেন তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ার ফলে তথা হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য তখন অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কর্ত্তা ইনস্পেক্টার জেনারেলকে তীব্র ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। সে সময় একটা দুষ্ট লোক গোপনে ইনস্পেক্টার জেনারেলকে জানাইয়াছিল যে তারকনাথ নাকি তাঁহাকে বনমানুষ (Ourang outang) এবং আরও কত কি বলিয়াছেন। ইহার পর রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কর্ত্তার পার্শনেল এসিস্ট্যাণ্টের নিকট হইতে তিনি নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন,—

"I am directed by the I. G R. to call upon you to explain why you have written such an uncourteous letter to him. Do you mean to resign your appointment ?"

অর্থাৎ,—

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেলের আদেশক্রমে আমি আপনার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া জানিতে চাহিতেছি যে কেন আপনি তাঁহাকে অভদ্রোচিত পত্র লিখিয়াছিলেন? আপনি কি পদত্যাগ করিতে চাহেন?

তারকনাথ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি এই পত্র পাইয়া একটুও বিচলিত হইলেন না, পরন্তু বুদ্ধিবলে উত্তর দিলেন ;—

"When we ail, we curse our Gods and it is no wonder that I have cursed my I. G. R. I shall really have to resign my appointment, if it be the will of I. G. to compell me to remain here any longer."

অর্থাৎ ;—

যখন আমরা রোগ যাতনা অনুভব করি তখন আমরা বিধাতাকে গালি দেই। এ ক্ষেত্রে আমি যদি ইনস্পেক্টার জেনারেলকে গালি দিয়া থাকি

তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমার ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল যদি আমাকে আর এখানে থাকিতে বাধ্য করেন, তবে প্রকৃতই আমি পদত্যাগ করিব।

এই উত্তর পাইয়া তারকনাথের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ক্রোধাগ্নিতে বারিপতন হইল। তিনি লিখিলেন ;—

"Your explanation is satisfactory. Will you accept the special Sub-Registrarship of Dumka ?"

অর্থাৎ ;—

আপনার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক। আপনি কি ডুমকার স্পেশিয়াল সব-রেজিষ্ট্রারের পদ গ্রহণ করিবেন ?

কিন্তু তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের জন্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার ফলে তিনি হাওড়ার অন্তর্গত ডোমজুড়ে পরিবর্ত্তিত হইলেন। কিন্তু নিয়তির খেলা কে রোধ করিবে ? এখানে আসিয়াও তারকনাথ আবার বিভ্রাটে পড়িলেন।

তখন হাওড়ার স্পেশিয়াল সব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি অতিশয় দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তারকনাথ ডোমজুড় যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাহার স্তুতিবাদ করিয়া যান নাই বলিয়া তিনি মনে মনে খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তারকনাথের কিন্তু সে অভ্যাসটা মোটেই ছিল না। তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞানটা বেশী ছিল।

ইহার কুফল অল্পদিনেই ফলিল। একদিন অকস্মাৎ কুমার রমেন্দ্রলাল তারকনাথের আপিস পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আপিসে প্রবেশ করিয়াই তিনি অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে তারকনাথের চেয়ার নাড়িয়া বলিলেন,—"উঠুন"। তারকনাথ অবাক্। তিনি চেয়ার ছাড়িলেন না পরন্তু তাঁহার মুখে বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া রমেন্দ্রলাল বলিলেন,—

"I am the Special Sub-Registrar of Howrah and want to inspect your office."

অর্থাৎ ;—

আমি হাওড়ার স্পেশিয়াল সব রেজিষ্ট্রার এবং আপনার আপিস পরিদর্শন করিব।

তারকনাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"Very well, but you better take your seat there. Let me finish the registration work and then you will be allowed to inspect my office."

অর্থাৎ ;—

ভাল কথা—আপনি ওখানে বসুন, আগে আমার রেজিস্টারী সংক্রান্ত কাজ সারিয়া লই—তারপর আপনাকে পরিদর্শন করিতে দেওয়া হইবে।

এই কথায় রমেন্দ্রলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি একটা বিকট মুখভঙ্গী করতঃ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে আপিস পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তারকনাথের বিরুদ্ধে খুব খারাপ মন্তব্য লিখিয়া গেলেন। তখন হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তারকনাথের বেশ আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে তারকনাথ বলিলেন যে তাহার 'কৈফিয়ৎ তলব' করিলেই সমস্ত ব্যাপারটা বোঝা যাইবে। তাহাই করা হইয়াছিল। তারকনাথ যথোপযুক্ত 'কৈফিয়ৎ' দিলে পর একজন ইংরেজ ইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়া আবার আপিস পরিদর্শন করিয়া গেলেন। তিনি কিন্তু তারকনাথকে নির্দ্দোষ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সমস্ত দোষ তখন রমেন্দ্রলালের ঘাড়ে চাপিল। তাঁহার উপর দিয়া আরও কয়েকবার এ রকম ঝঞ্ঝাটের ঝড় বহিয়া গিয়াছে কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নির্ভীক লোক ছিলেন বলিয়া কখনও অপদস্থ হ'ন নাই।

ডোমজুড় হইতে তারকনাথ উলুবেড়িয়া, নৈহাটী, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। অবশেষে বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করার পর ডিষ্ট্রীক্ট সব রেজিষ্ট্রার হইয়া তাঁহাকে জলপাইগুড়িতে গমন করিতে হয়। জলপাইগুড়ি থাকিতে তিনি রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান দেখিবার সুযোগ লাভ করেন।

কিছুকাল পর বাঁকুড়ায় একজন বিশেষ উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তারকনাথ তথায় পরিবর্ত্তিত হন। তাঁহার সময়ে বাঁকুড়া আফিসের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার পর বর্দ্ধমানে একজন সুদক্ষ লোকের আবশ্যক হওয়াতে বাঁকুড়া হইতে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানই তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তারকনাথ বর্দ্ধমান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণ করিয়া তারকনাথ কলিকাতায় বাগবাজারে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি উপযুক্ত পিতার সুযোগ্য সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার পিতার অনেক সৎগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সুরসিক ও সদালাপী লোক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ গুণে বহু বিশিষ্ট বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁহার সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসরের কর্ম্মজীবন বহু রহস্য পরিপূর্ণ কিন্তু তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার এ স্থান নহে।

তিনি যে একজন কর্ম্মবীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রতে জানিতেন। তারকনাথ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্যের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াও, অক্লান্তভাবে আজীবন সাহিত্য সাধনায় তৎপর ছিলেন। রাজকার্য্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ক্ষেপণ করিবার পর, পরিক্লান্ত না হইয়া তিনি যে প্রতিদিন সাহিত্য সেবায় লেখনী পরিচালনা করিতেন, ইহা তাঁহার কর্ম্মজীবনের গৌরব—কর্ম্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কর্ম্ম হইতেই আসল মানুষকে জানা যায়।

ইংরেজ লেখিকা Mary Webb বলিয়াছেন ;—

"A man's work is the man. * * * * *
What's the man or woman either— —without the work ?"

অর্থাৎ ;—

মানুষের কর্ম্মদ্বারাই মানুষকে জানা যায়। পুরুষ হউক কিম্বা নারী হউক, কর্ম্ম না করিলে তা'র আর মূল্য কি ?

অতঃপর আমরা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শুনিয়াছি তারকনাথের পিতৃদেবই তাঁহাকে সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত করেন এবং কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করিলে মাঝে মাঝে দশ বিশ টাকা পুরস্কার দিয়া তাঁহার উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতেন।

১৩। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তারকনাথ বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। সেই বৎসর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্য গগনে পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ করিতেছিলেন। আর তাঁহার চারিপার্শ্বে উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর মত বহু সাহিত্যিক প্রকটিত হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেই এক সুবর্ণ যুগ গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তারকনাথের পিতৃদেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল সেই সূত্রে তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

তারকনাথ সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়চন্দ্র সরকারের— সাধারণী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদ দাতা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাহাতে কবিতাও লিখিতেন। ইহার পর তিনি "নবজীবন" "আর্য্যদর্শন" "বান্ধব" "কল্পদ্রুম" "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রভৃতি সাময়িক কাগজে লিখিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে "বসুধা," "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনুমান ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুস্তক "গিরিজা" নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কঠোর সমালোচকও "বঙ্গদর্শনে" ইহার একটী সুদীর্ঘ অনুকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্যান্য সকল সংবাদ-পত্রেই ইহার প্রসংশা হইয়াছিল। তখন সরকারী "কলিকাতা গেজেটে" ভাল ভাল বাঙ্গলা পুস্তকের সমালোচনা করা হইত। তাহাতে "গিরিজা" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে—"This is a successful imitation of Bankim Chandra." এই সমালোচনা বাহির হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তারকনাথকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তারক, কলিকাতা গেজেট তোমায় ভাল বলেছে কি গাল দিয়েছে?" অপ্রতিভ না হইয়া তারকনাথ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"ভাল বলেছে বলেই মনে করি।" এ কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়াছিলেন এবং এই যুবক যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে এ জন্য আনন্দিত হইয়াছিলেন। তারকনাথের দ্বিতীয় পুস্তক,—"নৈশবিহার"। ইহা তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেবের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। ইহার পর তিনি "সুহাসিনী" নামক উপন্যাস রচনা করেন। "কলিকাতা গেজেট" এবং "সাধারণীতে" ইহারও উচ্চ প্রসংশা হইয়াছিল। অতঃপর তারকনাথ তাঁহার রচিত আর কোন পুস্তক সমালোচনার্থ কোন সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকায় পাঠাইতেন না। তারকনাথ যশের কাঙ্গাল ছিলেন না বলিয়াই বুঝি এইরূপ করেন। তিনি একবার তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্য চর্চ্চায় আবার গৌরব কি? মনে হয় সেটি একটী

কর্ত্তব্য কাজ। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে লোকের অভাব ছিল—যখন সাহিত্য সেবা গৌরবের কার্য্য ছিলনা, বাঙ্গালা পুস্তক দেখিলে শিক্ষিত সমাজ নাসিকা সঙ্কুচন করিতেন, তখন আমার বাসনা—আমার প্রবৃত্তি আমায় তৎকার্য্যে লিপ্ত করিত। এখন আর সে অভাব নাই। অনেক সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। কালে তাঁহাদের নাম অক্ষয় হইবে · আমরা ভাসিয়া যাইব।"

এই কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন। যশোলীপ্সাকল্পে তিনি সাহিত্য সেবা করিতেন না—সাহিত্যের পুষ্টিসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

তারকনাথের নাম ভাসিয়া যাইতে পারেনা, কারণ বঙ্কিমযুগে বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট সৌধ যখন গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তিনিও তাহার গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্থপতি না হইতে পারেন—তাঁহার রচনা প্রথম শ্রেণীর না হইতে পারে তথাপি তিনি বঙ্কিমযুগের অন্যতম লেখক ও ঔপন্যাসিক বলিয়া আদরণীয়

২১ বৎসর বয়সে তারকনাথ "আদরিণী"—নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কাগজখানি নিয়মিতভাবে সাত বৎসর চলিয়াছিল। সে কালের মাসিক পত্রিকার পরমায়ুর তুলনায় ইহা নিতান্ত স্বল্পায়ু ছিলনা। "বঙ্গদর্শন" ও "বান্ধব" পত্রিকার মত উৎকৃষ্ট সাময়িক দুইখানি তখন মুমূর্ষু। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে "আদরিণী" প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। "নব্যভারত", "ভারতী" প্রভৃতির তখনও জন্ম হয় নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণেতা (Voluminous writer) গণের সংখ্যা অধিক নহে। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাট্যকার, রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার তারকনাথ বিশ্বাসও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে এ পর্য্যন্ত ১০৯ খানি গ্রন্থের কথা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সকলগুলিই কেবল উপন্যাস নহে; উপন্যাস ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও তিনি লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তারকনাথ, ৭১ খানি গল্প ও উপন্যাস, ৪ খানি জীবনীগ্রন্থ, ৫ খানি কবিতা পুস্তক, ২ খানি নাটক, ৪ খানি প্রবন্ধ পুস্তক, ৩ খানি বাঙ্গালা ও ৮ খানি ইংরেজী

আইনের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৯ খণ্ড বাঙ্গালা এবং ৩ খণ্ড ইংরেজী মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ-নিচয়ের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ৭ বার পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়। পুস্তকগুলি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হওয়ার পর নিঃশেষ হইয়া গেলে সমস্ত পুস্তক "তারকনাথ গ্রন্থাবলী" নামে ৭ ভাগে পুণর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পর আবার "হিতবাদী" সংবাদ পত্র, তাঁহার গ্রন্থাবলীকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া কাগজের উপহার স্বরূপ প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত আইন পুস্তকগুলিরও বহুল প্রচার হইয়াছিল। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশে এককালে তাঁহার গ্রন্থাবলী আদরলাভ করিয়াছিল। তারকনাথের "আদরিণী" মাসিক পত্রিকারও প্রায় দুই সহস্র গ্রাহক হইয়াছিল। ইহা কম সুখ্যাতির কথা নহে। পুস্তক বিক্রেয় দ্বারা তিনি যে পরিমাণ অর্থলাভ করিয়াছিলেন তাহা এ দেশের অনেক সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আইন পুস্তক হইতেও তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস হিন্দী, উর্দ্দু ও উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ভাগলপুরের একজন উকীল তাঁহার একখানি উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানিতে পারি নাই।

তারকনাথের উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য—পাঠ করিতে ক্লান্তি বোধ হয় না। তাঁহার ভাষা সহজ সরল, বিষয় বস্তু নিছক্ বাঙ্গালার, তাহাতে বৈদেশিক উপাদান নাই।

তাঁহার রচিত "গিরিজা," "সুহাসিনী," "চঞ্চলা," "পরিণাম," "কাকাবাবু," "অমলা," "পরলোক" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সুলিখিত এবং সমাজের কল্যাণকর। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি বঙ্গ-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী;—তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যভাবের ছায়া নাই। আধুনিক এক শ্রেণীর পাঠকমণ্ডলীর তাহাতে রুচি-রোচন না-ও হইতে পারে কারণ, তাঁহার রচনা যৌনতত্ত্ব অথবা পাশব মিথুন-রাগের লীলাবিলাসের মহিমামণ্ডিত হইয়া পরিব্যপ্ত হয় নাই কিম্বা যৌন মনস্তত্ত্বের চুল-চেরা বিশ্লেষণও তাহাতে সুলভ নহে। তিনি বঙ্কিমের পদানুসরণ করিয়াছিলেন—আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়া অবলম্বন করিবার সুযোগ তাঁহার ছিলনা বিশেষতঃ তাঁহার ভাবধারা পাশ্চাত্য দোষদুষ্টও হইতে পারে নাই।

তারকনাথের কয়েকখানি উপন্যাসে বাঙ্গালীর ঘরের কথা—বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ ও দুঃখের, আনন্দ ও অশ্রুর তরঙ্গলীলা প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার নায়ক নায়িকার চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ-মাধুরী ও পরস্পর সংঘাত নিতান্ত বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। উদার চরিত্রের আলেখ্য—যাহার অনুসরণে চিত্ত-ক্ষেত্র বিনোদিত হয়, তদ্রূপ উপাদান তাঁহার উপন্যাসে বিরল নহে। উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনি উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। তারকনাথ একবার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন যে—বঙ্কিম বাবু নাকি তাঁহার "অমলা" উপন্যাসের স্থান বিশেষ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে পুস্তকে এত সুন্দর ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে, সে পুস্তক নিশ্চয়ই আদরের বস্তু।

আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকগণের মনস্তত্ত্বমূলক ও শিল্পসম্ভার সম্বলিত উপন্যাস সমূহের পার্শ্বে উনবিংশ শতাব্দির ইংরেজী উপন্যাসগুলির যে স্থান, মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণকারী বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রগতি-পরায়ণতা-মূলক প্রখ্যাত উপন্যাস সমূহের পার্শ্বে—তারকনাথের উপন্যাস গ্রন্থাবলীর স্থানও তদ্রূপ বলিলে মনে হয় অন্যায় হইবে না। এজন্যই বোধ হয় এক শ্রেণীর পাঠকমণ্ডলীর নিকট তারকনাথের নাম অপরিজ্ঞাত। উপন্যাসের আদর্শ যে একটা জাতির উপর কত বড় প্রভাব বিস্তার করে তাহা তারকনাথের অজ্ঞাত ছিল না। অর্থ লোভে একটা জাতিকে কুপথে পরিচালিত করিবার সুযোগ দান করিয়া তিনি উপন্যাস লিখিতেন না। উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটী প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

"লেখকগণের নিকট আমার নিবেদন—উপন্যাস রচনা করিতে হইলে মানবজীবনের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম সকল ঘটনাই যদি লোক চক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে,—তাহা হইলেও তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। ঔপন্যাসিকের হস্তে সমস্ত জাতির হিতাহিত চিন্তা নির্ভর করিতেছে। যাঁহাদের উপর সমগ্র জাতির চরিত্র গঠনের ভার, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই "প্রেম" নামে প্রলোভনময় কুরুচির চিত্র যুবক যুবতীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে লজ্জিত হ'ন না! এমনি তাঁহাদের উপন্যাসের প্লট! বড় দুঃখেই সাহিত্য গুরু অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন,— 'পাপের চিত্র কমাইয়া দাও,—পুণ্যের চিত্র জলন্ত হইয়া

উঠুক্।' আমাদের দেশের ঔপন্যাসিকগণ কিন্তু স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া, ব্যাভিচারমূলক প্রেমকেও সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেছেন! হায়! আরতো সাহিত্যনেতা বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত নাই,—কে ইহাদিগকে দমন করিবে?"

আমরা তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী পুনঃ প্রচার করিতে তাঁহাকে একবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। পত্রের উত্তরে বড় আক্ষেপ করিয়া তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—"দুই দিকে দুইটী পুরুষ লইয়া যে যুবতী শুইয়া থাকিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা, তাহার চরিত্রই আজকাল উচ্চাদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। এমতাবস্থায় আমি আর কোথায় দাঁড়াইব?"

তারকনাথ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পও লিখিয়া গিয়াছেন। আজ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রায় বাহাদুর জলধর সেন "প্রবাসীতে" লিখিয়াছিলেন যে তারকনাথই বঙ্গসাহিত্যে ক্ষুদ্র গল্প প্রবর্ত্তনা করেন। এ কথা কতদূর সঠিক তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখক বলিতে পারেন। তারকনাথের আর একখানি গ্রন্থ—"বঙ্কিম বাবুর জীবন কথা" প্রসঙ্গে আমরা দুই চারিটী কথা বলিব। এই জীবনী গ্রন্থখানি সুলিখিত ও কৌতুহলোদ্দীপক। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের যে সকল কথা আছে, তাহা শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্কিম জীবনীতে" নাই। তারকনাথের পিতৃদেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতাসূত্রে তিনি কৈশোর কাল হইতেই সাহিত্য-সম্রাটের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। এ স্থলে আমরা তারকনাথের "বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন কথা" হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন,— আমি দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবুকে একত্রে বর্দ্ধমানের বাসায় দেখিয়াছি। দীনবন্ধু বাবুর হৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছাস কেহ ভুলিতে পারে না। বাটীর ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইত। পাচক ব্রাহ্মণ উৎফুল্ল প্রাণে তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিত। এমনি তাঁহার হৃদয় ভরা আনন্দ ছিল। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে, দীনবন্ধু বাবু "কমলে কামিনী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছেন। শ্রোতা পিতৃদেব, তাঁহার সহপাঠী, সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার ও বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিম বাবুর রসিকতার টিকা-টিপ্পনী চলিতেছে কিন্তু ঠাঁই পাইতেছে না—গঙ্গাচরণ ও দীনবন্ধু বাবুর তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই ঘন ঘন হাস্য—সেই আনন্দভরা হৃদয়—সেই সারল্য—সেই রসামোদ আর দেখিতে পাইনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে আসিলে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের বাটীতেই থাকিতেন। তিনি আসিলে * * * * পিতৃদেব সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভোজ দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে প্রায়ই অনুরোধ রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাঁহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করান মাত্র। একদিন ভোজ আমাদের বাসায়। ভোক্তা বাবু দুর্গাদাস মল্লিক, বঙ্কিম বাবু, সঞ্জীব বাবু এবং আরও দুই একজন লোক। সাগরের একটা কড়া বাঁধ ছিল। সে বাঁধনীর ভিতর না আসিতে পারিলে তিনি খাওয়াইতেন না। সেটী এই যে, তিনি যাহা স্বয়ং রন্ধন করিতে পারিবেন, তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য ভোক্তারা আহার করিতে পারিবেন না। সুতরাং মেনু (Menu) অতি সামনাই হইত। কথিত দিনের মেনু,—ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম আদা দিয়া পাঁঠার মেটের অম্ল। আহারের সময় গগনভেদী বাহবা পড়িতেছে। আর দেব-হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায় জড়াইয়া সহাস্যে পরিবেশন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—'এমন সুস্বাদু অম্ল ত কখনও খাই নাই।' সঞ্জীব বাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন,—'হবে না কেন, রান্নাটী কা'র জানত—এ যে বিদ্যাসাগরের।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি হাসির সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন,—'না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।' বঙ্কিম বাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।

অপরিচিত লোকের কাছে বঙ্কিম বাবু স্থির গম্ভীরভাবে থাকিতেন—রঙ্গরস বা রসিকতা আদৌ করিতেন না; কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কাছে সে গম্ভীরভাব দেখা যাইত না। * * * *

বর্দ্ধমানে আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। * * * এই উৎসবে একবার বঙ্কিম বাবুরা তিন ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। * * * আহারান্তে দক্ষিণা দিবার সময় বঙ্কিম বাবু দুই হাত বাহির করিয়াছেন। পিতা বলিলেন,—'দুই হাতে দক্ষিণা নেবে নাকি?' বঙ্কিম,—'না নিলে চল্‌বে না ভাই। গাড়ী ভাড়া একটী টাকা দিতে হবে। তিন ভাইএর রোজগার দেখছি ৷৷৹ আনা; বাকী ।৹ আনা কি পকেট থেকে দেবো?' দক্ষিণা ।৹ আনা হিসাবে বিতরিত হইতেছিল। সত্য সত্যই তাঁহার দুই হাতে দক্ষিণা দেওয়া

হইল, তিনিও তাহা আনন্দে পকেটে পুরিলেন। এ আমোদ আজকাল কয়জন করিতে পারেন ?" তারকনাথের "বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন কথা" নামক গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তারকনাথ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তিনি এতদ্ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অধ্যয়নের ফল, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি "পরলোক" নামক একখানি উপন্যাসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। "পরলোক" উপন্যাস প্রকাশিত হইলে তাহা জন-সমাজে সমাদরও লাভ করিয়াছিল। এই "পরলোক" সম্পর্কেই আমরা তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সে আজ ১৩০৬ সনের কথা, তখন "তারকনাথ গ্রন্থাবলীর" দুই তিনটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বহু বৎসর পর আমরা যখন স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের জীবনী লিখিয়াছি, তখন তাঁহার সঙ্গে পত্রালাপ হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম এবং বিনিময়ে তাঁহার স্নেহও লাভ করিয়াছিলাম।

কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করার পর চক্ষুরোগে তাঁহার দৃষ্টিনাশ হইতে থাকে এবং আরও কয়েক বৎসর পর তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। ইহার ফলে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'ন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়াও সাহিত্য-সেবায় তাঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল। শেষ বয়সে তিনি তাঁহার ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিনীর জীবন কথা রচনা করেন। তিনি বলিয়া যাইতেন এবং একজন লেখক তাহা লিখিয়া লইত। ঐ জীবন কথা এবং "পরলোক" উপন্যাসের ৭ম সংস্করণ মুদ্রিত করিবার জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একটা অদম্য আগ্রহ জাগিয়াছিল।

১৯৩৬ সনের এপ্রিল মাসে তারকনাথ একখানি পত্রে আমাদিগকে তাঁহার প্রাণের আগ্রহের কথা জ্ঞাপন করেন। এবং আমাদের দ্বারা উক্ত দুইখানি পুস্তক সংশোধন করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আমাদের ন্যায় অখ্যাত ও নগণ্য সাহিত্য সেবীর বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিকের রচনার উপর কলম ধরিতে যাওয়া একটা গৌরবের বিষয় হইলেও, তাহা যে ধৃষ্টতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কাজেই তাঁহার প্রস্তাবে আমরা ইতস্ততঃ করিলেও অবশেষে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ১৯৩৬ সনের ২৫শে মে তিনি আমাদিগকে লিখিলেন,—

"পরলোক সর্ব্বপ্রথম ছাপাইব, সুতরাং তাহার পাণ্ডুলিপি ইচ্ছানুরূপ সংশোধন পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আপনাকে দিলাম। আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।" আমরা আপত্তি জানাইলে কয়েকদিন পরে আবার লিখিলেন,—"আপনাকে যখন সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছি তখন আপনি এত ইতস্ততঃ করেন কেন?"

তথাপি আমরা দ্বিধাবোধ করিতেছিলাম এবং শিব গড়িতে হয়ত বানর গড়িয়া ফেলিব এ কথা তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি পুনরায় আমাদিগকে লিখিলেন;—

"দুইজন সাহিত্যিকের চেষ্টায় যদি কাজটী সুসম্পন্ন না হয় তবে বুঝিব আমরা এতদিন সাহিত্য-সেবা করিয়া দেশকে ঠকাইয়াছি। * * * বইখানি ছাপিতেই হইবে কাজেই ভুলভ্রান্তি না থাকে এজন্যই আপনাকে খাড়া করিয়াছি এবং ভগবৎ কৃপায় আপনাকে পাইয়াছি।" ইহার পর আবার লিখিলেন,—"আমি যখন আমার হাতখানা কাটিয়া আপনার হাতে যোড়া দিয়া দিয়াছি তখন আপনার এত দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণ কথাবার্ত্তা সরল ভাষায় এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা যত ভাবময়ী পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয় ততই ভাল। আপনার মনের মত গড়িয়া দিলেই চলিবে। কথাবার্ত্তায় কোথায়ও আমার ত্রুটী দেখিলে আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা ঠিক করিয়া দিবেন, যেন ব্যাকরণ দোষ না থাকে। চক্ষু না থাকায় অনেক বিড়ম্বনা! ডিক্‌টেশনে বই লেখা অভ্যাস আমার আদৌ ছিলনা—এখনও নাই।"

জানিনা, কলিকাতায় তাঁহার এত বন্ধু-বান্ধব থাকিতে আমাদের মত নগণ্য সাহিত্য-সেবকের সহায়তা তিনি গ্রহণ করিলেন কেন? সে যাহাই হউক, আমরা অতঃপর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তাহার "পরলোক" উপন্যাসের, নানাস্থানে আমাদের সাধ্যানুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করতঃ ৭ম সংস্করণের উপযোগী করিয়া দিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় গত বৎসর তিনি তাহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এবং পুস্তকের ভূমিকায় আমাদের কথা উল্লেখ করিতে তিনি কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

"পরলোক" উপন্যাসের স্থানে স্থানে নৈসর্গিক বর্ণনা উপলক্ষে আমরা কি ভাবে তারকনাথের রচনার সঙ্গে আমাদের রচনা যোজনা করিয়া দিয়াছিলাম, এ স্থলে তাহার উদাহরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলে বোধ হয় নিতান্ত

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ ;—

'আমাদের সম্মুখে সেই সুবিশাল নদী অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার জল-কল্লোল এবং নদীর গর্ভ হইতে উত্থিত অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া আমরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। তখন আমরা যে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নদীতীরে আসিয়াছি, পশ্চাতে ফিরিয়া সেদিকে আর একবার তাকাইলাম। দেখিলাম, প্রকাণ্ড প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। কোন দিকে কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। থাকিয়া থাকিয়া কোথা হইতে এক একবার উদাস হাওয়া আসিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মত সে প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। অদূরে প্রান্তর-প্রান্ত হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ। সে ভীষণ অরণ্য আমাদের কাছে একটা দারুণ বিভীষিকার মত মনে হইতেছিল। দেখিলাম, সে অরণ্যের সমুন্নতশীর্ষ ভীমকায় মহীরুহ সকল যেন মহাযোগীর ন্যায় যোগপরায়ণ। ঊর্দ্ধে গগন মণ্ডলে মস্তক উন্নত করিয়া কি যেন এক নিগূঢ় রহস্যের অনুসন্ধানে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কে বলিবে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহারা এই ভাবে ঊর্দ্ধদৃষ্টি পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে? কবে সে অপার রহস্যের সমাধান হইবে তাহাই বা কে জানে?

বৃক্ষশিরে কাক, চিল এবং গৃধিনী শকুনি থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিতেছিল। আর কখনও বা ধীরে, কখনও বা ভীষণ ভাবে, দুরন্ত বাতাস প্রেত-নিঃশ্বাসের মত সমস্ত বনভূমি কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছিল! যে দিকে তাকাই, সর্ব্বত্রই ভীষণতার প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় আসিলাম, কি করি, কোথায় যাই, ভাবিয়া অবসন্ন হইলাম।'

তারকনাথের অভিপ্রায় অনুসারে, তাঁহার ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ প্রাকৃতিক বর্ণনায় আমরা স্থানে স্থানে এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। তবে পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করাতে তিনি কিন্তু পত্র লিখিয়া আমাদিগকে তাঁহার আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর "আনন্দবাজার" প্রভৃতি পত্রিকায় সমালোচনা উপলক্ষ "পরলোক" এর একটু সুখ্যাতিও হইয়াছিল।

ইহার পর আমরা তাঁহার "শরৎ-স্মৃতি" নামক জীবন কথা খানিও আদ্যোপান্ত দেখিয়া যথাযোগ্য সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা আর মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

তিনি আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদের শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাদিগকে শেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"সাহিত্যিক হিসাবে আপনার জীবনের একটা মূল্য আছে। * * * সাবধানে চলাফিরা করিবেন। * * *" কথাটা বোধ হয় তাঁহার অন্ধ-স্নেহের নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তবে বঙ্কিম যুগের একজন সাহিত্যিকের এ মন্তব্য প্রকৃত না হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের নিকট তাহা আনন্দদায়ক। আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ এটুকুই তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, যদিও কথাটী আমাদের মত অখ্যাত ও নগণ্য লেখকের প্রতি একেবারেই প্রযোজ্য নহে।

শেষ বয়সে তাঁহার হৃদ্‌রোগের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সময় সময় তিনি রোগ-যাতনায় অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ছায়া-চিত্র (Photo) আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"পরলোকে আমাকে চিনিতে পারিবেন ত ?"

প্রত্যুত্তরে আমরা সুকবি টেনিসনের নিম্নলিখিত কবিতাটীর কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম ;—

"Eternal form shall still devide
The eternal soul from all beside,
And I shall know him when we meet."

অর্থাৎ,—

যদিও অনন্তরূপী মহান্ সত্তায়
বিচ্ছিন্ন করিবে যত অমর জীবন,—
পারিব চিনিতে আমি তথাপি তাহায়
উভয়ে আবার দেখা হইবে যখন।

তারপর অকস্মাৎ জানিতে পারিলাম বিগত ২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার বেলা ৯-৪৫ মিনিটের সময় তারকনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন। সমুজ্জ্বল আলোকমালা বিমণ্ডিত বঙ্কিম যুগের একটী প্রদীপ নিভিয়া গেল ! মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ভাগ্যবান তারকনাথ ৭ পুত্র, ৪ কন্যা এবং

বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রাখিয়া যথাসময়েই স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত ২৭শে আষাঢ়ের মফঃস্বল সংস্করণ "আনন্দবাজার পত্রিকা" এবং "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি কাগজে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার মত একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী এ যুগে বিরল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে সাহিত্য-সেবা করিতে বিরত হ'ন নাই, ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব। তারকনাথের মত অক্লান্ত সাহিত্য-সেবক আমাদের মধ্যে যত আসেন ততই আমাদের মঙ্গল।

"পরলোক"—উপন্যাসের লেখক তারকনাথ বিশ্বাসের পরলোকগমনে সুকবি শেলীর দুইটি ছত্র আজ আমাদের মনে বার বার জাগিতেছে ;—

"Peace ! peace ! he is not dead, he doth not sleep—
He hath awakened from the dream of life."

শান্তি, শান্তি ! সে ত মরে নাই,—নহে নিদ্রায় মগন,
সে যে উঠিয়াছে জাগি', সাঙ্গ তার জীবন-স্বপন !

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
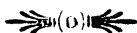
হিন্দু দার্শনিকের লক্ষ্যপথ

প্রবন্ধ লিখিবার প্রবৃত্তি বারংবার প্রবুদ্ধ হইলেও, অনেকদিন হইল, প্রবন্ধ পাঠ করা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষদই বলুন আর সাহিত্য সম্মিলনই বলুন, নানা রুচি-সম্পন্ন জন-সভায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করা অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নানাদেশীয় সাহিত্য-সম্মিলনে, প্রবন্ধ পাঠকারী পণ্ডিতগণের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার নিবৃত্তির পথে যাইবার জন্য মানসিক প্রেরণা আসিলেও, কি করি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আজ আপনাদের সম্মুখে নিরস দর্শনের কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। সাহিত্য ঢক্কা নিনাদে পৃষ্ঠস্পন্দন উপস্থিত হইলেও বাণ-বর্শি আনিয়া বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিব, বেশী বিরক্ত

করিব না, অতি সংক্ষেপে দার্শনিকদিগের মুখ্য লক্ষ্য বস্তুর সন্ধানমাত্র এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিবার যত্ন করিব। দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি—

অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মনৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তিমেগতিঃ ॥

আর্য্য মুনিঋষিগণ বেদ-সমুদ্র হইতে যে সকল দার্শনিক মতবাদ জন-সমাজের হিত কামনায় প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন আমিও ঐ গুলির সারাংশ যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কোন মতবাদের পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিব না। কেবলমাত্র দার্শনিক মতগুলির আংশিক সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিব। জাতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমূহের সমন্বয় প্রধান এই কলিকালে, দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ সর্ব্ব সমন্বয়কারী বন্ধুগণের সর্ব্বথা সহানুভূতি পাইবার আশা রাখি। যদিও হিন্দুদর্শনগুলির মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি ঐ গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের অর্থাৎ মূল উপাদান গুলির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সকল দর্শনই নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত। আত্মা অবিনশ্বর ও বিচিত্র বিশ্বের কারণ। আত্মার দেহাশ্রয়ই সুখ ও দুঃখের হেতু। মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য। মুক্তির পথ, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবিপাক প্রদর্শনই দর্শনের লক্ষ্য।

জানিনা দার্শনিক মত সমূহ বেদ-সমুদ্র হইতে কতকাল হইল অনন্ত শাখা-নদীতে পরিণত হইয়াছে। জানিনা ব্যাস ও জৈমিনি, গৌতম ও কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলি কোন্‌দিন ভারতবর্ষের কোন্‌দিকে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। কেবল দেখিতেছি তাঁহাদের গ্রন্থ-সম্ভার, কেবল পাইতেছি তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধি প্রতিভার আংশিক পরিচয়। যখনই তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই, প্রতি বর্ণে বর্ণে দেখিতে পাই, "আত্মৈবেদং সর্ব্বং। আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি," পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মারই প্রতীক, আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তুমি আত্মভাব লাভ কর, অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রে দীক্ষিত হও। (একমাত্র আত্মভাব লাভের জন্য আত্মানুসন্ধানই সকল দার্শনিকগণের একমাত্র উপদেশ।) দুঃখ-পঙ্ক-নিমগ্ন জাগতিক জীব যখন যৌবন অতিক্রম করিয়া

যৌবনের ভোগ বিলাসে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখনই তাঁহাদের আত্মানুসন্ধান প্রচেষ্টা বর্দ্ধিত হয়। আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলই একান্ত আবশ্যক। বেদ ও উপনিষদ সমস্বরে বলিতেছে ও বলিয়াছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বল অর্জ্জন করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন, আসন ও প্রাণায়াম শিক্ষা প্রয়োজন। আসন শিক্ষার ফল শরীর সন্ধির সবলতা প্রাপ্তি। প্রাণায়ামের ফল প্রাণ-বায়ু-স্পন্দনের স্থিরতা সম্পাদন। উভয়বিধ বল একত্রিত হইয়া মনকে সবল করিয়া তোলে। মনই আত্মানুসন্ধানের অমোঘ উপাদান, মন সুস্থির ও সবল হইলে আত্মানুসন্ধানে আর বিলম্ব ঘটিতে পারে না। তাই যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলিয়াছেন - "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ।" মনেরই অপর নাম চিত্ত, বাল্যকাল হইতে শরীর ও মন যেরূপে গঠিত হয়, আজীবন ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন, আসন শিক্ষা ও প্রাণায়াম সাধন প্রয়োজন। বেশী বয়সে ঐগুলি যেরূপ কষ্টায়াত্ত, সেইরূপ কুফলপ্রদ; দুঃখের বিষয় ঐগুলি সর্ব্ববিধ শিক্ষায়তনের বাজে কাজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিং করবামঃ কালোহি বলবত্তরঃ। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই শরীর গঠন ও মনকে আত্মোন্মুখী করিবার জন্য দার্শনিকগণ বারংবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মনকে আত্মানুগামী করিতে হইলে বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে অবিদ্যা ক্ষয়ের— "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এতাদৃশ অভ্রান্ত সত্য দার্শনিক ও বৈদিক বীজমন্ত্রগুলির উপরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহা সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি, জীব-জগতের সর্ব্বদা পাঠ্য ও সর্ব্বথা ধার্য্য বলিয়া দার্শনিকগণ জোর পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছেন। যখনই বিষয় ভোগ বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া পুত্র কন্যা, ধন ধান্য প্রভৃতির আগমন ও বিয়োগ জনিত সুখ ও দুঃখ আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে, তখনই ভাবিতে হইবে,—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা মিথ্যৈব সুখবেদনং,
অবিদ্যা কল্পিতং সর্ব্বং, দুঃখঞ্চ কল্পিতং ন কিং।"

আত্মা সর্ব্বথা নির্ম্মল ও শুদ্ধ, সুখ বা দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, সুখ দুঃখ জীবের ধর্ম্ম, জীবভাবনির্ম্মুক্ত আত্মায় সুখ দুঃখ কল্পিত ধর্ম্ম। দুঃখ চিন্তা যেমন আত্মাকে অবসন্ন করে, আপাততঃ মনোরম হইলেও সুখ চিন্তাও

অবসাদক। যে ব্যক্তি সতত সুখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে চাহেন, তাঁহাকে অল্প পরিমাণেও দুঃখ আসিয়া সহসা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে। সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক ধর্ম্ম, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সাংসারিকের পক্ষে সম্ভব নহে. মুক্তের কথা পৃথক। স্বর্গভোগও চিরকাল সম্ভব নহে, তাই আস্তিক আর্য্য-ঋষিগণ দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া সর্ব্বদা আত্মানুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্য হইতে আত্মাকে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া অলৌকিক আত্মভাব বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই দার্শনিকগণ স্ব স্ব দর্শনে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিচিত্র ভাব লইয়া বিবিধ মতের অবতারণা করিয়াছেন ; ঐ সকল মত আত্মানুসন্ধানের প্রতিকূল নহে বরঞ্চ অনুকূলই হইয়াছে।

দার্শনিকগণ এক আত্মাকেই অনেকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। পরন্তু বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, নৈয়ায়িকের ঈশ্বর, সাংখ্যের পুরুষ, বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, গাণপত্যের গণেশ, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শাক্তের শক্তি. ইঁহারা সকলে আত্মপদ বাচ্য। আত্মা সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বশক্তির আধার, সর্ব্বশক্তি স্বরূপ। আত্মশক্তির প্রেরণায় জাগতিক জীবসমূহ স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগের জন্য, নানারূপে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল কারণ বা উপাদান আশ্রয় করিয়া বিচিত্রতা অবলম্বন করিয়াছে আবার ঐ সকল বিচিত্র বস্তু ঐ কারণ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইবে ইহাই দার্শনিকের জীবোৎপত্তি ও জীবের লয়। উৎপত্তি ও লয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব, সঙ্কোচ ও বিকাশ একই কথা।

আর্য্যদর্শনসমূহ ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবের বিশ্লেষণ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। জীবের ব্যষ্টিভাবকে সমষ্টিরূপে, সমষ্টিকে ব্যষ্টিরূপে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রয়োজন ; তাই সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ দর্শনে অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে সাধারণতঃ তিন প্রকার সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখিতে পাই ; উক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া তিনটী পারিভাষিক নাম লইয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে যথাক্রমে উহাদের নাম—আরম্ভ, বিবর্ত্ত ও পরিণাম। মুনি গৌতম, কণাদ ও জৈমিনী আরম্ভবাদ সমর্থন করিয়াছেন, কপিল ও পতঞ্জলি পরিণামবাদ, মুনি ব্যাস বিবর্ত্তবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। আরম্ভবাদে অতি সূক্ষ্ম পরমাণু ও মহান্ আত্মা বা ঈশ্বর জগতের মূলীভূত কারণ। উপাদান পরমাণু নিমিত্ত আত্মা বা ঈশ্বর।

ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে পরমাণু সক্রিয় এবং মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, অবয়বাদিরূপে ক্রমশঃ স্থূল শরীর ধারণ করে। দুইটী পরমাণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, তিনটী দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া ত্রসরেণু, কতগুলি ত্রসরেণু মিলিত হইয়া অবয়বী বা স্থূলশরীর উৎপন্ন হয়। ঐ শরীরগুলি পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস ভেদে চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। পঞ্চভূতের সমবায়ই শরীর। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ভেদে মহাভূত পাঁচটী। আকাশের পরমাণু নাই, উৎপত্তিও নাই। আকাশ শূন্য পদার্থ, সর্ব্বত্র সমভাবেই আছে। আকাশের ন্যায় কাল, দিক্ প্রভৃতি কতগুলি নিত্য পদার্থ বিশেষ বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্য স্বীকার করিয়াছেন, বিস্তৃতি ভয়ে এখানে বলিলাম না। (আমার লিখিত 'প্রাচ্য দর্শনে' ঐ সকল বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আমার নিকট হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিবেন, প্রকৃত পাঠক হইলে মূল্য লইব না।) ফলতঃ ঈশ্বর প্রেরণায় ক্রিয়াশীল হইয়া—পরমাণুই দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগত সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই আরম্ভবাদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

পরিণামবাদী পতঞ্জলি ও মুনি কপিল, বিবর্ত্তবাদী ব্যাসদেব, বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ;—

স তত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

যথার্থরূপে একটী বস্তুর অন্যরূপ ধারণের নাম পরিণাম। অযথার্থরূপে একটী বস্তুর অন্যরূপ ধারণের নাম বিবর্ত্ত। যেরূপ দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধিরূপ ধারণ করিলে, দুগ্ধের পরিণামকে দধি বলিয়া ব্যবহার করি, ঐরূপ প্রকৃতির মহদাদি পঞ্চবিংশতি প্রকারে পরিণামকে বিকার বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরিণামবাদী কপিলের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ; পুরুষ চেতন অথচ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি অচেতনা অথচ ক্রিয়াশীলা। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় সৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। অন্ধের দৃষ্টিশক্তি নাই, চলিবার শক্তি আছে, পঙ্গুর চলিবার শক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তি আছে। পঙ্গুকে স্কন্ধে চড়াইয়া অন্ধ যেরূপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে (পঙ্গু নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া) যাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রকৃতি অচেতনা হইয়াও পুরুষের চেতন প্রতিবিম্বের সাহায্যে জগত সৃষ্টি করিতে সমর্থা হইয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে প্রকৃতি হইতে প্রথমে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব

উত্পন্ন হইয়াছে। মহত্ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উত্পন্ন হইয়াছে। পরিণামবাদী মুনি কপিলের মতে উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত, অতিরিক্ত কোন বস্তুই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আবির্ভাব তিরোভাব বা সংকোচ ও বিকাশ ব্যতীত উত্পত্তি ও বিনাশ নাই, উহারা ক্ষয় ও উদয় রহিত নিত্য পদার্থ। মুনি কপিল বলিয়াছেন,—নাসদুত্পদ্যতে নচ সদ্বিনশ্যতি। ঐ ঐ তত্ত্বগুলি যে যে ক্রম ধরিয়া লোকলোচনবর্ত্তী হইয়াছে, আবার ঐরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি শরীরে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবে অবসর পাইলে আবার প্রকাশ পাইবে, এইরূপ অনন্ত কাল হইতে ঐ ঐ তত্ত্বগুলির সঙ্কোচ ও বিকাশ হইতেছে ও হইবে। পুরুষ বহু, প্রকৃতিও বহু, যে পুরুষের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যক্ প্রকার অধিগত হইয়াছে, প্রকৃতির কার্য্য যিনি বিশেষরূপে জানিয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভের অধিকারী। পুরুষ প্রকৃতির কার্য্য জানিয়া প্রকৃতি সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেই পুরুষ মুক্ত হইবে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সংসার। প্রকৃতি ও পুরুষের বিয়োগে বিমুক্তি। বিবর্ত্তবাদী মুনি ব্যাসদেব বেদান্তের সূত্রগুলি এতই সুকৌশলে প্রণয়ন করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী নানাপথে চালিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ পোষণ করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই অবলম্বন ব্যাসের একমাত্র বেদান্ত সূত্র। বেদান্তমতের স্থূলতঃ সৃষ্টি তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এক ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। "একোঽহং বহু স্যাম্" এই ব্রাহ্মী পরিকল্পনাই জগত্ সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্ম বা আত্মা নিত্য, শুদ্ধ ও বুদ্ধ-স্বভাব। মায়া বা অবিদ্যা অঘটন পটীয়সী ও অনাদি।

ব্রহ্ম বা আত্মার সৃষ্টিপরিকল্পনেচ্ছা, মায়া বা অবিদ্যা হইতে সম্ভূত। অবিদ্যা বা মায়া প্রভাবে (সৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে পৃথিবী, প্রভৃতি পঞ্চভূত উত্পন্ন হইয়া পঞ্চীকরণ সাহায্যে অনন্ত জগত্ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম বিসদৃশ সৃষ্টিই বেদান্ত বেদ্য। এইরূপে ব্রহ্ম বিবর্ত্তিত জগত্ মায়া কল্পিত বলিয়াই মিথ্যা। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন ;—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, মিথ্যৈব সুখবেদনং।" পরিদৃশ্যমান জগত্ মিথ্যা এইরূপ কল্পনা সাধারণের

চক্ষে ভাল লাগিবেনা বলিয়া, শঙ্কর জাগতিক বস্তুগুলিকে পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক রূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগত্ পারমার্থিক ভাবে অসত্, ব্যবহারিক ভাবে সত্। তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক সত্ত্বা, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যের নাই, সুতরাং পারমার্থিক ভাবে জগত্ মিথ্যা, ব্যবহারিক ভাবে সত্য। প্রাতিভাষিক বস্তুগুলি সর্ব্বদাই মিথ্যা। সর্ব্বত্র ব্রাহ্মীস্থিতি উপলব্ধি হইলে বাহ্য জগতের সত্ত্বা বিলীন হইয়া যায়। ঐরূপ অবস্থায় জগতের পৃথক সত্ত্বা কোথায়? তখন জীব ভাবিতে থাকে "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"—ইহাই বেদান্তের বীজমন্ত্র। ঐ ঐ রূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিশেষরূপে বুঝিয়া লইতে পারিলে, আরম্ভবাদীর ঈশ্বর, বিবর্ত্তবাদীর ব্রহ্ম ও পরিণামবাদীর পুরুষ চিনিয়া লইতে বিলম্ব ঘটিবেনা মনে করিয়াই সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিশেষরূপে দর্শন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এবং আত্মা, ঈশ্বর বা পুরুষ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে উপাসকের চক্ষে একই বস্তু। সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বারা জাগতিক বস্তুগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে, নেতি নেতি বুদ্ধিদ্বারা—অদ্বিতীয়, অনন্ত, অসঙ্গ, শুদ্ধ বুদ্ধ-স্বভাব আত্মাকে সহজেই ধরিতে পারা যায়। বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও ন্যায়ের অদৃষ্টও পৃথক বস্তু নহে। সাধকের রুচিভেদে, নানা নাম লইয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। "ঈশ্বরের সিসৃক্ষা, ব্রহ্মের একোঽহং বহুস্যাম্" ইত্যাকার বহু পরিকল্পনেচ্ছা, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বাভাবিক সংযোগও একই বস্তু। জীবের স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই ভগবদিচ্ছাকে উদবুদ্ধ করিয়া তোলে। জীবের জন্ম অর্থাত্ সংসার অনাদি, কখন কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এযাবত্ কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই বা বলেন নাই।

অনাদি সংসারে জীবকে অনবরত হাবু-ডুবু খাইতে দেখিয়া কারুণিক দার্শনিকগণ বেদ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যিনি যেরূপ রত্নের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই নিজ নিজ রুচিকে বৈদিকমতবাদের সহিত মিলাইয়া আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আত্মদর্শনের ফলে যে সত্যের অনুসন্ধান মিলিয়াছে, সেই সেই পরমার্থ সত্যের সন্ধান, দর্শনের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন,—"আত্মাবারে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

ভবপারাবার পার হইতে হইলে সদ্গুরুর নিকটে থাকিয়া আত্মার শ্রবণ করিতে হইবে। বৈদিক তান্ত্রিক বা পৌরাণিক উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া

আত্মার মনন অর্থাৎ, আত্মভাব চিন্তা করিতে হইবে। শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে চিন্তিত আত্মভাবকে অবিচ্ছিন্নভাবে হৃদয়ে রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা সাধকের হৃদয়ে আত্মভাব ফুটিয়া উঠিলে, বিষয় বাসনা দূরীভূত হইবে। বিষয় বাসনা না থাকিলে দুঃখ কোথা হইতে আসিবে? দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিত্যসুখ সাক্ষাৎকারই দার্শনিকের মুক্তি। জীবের মুক্তি কেবল যে মৃত্যুর পরেই সম্ভব তাহা নহে। প্রাণবায়ুর বর্ত্তমানাবস্থায়ও মুক্তির আনন্দ জীবের পক্ষে সম্ভব। মুক্তিও দ্বিবিধ,—পরমমুক্তি ও জীবন্মুক্তি। পরমমুক্তি পরপারে, জীবন্মুক্তি জীবিত জীবও উপভোগ করিতে পারে। আমিও আজ জীবন্মুক্তের ভাব অবলম্বন করিলাম।

অধ্যাপক—শ্রী ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষদের-কার্য্য-বিবরণী।

(২) ২৮শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন:- তারিখ ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৯।
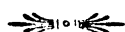
শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়। ইহা শোক সভা। রঙ্গপুরের উদীয়মান সাহিত্যিক মানময়ী গার্লস্ স্কুল, থার্ড ক্লাশ, কঙ্কালদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা সুকবি রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের আকস্মিক পরলোকগমনে রঙ্গপুরবাসিগণের যে ক্ষতির কারণ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে রঙ্গপুরবাসী জনসাধারণ তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। অতঃপর তাঁহার পরিজনবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭ম বিশেষ অধিবেশন:—তারিখ ১১ই ফাল্গুন ১৩৩৯।

এই সভার সভাপতি ছিলেন তাজহাটের সুনামধন্য ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর। এই সভায় রঙ্গপুরের উদীয়মান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহোদয় শোকসূচক একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া মৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য ও সমাজ-সেবা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আয় ব্যয়:—

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সর্ব্বপ্রকার আয়—	৩০৮/০
গত বৎসরের তহবিল—	১৭২৩৸৶৯
	২০৩২৷৯
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৪৪৮৸৶৯
	তহবিল—১৫৮৩৴০

আলোচ্য-বর্ষে এই সভা রাজসাহী বিভাগের মাননীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর প্রদত্ত "এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল" মেরামতের সাহায্যকল্পে ২৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তজ্জন্য আলোচ্য-বর্ষের কার্য্য-বিবরণের উপসংহারে আমরা মাননীয় কমিশনার মহোদয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ।

(৩) ২৯শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

আলোচ্য-বর্ষে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্ম পরিচয় লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। এই বৎসর হইতেই পরিষদের দুর্ব্বৎসর সূচিত হয়। দেশের রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা, অর্থাভাব ও লোকাভাবই ইহার প্রধান কারণ। এ সময় দেশব্যাপী সন্ত্রাশবাদের ঘন ঘোর মেঘমালায় রাজনৈতিক গগন সমাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, মুহুর্মুহু আসন্ন বিপদের বিদ্যুদ্দাম দিকে দিকে স্ফুরিত হইতে থাকে। কাজেই বাধ্য হইয়া আমরা আলোচ্য-বর্ষে তেমন সভাসমিতি আহ্বান করিবার সুযোগ পাই নাই।

সদস্য সংখ্যা :— আলোচ্য-বর্ষে সদস্য সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়ই ছিল। এজন্য এস্থলে তাহা পুনর্ল্লিখিত হইল না।

অধিবেশন :—আলোচ্য-বর্ষে মাত্র দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

১ম অধিবেশন :— তারিখ ২৯শে বৈশাখ ১৩৪০, শুক্রবার।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহোদয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সভা রঙ্গপুরের পরলোকগত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে আহুত হয়। সর্ব্বপ্রথমে একটী স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর তন্মধ্য হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

২য় অধিবেশন :— তারিখ ২৫শে ভাদ্র ১৩৪০, রবিবার।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ একটী

নৃত্যগীতানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও তৎসহ সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হয়। যথাসময়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে এবং ব্যয় বাদে উদ্‌বৃত্ত তহবিল মাহিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত আছে।

আয় ব্যয় ঃ—

১৩৪০ সনের সর্ব্বপ্রকার আয়—	১৩৲
গত বৎসরের তহবিল—	১৫৮৩।/০
	১৫৯৬।/০
১৩৪০ সনের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৪২।/৩
তহবিল—	১৫৫৩৸/৩

আলোচ্য বৎসরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ।

(৪) ৩০শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী—১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

আলোচ্য বর্ষের অবস্থা গত বর্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। বিভীষিকাময় সন্ত্রাশবাদের যে দারুণ ঝটিকা বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তাহার প্রভাবে উত্তর বঙ্গের এ নগরীও অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিল।

এ সময় রাজনৈতিক কারণে গভর্ণমেণ্ট হইতে সভাসমিতি নিয়ন্ত্রিত করিবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায়, এই প্রতিষ্ঠান রাজনীতি-সম্পর্ক-বিহীন হইলেও, নানা অসুবিধা হেতু গত বৎসরের শেষ ভাগে এবং আলোচ্য-বর্ষে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য আমরা সবিশেষ দুঃখিত।

আলোচ্য-বর্ষে সদস্য সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিগত বৎসরেরই অনুরূপ।

আয় ব্যয় ঃ—

১৩৪১ বঙ্গাব্দের সর্ব্বপ্রকার আয়—	৩৯০০/৯
গত বৎসরের তহবিল—	১৫৫৩৮/৩
	১৯৪৪০/৬
১৩৪১ বঙ্গাব্দের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	১৭৯৷৷০/৯
তহবিল—	১৭৬৪৲/৯

আলোচ্য-বর্ষে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পরিষদকে ১২০৲ টাকা সাহায্য করেন। এবং গচ্ছিত টাকার সুদ বাবদ পরিষৎ ২৭০০/৯ প্রাপ্ত হ'ন। এই টাকা আদায় হইলেও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর বাকী ট্যাক্স পরিশোধ করিতে এবং "রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ" প্রতিষ্ঠানকে যথারীতি রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য বহু টাকা ব্যয় হইয়া যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ।

(৫) ৩১শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী,—১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

সদস্য সংখ্যা ঃ—আলোচ্য-বর্ষের সদস্য সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ।

অধিবেশন ঃ—এ বৎসর মাত্র তিনটী অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২টী বিশেষ এবং ১টী সাধারণ পর্য্যায়ের।

১ম বিশেষ অধিবেশন ঃ—তারিখ (২১শে বৈশাখ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।)

এই সভায় মহামান্য ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের রজত জুবিলী উপলক্ষে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহাশয় বিরচিত সম্বর্দ্ধনা সূচক "প্রশস্তি গীতিকা" শীর্ষক কবিতা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের মধ্যবর্ত্তীতায় সম্রাট সমীপে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সমাগত সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক সম্রাট-দম্পতির উদ্দেশ্যে রাজভক্তি জ্ঞাপন ও তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়।

এই সভায় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী "আরতি-মালা" নামক সম্রাট উদ্দেশ্যে লিখিত একটী কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর কুণ্ডী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র কব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক

সম্রাট-দম্পতির দীর্ঘজীবন কামনায় বিরচিত একটী সংস্কৃত প্রশস্তি পঠিত হয়। পরিষৎ হইতে প্রদত্ত "প্রশস্তি গীতিকা" ও শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি রচিত তাহার ইংরেজী অনুবাদ যথাসময়ে মহামান্য ভারত সম্রাটের নিকটে প্রেরিত হয় এবং তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিষদের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। ঐ কবিতা ও সম্রাটের পত্র এস্থলে পরিষদের ইতিহাসের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকার জন্য প্রকটিত হইল।

রাজ রাজাধিরাজ মহারাষ্ট্রপতি ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের
পঞ্চবিংশতিতম রাজ্য-সূচনায় রজতোৎসবে বঙ্গোত্তর ভূম্যাধিষ্ঠিত

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের—

প্রশস্তি গীতিকা
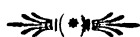
জয় জয় সম্রাট! অন্নের দাতা
অক্ষয় অভিষেক কল্যাণ-গাথা
রহ চির অব্যয় রাজ্ঞীমাতা।
জয় জয়।

জ্ঞাননীড়ে গরিমার শিখী
পঞ্চবিংশোজ্জ্বল বরষের রাখী
দীপ্তর অম্লান তিলক আঁকি।
জয় জয়।

করুণায় ভবদীয় সন্তানগণে
তন্ময় তদ্গত চিত্তেতে ভণে
নির্ম্মল যজ্ঞের মঙ্গল ক্ষণে
জয় জয়।

পূরা কীর্ত্তিকলা রক্ষক তুমি
জর্ণ ইতিহাস প্রকট কামী
ভারতী সেবক আশ্রয় ভূমি।
জয় জয়।

জয় জয় সম্রাট! আর্ত্তের ত্রাতা
জয় মহারাজ্ঞি! জয় জগমাতা
চিত্তের সন্তোষ আশিষ দাতা।
জয় জয়।

অম্লান ভবদীয় শাসনে রবি
প্রতিভা দীপ্তিতে চিণ্ময় ছবি
হে ভারতী ভাবুক ভকতি নতি।
জয় জয়।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিভূরূপে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,
সম্পাদক।

A SONG OF PRISE.

BY THE LITERARY ASSOCIATION OF RANGPUR, BENGAL,

to his

MAJESTY KING GORGE V,

Emperor of India, the lord of lords, on the occasion of the GRAND SILVER JUBILEE to celebrate

his Majesty's Twenty-fifth Coronation Anniversary.

—o::(*)::o—

All hail to thy mighty name, O Emperor, the giver of feod,
Perpetual be thy reign and our Song of praise to thee ;
May thou live through time, our Queen-Mother good,
Sing glory, ho, glory.

(II)

Upon thy grace, Children thine,
Chant in their hearts devoted to and full of thee ;
In the auspicious moment of this sacrifice divine,
Glory, ho, glory.

(III)

In the abode of Knowledge, O the mount of Glory,
Wear the Knot 'Rakhi' of the glorious Twenty-fifth
sacred and holy ;
On thy forehead draw we marks
of brilliance indelible and shiney,
Sing glory ho, glory.

(IV)

Art thou the Preserver of ancient Lore
Cult and Arts alluring,
The reclaimer too of antique and obscvre history ;
Art thou the mainstay of the devotees of Learning,
Sing glory, ho, glory.

(V)

Protector of the distressed, O Emperor, lord it thou over all,
Hail thee O Empress, our beloved mother
to glory we hail thee ;
From whom springs contentment and blessings fall,
Sing glory, ho, glory.

(VI)

All-pervading is the splendour of thy rein and ruling,
In radiance of talents art thou an embodiment of Gaiety ;
Accept, O King, accept the respectful homage
of the Votaries of Learning,
Sing glory ho, glory.

Surendra Chandra Roy Chowdhury
Secretary
On behalf of the Literary Association, Rangpur.

Poem - Translated into English
By
RAMENDRA LAL MUKHERJEE, B. A. (Cal.)

'RAKHI'— A sacred knot worn by the Hindus on the Full moon-day in the Bengali month of Sravana (August) with a universal belief that it produces a whole come effect on the lives of those who wear it.

Presidency of Fort Wiliam in Bengal,
Calcutta the 25th October 1935.

To

Babu Surendra Chandra Ray Chowdhury.

Sir.

Your message of congratulation on the occassion of the Silver Jubilee of His Accession to the throne has been laid before His Magesty The King-Emperor, by whose Royal Command I am to convey to you His Magesty's thanks and to express His appreciation of the sentiments of loyalty and good will which prompted the message.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant.
Sd. G. P. Hogg,
Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী ফোর্ট উইলিয়ম
কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৫ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সমীপে—

মহাশয়,

মহামান্য ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের পঞ্চবিংশতিতম সিংহাসনারোহনের রজতজুবিলী উৎসব উপলক্ষে আপনার বিরচিত প্রশস্তি-গীতিকা কবিতাটী সম্রাট মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপিত করা হয়। ভারত-সম্রাটের রাজানুজ্ঞা অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি যে রাজভক্তি ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উক্ত প্রশস্তি-গীতিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা মহামান্য সম্রাট স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভবদীয়—
জি, পি, হগ্,
বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী।

২য় সাধারণ অধিবেশন—তারিখ ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

(ক) পরিষদ মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ডের জন্য একখানি চুক্তি পত্র (Lease) রেজেষ্ট্রি করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট হইতে পরিচালকগণ আদেশ পাওয়ায় কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সমবায়ে একটি সমিতি গঠন করতঃ উক্ত চুক্তি পত্র সম্পাদন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(খ) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে মাসিক সাহায্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(গ) মাননীয় শিক্ষাসচীব মহোদয় আলোচ্য-বর্ষে পরিষৎ মন্দির ও চিত্র-শালা পরিদর্শন করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত হইয়া তাহার রক্ষাকল্পে পরিষদের তৎকালীন মুষ্টিমেয় কর্ম্মীদিগকে মৌখিক উৎসাহিত করেন এবং তাঁহার লিখিত যে বাণী পরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাও উৎসাহজনক ও স্মরণীয়। তদুপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঘ) প্রধান প্রধান নবাগত রাজপুরুষদিগকে পরিষদে আহ্বান করিয়া পরিষদের কর্ম্মপদ্ধতির প্রসার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩য় বিশেষ অধিবেশন :—১লা মাঘ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অকস্মাৎ তিরোধানে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে এই বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় পরলোকগত প্রজারঞ্জক সম্রাট মহোদয়ের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করতঃ তাঁহার পবিত্র আত্মার চির-শান্তি কামনায় সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া বিধাতার নিকট ঐকান্তিক হৃদয়ে প্রার্থনা করেন।

আয় ব্যয় ঃ—

১৩৪২ সনের সর্ব্বপ্রকার আয়—		১৮০৲
পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল—		১৭৬৪।৵৯
		১৯৪৪।৵৯
১৩৪২ সনের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—		১৯৭৮৶৮
	তহবিল—	১৭৪৬॥/১

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ।

(৬)　৩২শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

সদস্য সংখ্যা :—

বঙ্গাব্দ	সদস্য সংখ্যা						
	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	ছাত্র	সাধারণ	মোট
১৩৪৩					২৪	১১১	১৪৭

অধিবেশন :—আলোচ্য-বর্ষে ৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম অধিবেশন :—তারিখ ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

আলোচ্য বিষয় :—

(ক) পরিষদের নানাবিধ অভাব পূরণের জন্য পরিষদ মন্দিরের একাংশ ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব।

(খ) পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়কে আহ্বানের ব্যবস্থা।

(গ) বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের রঙ্গপুরে আগমন উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে প্রশস্তি পত্র প্রদানের ব্যবস্থা।

(ঘ) পরিষৎ মন্দির সংস্কার ও পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা।

(ঙ) চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা।

(চ) পরিষৎ কর্ম্মচারীর বেতন ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

নির্দ্ধারণ :—

(ক) সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের একটী অংশ, এ জেলার শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টার আফিস স্থাপনের জন্য অস্থায়ীভাবে মাসিক ২৫৲ টাকায় উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে ভাড়া দেওয়ার মন্তব্য গৃহীত হয়।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়কে পরিষদের বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্ম বাহুল্য জন্য রঙ্গপুরে শুভাগমন করিতে অশক্ত হওয়ায় এই এই অধিবেশন হইতে পারে নাই।

(গ) গভর্ণর বাহাদুরের রঙ্গপুরে আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইলেও দুঃখের বিষয় যে, সময়াভাব নিবন্ধন ও পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণের চেষ্টা না হওয়ায় এই সঙ্কল্প সফল হয় নাই।

(ঘ) ভাড়ার টাকা হইতে পরিষৎ মন্দির সংস্কার ও পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের মন্তব্য গৃহীত হয়।

(ঙ) পরিষদের সদস্যবৃন্দকে চাঁদা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবার মন্তব্য গৃহীত হয়।

(চ) অস্থায়ী পরিষৎ কর্ম্মচারী পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য চালাইতে থাকিবেন এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২য় অধিবেশন :—তারিখ ২১শে ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

নির্দ্ধারণ :—

(ক) সাহিত্য পরিষদের দুইটি কক্ষ সম্পর্কে আশু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংযোগ করিয়া দিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায় স্কুল সমূহের ইনস্‌পেক্‌টার আফিসের জন্য ভাড়া দেওয়ার ভার পরিষৎ সম্পাদক মহোদয়ের উপর অর্পণ করা হয়। ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে প্রস্তাবিত প্রকোষ্ঠদ্বয় ২৫৲ মাসিক ভাড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্‌পেক্‌টার অব স্কুলস্‌কে অস্থায়ীভাবে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) কালেক্টার বাহাদুরের নিকট এড্‌ওরার্ড মেমোরিয়াল হল সম্বন্ধে কবুলিয়ত দেওয়ার জন্য এবং উক্ত হলের ভাড়ার টাকা হইতে পরিষদের প্রাপ্য অংশ আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষৎ সম্পাদক মহোদয়কে ভারার্পণ করা হয়।

(গ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুর ধর্ম্মভূষণ, পরিষৎ সম্পাদক মহোদয়ের সমর্থনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ মহাশয়কে পরিষদের সদস্য ও সহকারী সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

৩য় অধিবেশন; তারিখ ৩০শে মাঘ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

স্থান :—এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল।

নির্দ্ধারণ :—

(ক) সর্ব্বসম্মতিক্রমে সত্বর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১ম সংখ্যা পুনঃ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করার জন্য রঙ্গপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর ডি, এন, মল্লিক মহোদয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে অনুরোধ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁহার

সময়াভাব নিবন্ধন পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহোদয়ের সম্পাদকতায় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) পরিষৎ গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন জন্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উপর গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ সহ ভারার্পণ করা হয়। এবং নিয়মিতভাবে সভা আহ্বান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উপর ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করা হয়।

(গ) পরিষৎ মন্দির বৃহস্পতিবার ভিন্ন প্রতিদিন অপরাহ্ন ১৷৷০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪র্থ অধিবেশন ; ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।
স্থান :—এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়েল হল।
সময়—সন্ধ্যাকাল।
নির্দ্ধারণ :—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়ের আগমন প্রতীক্ষায় পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) ডক্টর ডি, এন, মল্লিক মহোদয়ের সময়াভাব নিবন্ধন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের উপর পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনের ভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

(গ) নিম্নলিখিত উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থ সকল সভায় প্রদর্শন করার পর উপহার দাতাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	উপহার দাতা
১	কোচবিহারের ইতিহাস	খাঁন চৌধুরী আমানতউল্লা খাঁ সাহেব
২	কালী কুণ্ডলিনী ২য় খণ্ড	ভুলুয়া বাবা
৩	শ্রীশ্রীসদ্ভাব তরঙ্গিনী ২য় খণ্ড	ঐ
৪	দশখানি হস্ত লিখিত পুঁথি	শ্রীযুক্ত হরিকেশব বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন।

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বি, এ,
২। " বলধর রায় বি, এল,
৩। " উমেশচন্দ্র বর্ম্মণ,
৪। " অম্বিকাচরণ সিংহ,
৫। " নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী,
৬। " কামিনীকুমার পাল,
৭। " দ্বারকানাথ সিংহ;

(ঙ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় লিখিত "লক্ষণাবতী বা গৌড়" এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বর্ম্মণ মহাশয় লিখিত "ভগদত্তবংশীয় রাজগণের রাজধানীর পরিচয়" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত ও আলোচিত হয়। উভয় প্রবন্ধই উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের পথে নবীন আলোক রেখা বিকীর্ণ করিয়াছে।

(চ) কাকিনা নিবাসী "ত্রিস্রোতা" ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা কবি শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যরত্ন সাহেবের এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী "দ্রৌপদী" নামক কাব্যগ্রন্থের সুলেখিকা জগদেশ্বরী দেবীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে সভার সদস্যগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে উভয়ের পরিজনবর্গের নিকট সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম অধিবেশন ; তারিখ ২১শে চৈত্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

নির্দ্ধারণ :-

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পুনঃ প্রকাশ করা সম্পর্কে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সকল পত্রিকার ১৮শ ভাগ, ১ম সংখ্যার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত করা হয়।

১। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী।
২। লক্ষণাবতী বা আদিম গৌড়—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বি, এ।
৩। ভগদত্তবংশীয় রাজগণের রাজধানীর স্থান নির্ণয়—শ্রীউমেশচন্দ্র বর্ম্মণ।
৪। রঙ্গপুর পায়রাবন্দ পরগণার ইতিহাস
—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বি, এ।

৫। পরিশিষ্ট বা পরিষদের বিগত ছয় বৎসরের অপ্রকাশিত কার্য্য-বিবরণী।

পরিষৎ পত্রিকার জন্য উপযুক্ত এবং সুলিখিত প্রবন্ধ হস্তগত হইলে তাহা পরিষদে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব এবং রঙ্গপুরের কালীকৃষ্ণ মেসিন প্রেস হইতে পত্রিকা মুদ্রিত করিবার প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আয় ব্যয়।

আলোচ্য বর্ষের সর্ব্ববিধ আয়,	৫২৪৸৶৬ পাই
বিগত বৎসরের তহবিল,—	১৭৪৬॥৴১ „
মোট—	২২৭১॥ ৭ পাই
আলোচ্য বর্ষের মোট ব্যয়,—	২৫৩।৶৹
মোট তহবিল.—	২০১৮৶৭ পাই

সর্ব্ববিধ আয়ের বিবরণ ঃ—

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বার্ষিক সাহায্য,—	১৮০৲
সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায়.—	১৮৲
এককালীন সাহায্য প্রাপ্তি,—	২০৲
ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত,—	৭০৸৶৬ পাই
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়,—	২৩৬৲
মোট—	৫২৪৸৶৬ পাই

সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের বিবরণ ঃ—

মন্দির সংস্কার—	১৩২।৴৩
কর্ম্মচারীর বেতন—	৫৭৸৹
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স—	২৭৲
গ্রন্থ খরিদ—	৬॥৶৹
বিবিধ ব্যয়—	২৯॥৶৯
মোট—	২৫৩।৶৹

গ্রন্থাগার ঃ—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারে ৪২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক এবং ৪৮২ খানি হস্তলিখিত পুঁথি ছিল।

মূর্ত্তি ও মুদ্রা ঃ—বিগত বৎসর পর্য্যন্ত পরিষদে যে সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তদতিরিক্ত আর কিছু সংগ্রহ করা যায় নাই।

বিবিধ :—দেশব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের দরুণ সদস্যগণের নিকট হইতে যথাসময়ে চাঁদা আদায় না হওয়ায় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় আগামী বর্ষ হইতে পরিষৎ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারিবে

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

১। শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর তাজহাট অধিপতি —সভাপতি।
২। " রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সহকারী সভাপতি।
৩। " রায় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, পরিষৎ সম্পাদক।
৫। " পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক।
৬। " মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। " কেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।
৮। " পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।
৯। " আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
১০। " হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
১১। " নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উল্লিখিত কার্য্যকরী সমিতির সহায়তায় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক।
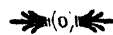
বিজ্ঞাপন।

দিব্য স্মৃতি উৎসব।

চতুর্থ অধিবেশন। স্থান—রঙ্গপুর বদরগঞ্জ থানার অধীন শিবপুরস্থ

ভীমের গড়।

অধিবেশনের তারিখ—২০শে মার্চ্চ ১৯৩৮

যথারীতি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, জমিদার, কুণ্ডি, রঙ্গপুর।

যুগ্ম সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল রঙ্গপুর।

(২) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস ডাক্তার, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদিগের চাঁদা অনূন ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাঁদা ইত্যাদি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস বি, এল (রঙ্গপুর) মহাশয়ের নামে প্রেরিতব্য। হাতে দিলে সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয় স্বাক্ষরিত রসিদ পাইবেন। ইতি—১৫।৬।৪৪

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নিয়মাবলী।

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা (রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা (কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে) সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ॥০ আনা এবং শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ শাখা ও মূল সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; শাখা সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্য সেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ মধ্যে ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ মধ্যে ও শেষভাগে ভি. পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির ও অন্যান্য অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ॥০ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা-সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখা সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময় পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, সম্পাদক,
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, রঙ্গপুর।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দির। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, সম্পাদক

রঙ্গপুর
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

উনবিংশ ভাগ দিব্যস্মৃতি বিশেষ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ
সাহিত্যরত্ন, পত্রিকাধ্যক্ষ।

রঙ্গপুর
১৩৪৫

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী
কবিশেখর সহঃ সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচি।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

দিব্য-স্মৃতি উৎসবের অন্যান্য প্রবন্ধ কলিকাতার সাহিত্য পত্রিকায় বিগত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম না।

নিবেদন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাহায্য মাত্র ৩৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। দেশের অর্থাভাব নিবন্ধন কিছুকাল এই পরিষদের পত্রিকাদির প্রচার বন্ধ থাকে। তজ্জন্য সদস্য মহোদয়গণের নিকটেও উক্ত চাঁদা বিশেষরূপে চাওয়া হয় নাই। উপস্থিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পুনরায় প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করা হইল। বস্তুতঃ এরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যোৎসাহী মাত্রেই অনুভব করেন। এক্ষণে এই পত্রিকা যাহাতে সুপরিচালিত হয় তজ্জন্য ভগবৎ কৃপা এবং সদস্যগণের ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যেন পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধাদি এবং সভার বার্ষিক দেয় ৩৲ তিন টাকা চাঁদা একত্রে বা একাধিক বারে পাঠাইয়া দিয়া উত্তরবঙ্গের এই প্রবীণ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে গৌরব মণ্ডিত করেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কামরূপ শাসনাবলী :— মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, প্রণীত মূল্য ৬৲ টাকা। রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, বানিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট (আসাম)

বিজ্ঞাপন।

বগুড়া সেরপুরের সাধক কবি স্বর্গীয় গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি পুনরায় পরিষদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতেছে। উক্ত গ্রন্থ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য রঙ্গপুর পরিষদ মন্দিরের সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া অগ্রিম গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হউন।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে সুতরাং পরে সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব না হইতে পারে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

১৯শ ভাগ } ত্রৈমাসিক-১৩৪৫ { ১ম সংখ্যা

দিব্য-স্মৃতি উৎসব

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন।

শিবপুর ভীমেরগড়, রঙ্গপুর।

উদ্বোধন-অভিভাষণ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং মাননীয় সমবেত সুধীজনবৃন্দ,

আজ আপনারা যে মহান আত্মার প্রতি হৃদয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে আমাকে পুরোভাগে রাখিয়া যে পুণ্য স্মৃতি উৎসবের আয়োজন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমার অপটু হস্তে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ। নিজের অজ্ঞতা ও বিনয়ের কথা উত্থাপন করিয়া আপনাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ জন্মাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি জানি আপনারা স্বেচ্ছায় আমাকে কর্ম্মক্ষম মনে করিয়া যে কর্ম্মভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমাকে অক্ষমতার ওজর আপত্তি প্রদর্শন না করিয়া অবনত মস্তকে আপনাদের এবং বরেন্দ্র ভূমের, তথা আমার দেশ মাতৃকার সম্মান ও গৌরব রক্ষণার্থে আমার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মশক্তির দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় অদ্যকার পুণ্যব্রত সু-উৎযাপিত হইবে, এই নিঃসন্দেহ বিশ্বাস না থাকিলে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে কখনই সাহসী হইতাম না।

যাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজায় আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গের শিক্ষিত জন সাধারণ বোধ করি অজ্ঞ নহেন। অধিকন্তু আমি পুরাতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিক নহি যে, এ বিষয়ে নূতন তথ্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া নিজেকে ধন্যবোধ করিব তথাপি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা পরম সৌগত মহারাজ দিব্য এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ ভীম সম্বন্ধে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, এবং স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার দুই একটি সামান্য কথা বলিবার প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া হয়ত আপনাদের উত্ত্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিয়াছি যে, গৌড়াধিপ দ্বিতীয় মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন মহাত্মা দিব্য। প্রজাপুঞ্জের ও সামন্ত রাজগণের সম্মিলিত মনোনয়নে ও নির্ব্বাচনে তাঁহার গৌড়াধিপ পদ গ্রহণের ইতিহাস আজও আর কাহারও অবিদিত নহে। প্রজাপুঞ্জের নির্ভরশীল অসীম বিশ্বাস মহারাজ দিব্য কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাজ রুদক এবং ভীম কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। মহারাজ দিব্য রাজ্য প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার অনুজ রুদকও মহারাজ হইয়া স্বল্প সময়ের মধ্যেই জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ ভীম রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দিব্যের প্রজাহিতকর অসমাপ্ত কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যাহা সত্য তাহা কোনও দিন কোনও যুগেই কেহ চিরতরে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়া সফল কাম হয় নাই। আজ বিংশ শতাব্দীতে যেমন শিবাজীর মহতী পরিকল্পনা তাঁহার উদার

'ভাবনার' কথা স্মরণ করিয়া মারাঠীগণ তাঁহার স্মৃতি রক্ষণে কার্পণ্য করেন নাই, তেমনি একাদশ শতাব্দীর পরম সৌগত মহারাজ দিব্যকেও আমরা তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা আটশত বৎসর পরেও দিতে ভুলিয়া থাকি নাই। তাই আজ চারি বৎসর যাবৎ দিব্য-ভীমের কীর্ত্তিভূমির বিভিন্ন স্থানে আমরা সমবেত হইয়া আসিতেছি।

আজ আমরা যে জনশূন্য প্রান্তরে উপস্থিত, তাহার প্রতি রেণুকণার সাথে তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তির স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। এইখানে একদিন হয়ত ন্যায়পরায়ণ ভীমের অন্যতম স্কন্ধাবার স্থাপিত ছিল, যদিও ইহার বাস্তবতা কালের কুটিল গতির সাথে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জমান হইয়াছে। তাই বলিয়া কি তাহা অবলুপ্ত অবস্থায় থাকিবে? কুমার শরৎ কুমার রায় এবং প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিজহাতে যে কার্য্য আরম্ভ করেন, সেই দৃষ্টান্ত কি আমরা ভবিষ্যতে লোপ পাইতে দিব? বরেন্দ্রীর নিজস্ব রাজার গৌরব প্রকাশ করা সকল বরেন্দ্রী সন্তানেরই কর্ত্তব্য। কোনও পণ্ডিতকেই সংস্কৃতে কাব্য লিখিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে শুনা যায় নাই। সুতরাং ৮০০ বৎসরের ধুলাবালি ঘাস জঙ্গল মাটী খুড়িয়া পাথুরে ইতিহাস বাহির করাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল ও কর্ত্তব্য।

আমি আর অধিক সময় নষ্ট করিয়া আপনাদের বিরক্তিভাজন হইব না। আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা সত্বেও আমি সেই স্মরণীয় পুরাতন কথাই আপনাদের নিকট বর্ণনা করিলাম। আপনারা গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন দূর দূরান্তর স্থান হইতে আপনাদের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় বহু নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ফেলিয়া এই উৎসবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার জন্য দীর্ঘ পথশ্রম, বহু সাংসারিক কষ্ট এবং প্রবাসের সর্ব্ব প্রকার অসুবিধা স্বেচ্ছায় আপনাদের বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। আপনাদের অশেষ কর্ত্তব্যবোধ ও ভাবপ্রবণতা আপনাদিগকে এমন স্থানে লইয়া আসিয়াছে, যে স্থান শ্মশান ভূমির ন্যায় পরিত্যক্ত। এখানে আমরা আপনাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের কোনও বিধান করিতে পারিব না, তথাপি অতীত গৌরবময় কীর্ত্তিভূমি বলিয়াই এই ধূলাচ্ছন্ন গগনের নিম্নে জনবিরল প্রান্তরে আজ আপনাদিগকে সমবেত হইবার জন্য সাদর আহ্বান করিয়াছি। আশা করি আপনাদের ঔদার্য্য আমাদের দীন অভ্যর্থনার ত্রুটি বিচ্যুতিতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

মাননীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উপস্থিত বিদ্যোৎসাহী ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আজ আমরা সকলে একমনে ও একবাক্যে আমাদের নির্ব্বাচিত সভাপতি, বৃহত্তর ভারত ইতিবৃত্তে সুপণ্ডিত বহুভাষাবিদ শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়কে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করি।

সর্ব্বশেষে উপস্থিত জনগণের নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ, আপনারা মনে রাখিবেন, আজিকার দিন আমাদের জীবনের প্রতি দিনকার মত সাধারণ ত্রুটী বিচ্যুতির আওতার মধ্যে নিবদ্ধ নহে। আজিকার দিনে আমরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি উদার মন লইয়া মহান ব্রত উদ্‌যাপনের দৃঢ় সংকল্পে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সবার সম্মুখে একই লক্ষ্য একই আদর্শ। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদিগের এই মহতী প্রচেষ্টা ফলবতী হউক, এ উদ্যম জয়যুক্ত হউক—ভগবৎ সমীপে আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। স্বাগতম্!

শ্রীগোপাললাল রায় (রাজা বাহাদুর)
তাজহাট, রংপুর।
১৩৪৪। ৬ই চৈত্র।

দিব্য স্মৃতি-উৎসব।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সমবেত শ্রদ্ধেয় ভদ্রবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

রাষ্ট্রপতি দিব্যের পুণ্য-স্মৃতি উৎসবের চতুর্থ অধিবেশনের স্থান উত্তর-বঙ্গের উপান্তস্থিত কামরূপ ও বরেন্দ্র ভূমির সন্ধিস্থলে করিয়া কেন্দ্র সমিতি আমাদিগকে উৎযোগী হওয়ার জন্য যখন সাদরাহ্বান জ্ঞাপন করেন তখন আমরা আমাদের সর্ব্ববিষয়ে দৈন্যের বিষয় চিন্তা করিয়াও বীরপূজার এই দুর্লভানুষ্ঠানে ব্রতী হইবার যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছি তজ্জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে সমবেত পূজারী পূজারিণীদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের পদে পদে ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিবেই কিন্তু বীরপূজায় সমবেত, হে সুধীমণ্ডলী আপনারা যাঁহাদের পুণ্য-স্মৃতিতর্পণের জন্য আকৃষ্ট ও সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদের অম্লান পঙ্কজের ন্যায় চিরদীপ্তিমান চিরমহিমময় ইতিকথায় অনন্যমন হইয়া থাকিবেন সুতরাং আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি আপনাদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবার অবকাশ পাইবে না ইহাই আমাদিগের পক্ষে আশ্বস্ত হইবার একমাত্র সূত্র সন্দেহ নাই। আমাদের শতদৈন্যের মধ্যে আপনাদিগকে আন্তরিকতার অর্ঘ্য দিয়া স্বাগতাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। হে তাপসবৃন্দ, দীনের এই উপযুক্ত উপচার-হীন সাত্বিক মানসপূজা গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হউন।

বরেণ্য বরেন্দ্রীর বিভিন্নস্থলে আপনারা যে ভাবে পূজালাভ করিয়াছেন বিশেষতঃ শেষবারে "বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধ পূততীর্থক্ষেত্রে আপনাদের যে তৃপ্তি সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই স্থানের বাহ্যিক বিভবহীনতা প্রতিপদে প্রতিভাত হইলেও কামরূপ তন্ত্রশাসিত ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত পীঠ চতুষ্টয়ের অন্যতম রত্নপীঠের রমনীয় ক্রোড়ে আপনারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই পীঠস্থানের অতীত গৌরব বার্ত্তা দেশ বিদেশে ধ্বনিত হইয়াছিল এবং বিদেশীয় সাধু পরিব্রাজকদিগের পদধূলি ইহার পৃষ্ঠদেশসংলগ্ন হওয়ার সাক্ষ্য আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বরেন্দ্রী ছাড়িয়া কামরূপে আপনাদের এই অভিযান সার্থক হউক ইহাই আমাদিগের কাম্য এবং বাঞ্ছনীয়।

এই বহুপ্রাচীন এবং বিজয়ীর বিস্ময় ও লোলুপদৃষ্টি আকর্ষণকারী ভূখণ্ডের ইতিহাস এখন আর প্রচ্ছন্ন নহে। কিন্তু অনুসন্ধানের প্রথম বর্ত্তিকাহস্তে

যে প্রতিষ্ঠান এই আধুনিক যুগে সুধীমণ্ডলের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদান করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষপূর্ব্বে কি শুভ মুহূর্ত্তে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধানক্ষেত্রের প্রসার কল্পে এক প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। উহা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র তারিখের কথা। সেই প্রস্তাবকে বাস্তবতায় পরিণত করার জন্য এই রঙ্গপুরের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুধী আগ্রহ প্রকাশ করায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার সূচনা হইয়াছিল। ঐ সকল অগ্রদূতের অনেকেই এখন চিরনিদ্রিত। মাদৃশ এই ক্ষুদ্রব্যক্তি তাঁহাদের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং আজও তাঁহাদের ত্যক্ত দুর্ব্বহভার অক্ষমতার প্রতি বিচার না করিয়া রঙ্গপুর-বাসী তাঁহারই দুর্ব্বল স্কন্ধে সমর্পণ কয়িয়া উদাসীন আছেন বলিয়া মনে হয়। হায়! সে কালের সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুসন্ধিৎসা আজ আর তাদৃশ দেখা যাইতেছেনা। সে কালে কথিত উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এতদ্দেশে না থাকা সত্বেও যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল এখন উচ্চ শিক্ষার বহুল প্রচার ও উচ্চ শিক্ষিতের সদ্ভাব সত্বেও রঙ্গপুর পরিষদের পরিকল্পনায় ভাটার সঞ্চার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক পরিষৎ শাখার মৃদু মৃদু আন্দোলনে সমগ্র বরেন্দ্রী ও কামরূপে যে উৎসাহের বাত্যা সে কালে বহিয়া গিয়াছিল তাহারই ফলে উহার বিস্মৃতির তামস ঘন অপসারিত হইয়া অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অতীতের ক্রোড় হইতে জ্ঞানারুণরশ্মি এই উভয় প্রদেশের সমুজ্জ্বল চিত্র লোক-লোচনের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছে। বলিতেই হইবে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও পশ্চাৎ কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রবর্ত্তনের প্ররোচনার গৌরব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই আদি শাখারই একান্ত প্রাপ্য।

প্রবর্ত্তকযুগ্ম ঐতিহাসিকবর বাগ্মী স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন (এই উপাধি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় প্রদত্ত) ও প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিক নৈষ্ঠিক বাণীসেবক পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম এ মহোদয় এই শাখা পরিষদেরই বিশিষ্ট সদস্য এবং উৎসাহ দাতা ও বরেন্দ্র ও কামরূপ অনুসন্ধান কার্য্যের অগ্রদূত ও এই পরিষৎ পরিচালিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি ও অন্যতম উপদেষ্টা

ও পরিচালক ছিলেন। ইঁহাদের পরিচয় আজও উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিবরণীর ও রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই মনীষিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম জন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ও দ্বিতীয় জন কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির বিশিষ্ট অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্ববিশ্রুত গৌড়-লেখমালা ও কামরূপ শাসনাবলী নামধেয় শাসনসংগ্রহ গ্রন্থরত্নদ্বয়ের রচয়িতা। এ স্থানে ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারিনা যে এই সভা-সংশ্রব প্রথম জন কর্তৃক তত স্পষ্টভাবে কোনও স্থানে স্বীকৃত না হইয়া থাকিলেও দ্বিতীয় জন তাঁহার কামরূপ শাসনাবলী গ্রন্থে অকপটে যে উক্তি সূচনাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল "ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সহিত সম্পর্ক ঘটে তাহাতে ইহার কার্য্যগণ্ডীর ভিতরে আসামকেও ভুক্ত করা হয়। সন ১৩১৮ সালে ৺কামাখ্যাধামে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়; তদুপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনার্থ কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি সংস্থাপিত হয়। উহাতে সংকল্প করা হয় যে ঐ সমিতির পক্ষে আমি প্রাচীন কামরূপের তৎসময় পর্য্যন্ত আধিকৃত শাসনগুলির পুনরালোচনা পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে ঐ সকল প্রবন্ধ কামরূপ শাসনাবলী নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করিব।"

"সেই সময়ে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতেই আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি।" ইহার পরে তিনি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎকে আরও গৌরব দান করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যাঁহাদের (পরিষদের) মুখপত্রে শাসনগুলি অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদই অবশেষে এই গ্রন্থেরও প্রকাশক হইয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।" জানিনা এই গ্রন্থের প্রকাশক হইয়া কেবল তাঁহারই নহে সমগ্র সুধীসমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র এই ক্ষুদ্র পরিষৎ হইয়াছেন কিনা? কামরূপ অনুসন্ধান কার্য্যের পূর্ব্বে বরেন্দ্রীর অনুসন্ধানে এই পরিষদের কর্ম্ম পরিচয় বরেন্দ্রলেখমালায় উল্লেখ না থাকিলেও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার লিখিত "বোধিসত্ত্ব লোকনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগ ১৩১৬ সংখ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "এক সময়ে উত্তরবঙ্গের ভাস্করগণ বরেন্দ্র

৪

শিল্পিগোষ্ঠি চূড়ামণি উপাধিতে গৌড়েশ্বরগণের তাম্রশাসনেও উল্লিখিত হইতেন কিন্তু তাঁহাদের কলা কৌশল তাঁহাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে : কেবল পুরাতন শ্রীমূর্ত্তিতে তাহার যৎসামান্য আভাসমাত্রই বর্ত্তমান আছে। তাহাও আলোচনার অভাবে সভ্য সমাজের নিকটে সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছেনা।" রং সা প বর্ণভাগ ১৩১৬, ৫৮ পৃষ্ঠা। ঐ নিবন্ধে ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি আবার লিখিতেছেন "রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি চিত্র পাঠাইয়া তদবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কোনও বিশেষজ্ঞ কোনটী কি মূর্ত্তি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম একটী সূর্য্যমূর্ত্তি লোকনাথ মূর্ত্তি বলিয়া লিখিত আছে ...." "শ্রীমূর্ত্তি বিবৃতি অস্মদ্দেশে এখনও একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে আলোচিত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধীত হইতে আরম্ভ করে নাই।"

তাঁহার এই আক্ষেপ ও কশাঘাতেই ১৯১০ খৃঃ অব্দে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জন্ম এবং কতকগুলি সাহিত্যিকের কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছিল। বরেন্দ্রী ও কামরূপের ইতিবৃত্ত উদ্ধারণ আখ্যানে ইঁহাদের নাম না করিলে আমাদের "দিবা-স্মৃতি" পূর্ণাঙ্গ হইবে না এবং আমার বক্তব্য চর্ব্বিত চর্ব্বন বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইঁহারা আদৌ সকলেই রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রকৃষ্ট কর্ম্মী, অধুনা কেহ কেহ লোকান্তরিত কেহ কেহ পঙ্গু হইয়াছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা মালদহের স্বর্গীয় রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহের "মলদ ও মালদহ" "পাবনার জোড় বাংলা" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচয়িতা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মালদহ অধিবেশনের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন করতোয়া সম্পর্কীয় ইতিহাস রচয়িতা ও ঐতিহাসিক গবেষণাকারী বগুড়ার স্বর্গীয় হরগোপাল দাস কুণ্ডু, রঙ্গপুর পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত বগুড়ার ইতিহাস রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন বর্ম্মা বি, এল। ইনি দিবা-স্মৃতি উৎসবের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় সহ তাঁহার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সংস্থান মীমাংসার বিষয় তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা যে সভার সহিত সংসৃষ্ট

থাকিয়া এই গবেষণা কার্য্য চালাইয়াছিলেন দুঃখের বিষয় তাহার নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস, ইঁহার প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও সংগ্রহ এবং "উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে" প্রবন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যের বিশেষ সাহায্য তৎকালে করিয়াছেন। ইহাছাড়া রাজসাহীর শ্রীরাম মৈত্রেয়, মালদহের জমিদার কৃষ্ণলাল চৌধুরী, বগুড়া রায়কালী নিবাসী পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্য-রত্ন রাজসাহীর পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, স্বর্গীয় পূর্ণেন্দু মোহন শেহানবিশ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমাদের জীবদ্দশায় যে শতকে বাস করিতেছি তাহারই প্রথমার্দ্ধ মধ্যে বরেন্দ্রী ও কামরূপের বিস্তৃত অতীত ইতিহাসের উপরে যাঁহারা প্রথম আলোকপাত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও কর্ম্মপরিচয় বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া পুরাতনের অনুসন্ধান কখনই সঙ্গত ও শোভনীয় হইবে না বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রাণস্বরূপ অত্রত্য দিঘাপতিয়ার অভিজাত বংশের কুমার শরৎ কুমার রায় এম, এ, মহাশয়ের আগ্রহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ (তৎকালে রাজসাহীবাসী ছিলেন) ইহারা এই অনুসন্ধান কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিয়া এক্ষণে বরেন্দ্র মণ্ডলের বিজ্ঞান সম্মত ঐতিহাসিক নানা গবেষণা ও প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি সংকলন করিয়াছেন।

বরেন্দ্রের বহুল বিবরণ এই স্মৃতি-উৎসবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভাপতিগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে এক্ষণে দিব্যোক ভ্রাতা রুদ্রতনুজ মহাশয় ভীমের কামরূপের সান্নিধ্য লাভের পরিচয় ও সাক্ষ্যরূপে যে সকল নিদর্শন এই রত্নপীঠে বর্ত্তমান আছে তাহার অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য আমরা দিব্যব্রতধারীদিগের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতেছি। অনন্ত-সামন্ত-চক্রের নির্ব্বাচিত নায়ক দিব্যের নামের সহিত জড়িত স্থান কামরূপক্ষেত্রে বিরল কিন্তু "ভবানী মৃগেতো ভুজঙ্গম বিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ" সেই ভীমনরপতির নামাঙ্কিত বহু স্থান আজও তাঁহার কামরূপ পশ্চিম সীমান্ত জয়ের পতাকা রূপে বিরাজ করিতেছে।

গৌড়বঙ্গে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রজাকর্ত্তৃক অষ্টম শতকে নির্ব্বাচিত নরপাল গোপালের ন্যায় কামরূপরাজ ব্রহ্মপাল পার্শ্ববর্ত্তী পালনরপতিগণের অনুকরণে পাল আখ্যা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত "কামরূপ রাজ নিবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুগত্যা এই ব্রহ্মপাল নরক ভগদত্ত বংশীয়

ছিলেন। গোপালের ন্যায় "শাল স্তম্ভ" বংশের বিলোপ সাধনের পর প্রজাকর্ত্তৃক এই ব্রহ্মপালেরও নির্ব্বাচন সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মপাল প্রাগজ্যোতিষপুরের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজধানীর নাম "দুর্জ্জয়া" রাখিয়াছিলেন। "দুর্জ্জয়ার" সংস্থান রঙ্গপুর সন্নিহিত কামতাপুর আধুনিক গোসানিমারী কিনা তাহার বিতর্কের অবধি নাই। তবে ব্রহ্মপাল সূত রত্নপাল কর্ত্তৃক কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে রাজধানী রঙ্গপুর সন্নিহিত কামতাপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত এবং ইহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহার আবির্ভাব কাল দশম শতকের শেষভাগে রত্নপাল, ইন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের আদিষ্ট শাসনগুলি হইতে নির্ণীত হইয়াছে (কামরূপ রাজমালা, ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। গৌড়বঙ্গের পাল নরপতি ও কামরূপের পাল নরপতিগণের নাম ও উপাধির সামঞ্জস্য উক্ত উভয় রাজ্যের ঐতিহাসিক গবেষণায় এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক, একে অপরের রাজ্যে অভিযান করিয়া স্ব স্ব রাজ্যবিস্তৃতি করিতে সতত যত্নশীল দেখা যায়। একাদশ শতকে আমরা কামরূপে ব্রহ্মপালের পরে রত্নপাল, পুরন্দরপাল, ইন্দ্রপাল, গোপাল, হর্ষপাল এই পাঁচ জন নরপতির রাজত্বের বিষয় জানিতে পারি। তৎপর দ্বাদশ শতকে কামরূপের ধর্ম্মপালের আবির্ভাব দেখিতে পাই। গৌড়পতি ধর্ম্মপাল ও ইনি নাম সামঞ্জস্যে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। ধর্ম্মপালের নাম সংযুক্ত "ধর্ম্মপালের গড়" নামক রাজধানীর একটি ধ্বংশাবশেষ রঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানার নিকটে বিদ্যমান আছে এবং তৎসম্পর্কীয় ময়নামতীর কোটও অর্থাৎ দুর্গের ধ্বংশাবশেষও ধর্ম্মপালের গড়ের দুই মাইল পশ্চিমে রহিয়াছে। এই ধর্ম্মপালও কামরূপাধিপতি ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি কিনা ইহা নিসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। যাহা হউক ধর্ম্মপালের পরে স্থানীয় ময়নামতীর গীতের নায়ক গোপীচন্দ্র রাজার নাম কেবল বঙ্গে নহে পশ্চিম ভারতে পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়। এই গোপীচাঁদ রাজার সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাহার মাতা ময়নামতীর তাহাতে সমর্থন বৌদ্ধযোগী হাড়ীসিদ্ধার মন্ত্রদীক্ষাদির বিষয় ঐ গীতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মপালকে গৌড়েশ্বর মহীপালের আত্মীয় এবং তৎপ্রতিনিধিরূপে দণ্ডভুক্তি বেহারের শাসনকর্ত্তা রূপে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন। যাহা হউক গোপীচন্দ্রের পরে ভবচন্দ্র নামক রাজার নামও রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার সুপ্রসিদ্ধা বাগ্দেবী ও "ভবচন্দ্রের পাট" নামক

এক বিশাল রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের সহিত জড়িত হইয়া আছে। এই ভবচন্দ্রের আরাধ্যা বাগ্‌দেবীর অভিসম্পাতে বুদ্ধিভ্রংশের অনেক অলীক কাহিনী সর্ব্বত্র আছে। ইহাকে অলীক বলিবার কারণ পরম্পরার অভাব নাই। কেন না রাজধানীর বিশালত্ব এবং তাহাতে স্থাপিত লৌহ কারখানার নিদর্শন ও সৌধ শ্রেণীর মধ্য হইতে যে সকল নিদর্শন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে এই ধারণা সঙ্গে সঙ্গেই বিদূরিত হইয়া যায়। এই ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান। যদি কালে উহার উদ্ধার সাধনে গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হয়েন তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের উপরে যথেষ্ট আলোকপাত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই ভবচন্দ্রের পরে আর পালরাজার নাম সংযুক্ত কোনও নিদর্শন রঙ্গপুরে অনুসন্ধান করিতে গেলে পালরাজ্য অধিকারী ভীমরাজার নানা নিদর্শন একাদশ শতকে পাওয়া যায়। এই ভীমরাজাকে পরাজয়কারী রামপালের নাম সংযুক্ত স্থান রঙ্গপুরে আছে কিনা সন্ধান যোগ্য বটে। অদূরে শ্রীরামপুর মৌজার অস্তিত্ব দেখা যায়। রামপাল মাতুল মহনদেব, সেনাপতি শিবরাজ, বৎসরাজ প্রভৃতির নামসাদৃশ্য স্থান আমরা এই ভীমেরগড়ের সন্নিহিত স্থানেই দেখিতে পাইতেছি। চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত যে ভীমের গড়ে আপনারা সমবেত হইয়াছেন, তাহা রঙ্গপুর কুণ্ডীপরগণার শিবপুর নামক মৌজার অন্তর্গত এবং এই স্থান সন্নিহিত একটী মৌজার নাম মহনপুর বর্ত্তমানে মমিনপুর দাঁড়াইয়াছে এবং তৎসন্নিহিত বৎসরাজ-পুর বর্ত্তমানে বসরাজপুর আখ্যা ধারণ করিয়াছে। ইহারই অদূরে নন্দনপুর মৌজা এবং তন্মধ্যস্থিত সুবৃহৎ নন্দনদীর্ঘিকা ও নান্দিয়ার বিল নামক সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি! এই সকল নাম সামঞ্জস্য দেখিয়া বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন ঐতিহাসিক সন্ধান করা বিজ্ঞান সম্মত না হইলেও ইহাদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা তদ্বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আমি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। কেন না রামপালচরিতে মহাশয় ভীমরাজ, বৎসরাজ প্রভৃতির নাম ও প্রণেতা শ্রীকর নন্দীসূত সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিহার হইতে আগত রাজ মাতুল মহনদেব কি করতোয়াতীর সন্নিহিত এই শিবপুরে উপস্থিত হইয়া মৃতপ্রাকার বেষ্টিত দুর্গে ভীমরাজের সহিত প্রথম প্রান্তীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং সেনাপতি শিবরাজ সহ তাঁহাদের

স্মৃতি শিবপুর ও মহনপুর—আজও রক্ষা করিয়া আসিতেছে ? এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা কি কর্ত্তব্য নহে ? কামরূপ রাজ্যসীমা করতোয়াপশ্চিম পর্য্যন্ত বরাবরই ছিল। বনমালের দ্বারা রঙ্গপুর যে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা তাঁহার তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদীসান্নিধ্যে ভূমিদানের লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে। এই তিস্রোতার তীরে বহু গোত্রের ব্রাহ্মণদিগের বসতি ছিল ইহার সাক্ষ্য ঐ সকল তাম্রশাসনে আছে ; কাজেই এই রঙ্গপুরের প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষার পরিচয়ের অভাব না থাকা সত্বেও ইহার অজ্ঞতা বঙ্গের অন্যান্য প্রান্তকে এক কালে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতাও তদ্রূপ কাল্পনিক প্রবাদ ইহা বলিতে আর দ্বিধা বোধ করিনা।

যে রাষ্ট্রপতি মহাপরাক্রান্ত অথচ ধর্ম্মভীরু মহাশয় ভীমের অশেষ কীর্ত্তি নিদর্শন রঙ্গপুর নিজবক্ষে ধারণ করিয়া আছে তাহা বিস্তারিত করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন মজুমদার বি, এ, রেভিনিউ অফিসার রঙ্গপুরের আধুনিক সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কীয় কার্য্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলের বিস্তারিত বর্ণনা দেবা-স্মৃতি উৎসবের গত বগুড়া অধিবেশনে পঠিত এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে করিয়াছেন এজন্য তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। যে স্থানে আমরা আজ সমবেত হইয়াছি তাহাতে যে দুর্গ প্রাকার পরিলক্ষিত হয় তাহার সম্পূর্ণ আধুনিক অবস্থার পরিচয় আমি উক্ত মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"From Bhangnee across mouzas Bwjruk Tajpur and Berahimpur the fortification extends Westwards through Latibpur, Singikura and Salaipur It then crosses the great road which leads from Kamatpur to Shoraghat and attributed to Raja Nilambar and running across mouzas Mominpar Baldipukur, Tajnagar, Harnarayanpur, Nurpur, Nasirabad and Kismat Rasulpur it comes upto mouza Mirjapur, and then in mouza Siraj and Khoragachh Purvapara there is a gap and again starting from uttarpara it falls in P. S. Badarganj and running across mouzas Gopalpur to the South

of the Shampur Railway Station and Dakshin Bao chandi the rampart joins the river Jamuneswari a little less than two miles to the east of the Badarganj Railway Station; from there the rampart is connected with an enormous 'Garh' in mouza Sibpur P.S. Badarganj surrounded by high earthen embankment of khiar earth. This fortified area is locally known as 'Bhimer Garh'. This appears to be a fort of the Kingdom of Barendra over which Dibya and Bheem ruled and is situated over an area of 5387 acres of land. Local people point to a place within the enclosure, now used as tank where foods of Bheem and his retinues were cooked. This fort has not yet been brought under the Monument Preservation Act. The jangal starts again from the west bank of the jamuneswari and extends westwards for less than half a mile and after that no trace could be seen.

রাজসাহী. বগুরা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর চারিটি জেলায় ভীমেরগড়ের নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে তিনি পাল রাজ-"জনকভূ" বরেন্দ্রী এবং কামরূপের পশ্চিম ভাগকে সুরক্ষিত করিয়া শান্তি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কেননা রামপাল ভীতি এবং কামরূপরাজ ব্রহ্মপাল সুহ্ম দিগের আক্রমণ হইতে তাঁহার বিজিত রাজ্য রক্ষা করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। অনন্ত সামন্ত চক্র অর্থাৎ ভূস্বামীবৃন্দ তাঁহার রাজ্য রক্ষার সহায় হইয়াছিলেন, তাই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। বস্তুগত্যা রাজা এবং অনুগত ভূস্বামী (অনন্ত সামন্তচক্র) ও তদনুগত প্রভৃতি পুঞ্জের এক শক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। গোপাল, ব্রহ্মপাল ও দিব্য ভীমের ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য অষ্টম ও একাদশ শতকে দিয়াছে। যে সকল আন্দোলন এই ঐক্যের পরিপন্থী তাহাই জগতের আশঙ্কা ও অমঙ্গল জনক ইহা আজ এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী সাম্রাজ্য লোলুপ পাশ্চাত্য জাতি পদে পদে উপলব্ধি করিতেছেন।

১০

ইহাতেও কি বলা চলেনা যে সেকাল সুসভ্য কি একাল সুসভ্য ?

রামপালের জনকভূ উদ্ধার কার্য্য যখন সংসাধিত হইয়াছিল কামরূপে তখন ধর্ম্মপাল অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী তিঙ্গদেব রাজত্ব করিতে ছিলেন। রামপালের পরে গৌড়ে কুমার পাল ও পাল বংশের সপ্তদশ রাজা মদন পালের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর হইতে সেনরাজগণ সিংহাসন পান ও তাঁহাদের পরেই ইস্‌লাম পতাকা গৌড়বঙ্গে প্রোথিত হয়। গৌড়বঙ্গ হইতে কামরূপ ইস্‌লাম অভিযান বহুদিন সার্থক হইতে পারে নাই।

ইস্‌লাম বিজয়ের বহুনিদর্শন রঙ্গপুরে আছে। পঞ্চদশ শতকে গৌড়েশ্বর সাহ্ বারবাকের সেনাপতি সাহ ইস্‌মাইল গাজী কর্ত্তৃক নীলাম্বর রাজার পত্তনের স্মৃতি নীলাম্বরের গড়, কান্তদুয়ার (কাটাদুয়ার) এর ইস্‌মাইলের দরগা প্রভৃতির বিষয় মল্লিখিত "রঙ্গপুরে মহম্মদীয় তীর্থ" প্রবন্ধে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৪ সালের দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইস্‌লাম বিজয়ের সংশ্রবে ষোড়শ শতকে দিল্লীশ্বর মহামতি আকবর সাহেব সেনাপতি মানসিংহের উত্তরবঙ্গ হইয়া কামরূপ অভিযানের নিদর্শন রঙ্গপুর ও কোচবিহার ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুণ্ডীর ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ এই মানসিংহের সহ যাত্রী হইয়া রাঢ় দেশ হইতে রঙ্গপুরে অভিনিবিষ্ট হন। মান-সিংহ খনিত সত্যপুষ্করিণী (পুরাতন নাম সাঁজপুখরী) দীর্ঘিকা ও তন্নামখ্যাত গ্রাম ও তদুপরিস্থ শিবলিঙ্গ আজও বিদ্যমান আছে।

মুসলমান রাজত্বের সায়াহ্নে অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশের আগমন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইজারদার দেবীসিংহের "মাৎস্যন্যায়" কালোচিত অত্যাচার কাহিনীর সহিত রঙ্গপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাক্ষ্য ইতিহাসে আছে। তাহাতেও রঙ্গপুরের সামন্তচক্র মন্থনার ভূমধিকারিণী জয়দুর্গার নেতৃত্বে আর একবার হুঙ্কার দেওয়ায় বাঙ্গালা দেশে কূট রাজনীতিক মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ দত্ত চিরস্থায়ী করগ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথায় বাঙ্গলা দেশ লাভবান কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আজ বহুচিন্তা চলিতেছে বটে কিন্তু সেকালে ইহা ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিলনা। এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে আবার যে কি অজানিত পূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য। এই সকল ঘটনা পরম্পরায়

আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহারই শেষ নিবেদন করিয়া আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ সমাপ্ত করিব।

পুরাবৃত্তের উপকরণ মনন করিয়া কতকগুলি সন্নিহিত কীর্ত্তি নিদর্শনের পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছি বটে কিন্তু যদি আপনাদের অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বলিয়া এই নগণ্য দেশকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে দিব্য ভীমের স্মৃতি-উৎসব এবং আমার চেষ্টা সার্থক হইবে। কোন একবারের মিলন উৎসবে এই কার্য্যে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবেনা; রঙ্গপুরেই বর্ষে বর্ষে সাহিত্য পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসবের সহিত ঐতিহাসিক প্রত্যেক স্থানে কৃতী ঐতিহাসিকদিগের অভিযানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বহু লুপ্ত তথ্যের সন্ধান ও আবিষ্কার করা যাইতে পারিবে। কেননা এ যাবৎ যাহা আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমার লেখনী চালনা বৃথা না হয় এবং বিস্মৃতির দানব যাহাতে আর আমাদের উৎসাহ খর্ব্ব করিতে না পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হউন। পুরাতনের আদর্শে ঐক্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবহিত হউন, কামরূপাধিষ্ঠাত্রী দেবীর উক্তি স্মরণ করুন।

ইত্থং যদা যদা বাধাদানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদা বতীর্য্যাহং করিষ্যামরি স ক্ষয়ম ॥

আপনাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি আর ইহাও নিবেদন করিতেছি যে দেশমাতৃকারূপিণী দেবী আমাদের এই সর্ব্বা শে অনুকূল ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন, "অন্যত্র বিরলাচাহং কামরূপে গৃহে গৃহে" আমরা তাঁহার কৃপায় রাজা ও প্রজাশক্তি মিলিত হইয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে সক্ষম হইব। কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া কেহ স্বস্থানে থাকিতে সক্ষম হইবে না।এই গোপাল, ব্রহ্মপাল দিব্য ভীমের স্মৃতি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। আপনারা এই স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্ঘশক্তি, আপনাদের ঐক্য, আপনাদের উচ্চ নীচ জাত্যভিমান দেবীর কৃপায় দূর করুন; শক্তির পূজায় আপনারা শক্তি সঞ্চয় করুন; স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠ হউন।

উচ্চৈর্নীচং নীচমুচ্চৈশ্চ কর্ত্তুং
চন্দ্রঞ্চার্কং ত্বং বিধাতুং সমর্থা।
তত্রকালে শক্তিরূপাহ ভবত্বং
ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥

আপনাদিগকে স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ মন্ত্রে আহ্বান করিতেছি জগন্মাতা আপনাদের সহায় হউন, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ; শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

সমাপ্ত।

দিব্য স্মৃতি-উৎসব।

সম্মেলন সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি এম, এ, ডি, লিট্
(প্যারিস) অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
মহাশয়ের অভিভাষণ।

মাননীয় রাজাবাহাদুর ও সমবেত বন্ধুগণ—

আপনারা আমাকে দিব্যস্মৃতি উৎসবের এই চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, সে জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি যে এ উৎসবে নেতৃত্ব করবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সে সম্বন্ধে আমার নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার পেশা ইতিহাস আলোচনা। সে আলোচনা যখন প্রাচীন শ্লোকের জটিল বিশ্লেষণে নিবদ্ধ থাকে ও অসংখ্য পাদটীকায় তার কলেবর বৃদ্ধি করে, তখন তা জনসাধারণের উপভোগে লাগে না, বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আলোচকের আত্মাভিমানকেই বাড়িয়ে তোলে। সেই আলোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্য যিনি গবেষকের কবল হতে মুক্ত করে লোকশিক্ষার কাজে লাগান, আত্মবিস্মৃত জাতিকে সচেতন করে তোলেন এবং লোকসমাজকে তার আদর্শ সম্বন্ধে সাবধান করতে পারেন, সে জাতীয় ঐতিহাসিকের দেখা আমরা ক্বচিৎ পাই, কারণ তাঁর দৃষ্টি স্বজন-গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে বিস্তৃত জগতের মর্ম্মস্থলে পৌঁছায়। তাঁর দর্শনভঙ্গী তখন সঙ্কীর্ণচিত্ত গবেষকের মনে কখনো কখনো ক্ষোভের সঞ্চার করে বটে, কিন্তু তা জাতীয় জীবনকে অগ্রগামী করে।

আমরা যে অসাধারণ পুরুষের স্মৃতি সম্মানিত করবার জন্য আজ সমবেত হয়েছি, তাঁর নাম দিব্য। সে নামের সঙ্গে আপনারা সকলেই সুপরিচিত। ঐতিহাসিকেরা সে নাম অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই প্রাচীন পুথিপত্র তাম্রপট্ট ও শিলালিপি হতে উদ্ধার করেছেন। দিব্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তার

কারণ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসে অসাধারণ পুরুষ বা মহাজনের নাম বিরল। যে সব মহানুভব ব্যক্তির নাম শুনলে লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়, যাহার কীর্ত্তি-কাহিনী শুনলে হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, দেশ হত কল্পে যাঁদের স্বার্থত্যাগের কথায় জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয়, সেই সব ব্যক্তিই মহাজনপদবাচ্য। দেশবাসীর অনেক পুণ্যফলে তাঁদের জন্ম হয় ভারতবর্ষে এরূপ মহাজন অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরূপ যাঁদের নাম উপাখ্যান ও ধর্ম্মকাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁচেছে, তাঁদের আর আমরা মানুষ হিসাবে পাই না। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাপুরুষ মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের সমস্ত জীবন ছিল লোকোত্তর। তাঁরা ছিলেন মানুষরূপী দেবতা। তাই তাঁরা যুদ্ধ জয় করেন বটে, কিন্তু ব্যবহার করেন দৈবীশক্তি-সম্পন্ন অস্ত্র; তাঁরা জয়মাল্য পরেন বটে, কিন্তু সে মাল্য হচ্ছে পারিজাতের। তাঁরা ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের সে মহান্ ত্যাগ আমাদের কল্পনা শক্তিকেও ব্যাহত করে। সেই জন্য তাঁদের সঙ্গে আমরা আর আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি না। নগর চত্বরে আর তাঁদের মূর্ত্তির স্থাপনা করতে আমাদের সাহস হয় না। তাঁদের মূর্ত্তি তখন স্থাপিত হয় মন্দিরে, আর আমরা সে মূর্ত্তির পূজা করি পারলৌকিক গতির উৎকর্ষের জন্য। তাঁদের আদর্শ জীবনে প্রতিপালন করবার চেষ্টা তখন হয় দুরাশা মাত্র। সেই কারণে দেবতার সংখ্যা আমাদের ইতিহাসে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, অসাধারণ পুরুষের সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না।

দিব্য যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাতে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ দিব্যের ইতিহাস আলোচনা করে যে সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে আমরা চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি। আমি সে ইতিবৃত্তের শুধু সারাংশের উল্লেখ করব। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল বা দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েই তিনি অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং কপটাচারী লোকের মন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের দুই ভাই রামপাল ও সূরপালকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে, রামপাল তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করবার সংকল্প

করেছিলেন। মহীপালের অত্যাচারের জন্য বরেন্দ্রমণ্ডলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এ বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক। মহাবীর দিব্য শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় না হলেও বরেন্দ্রীর মিলিত সামন্তচক্র তাঁকে সহায়তা করেছিল। দিব্য বরেন্দ্রী রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী অর্থাৎ রাজপুরুষ কিম্বা সামন্তরাজ ছিলেন। মহীপাল দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ও বরেন্দ্রী দিব্যের হস্তগত হয়। কিন্তু তিনি নিজে সে রাজ্য আত্মসাৎ না করে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে রামপাল মুক্তিলাভ করে' গঙ্গার অপর পারে মাতুল বংশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীম যে উপযুক্ত রাজ্যশাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন ক্রিয়াক্ষম, এবং রক্ষুপ্রহারী। রামচরিতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন রক্ষণীয়দের রক্ষক। তাঁর পক্ষভুক্ত রাজন্যগণ তাঁর আশ্রয় লাভ করে জয়শীল শত্রুর হস্ত হতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি ছিলেন যুদ্ধে অজেয়, এবং তাঁর রাজ্যকালে বরেন্দ্রীমণ্ডল অতিশয় সম্পদ, সজ্জনগণ অযাচিত দান এবং পৃথিবী কল্যাণ লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিতে কল্পতরু ও পরোপকারী এবং সমস্ত জগৎকে জীবনী-শক্তি দান করেছিলেন। উপরন্তু—

যোহত্যন্ততোয়শোভী রাজিত দিগ্‌ভিত্তিরহতমর্য্যাদঃ।
সুকৃত পদব্যালোভেন কৃতোৎসাহোবহন্মহাশয়তাং ॥

"তিনি বিপুল যশদ্বারা দিগ্‌ভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন, কখন তাঁহার মর্য্যাদার হানি হয় নাই। তিনি লোভে আকৃষ্ট হইয়া কোন কর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করিতেন না, ধর্ম্মবর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন।"

দিব্যের জীবদ্দশায় রামপাল পিতৃভূমি উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন নি। খুব সম্ভব তাঁর মৃত্যুর পর মাতুলগোষ্ঠীর সহায়তায় পিতৃরাজ্য উদ্ধারে যত্নবান হন। রাষ্ট্রকূট বংশীয় সেনাপতি শিবরাজ এ কার্য্যে সহায়তা করেন। শিবরাজের একার পক্ষে ভীমকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। তিনি যে সামন্তচক্রের সাহায্য পেয়েছিলেন, তাদের নাম রামচরিতে দেওয়া আছে। রামচরিতকার স্পষ্টই বলেছেন যে কোটাটবী, দণ্ডভুক্তি, দেবগ্রাম, অপারমন্দার, কুজবটী, তৈলকম্প, উচ্ছাল, ঢেকরীয়, বয়ঙ্গল (কাঁকজোল), সঙ্কটগ্রাম, নিদ্রাবলী, কৌশাম্বী ও পদুবন্বার সামন্তরাজগণের সমবেত চেষ্টায় ভীমকে উৎখাত করা

হয়। এই সামন্ত রাজাদের মধ্যে কেহই বরেন্দ্রমণ্ডলের লোক ছিলেন না। ভীম প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু বরেন্দ্রের সামন্তরাজগণ আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

দিব্য ও ভীমের এ ইতিবৃত্ত উল্লিখিত হয়েছে রামচরিতে। রামপালের পরবর্ত্তী পালরাজাদের তাম্রপট্টে দিব্য ও ক্ষৌণীনায়ক ভীমের বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়েছে রামচরিতে। রামচরিতের রচয়িতা হচ্ছেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তিনি ছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নন্দবংশীয় পিণাকনন্দীর পৌত্র এবং পালবংশীয় মদনপালদেবের সান্ধিবিগ্রহী। সুতরাং এ গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপাল ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দিব্য ও ভীম সম্বন্ধে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' আংশিক সত্য মাত্র। তাতে দ্বিতীয় মহীপালের কুকীর্ত্তি এবং দিব্য ও ভীমের গুণাবলীর কথা অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ গ্রন্থকার ছিলেন পালরাজাদের বিত্তভোগী। এ সত্বেও যখন সে গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপালকে স্পষ্ট করেই রামপালের "দুর্ণয়ভাক্" এবং "অনীতিকারী অগ্রজন্মন্" বলা হয়, তখন তাঁর চরিত্র বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। উপরন্তু ঐ গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, মহীপাল মায়ী বা খলস্বভাব লোকের মন্ত্রণায় চালিত হতেন, এবং তাঁর ব্যসনের জন্যই বরেন্দ্রভূমি পালরাজাদের হস্তচ্যুত হয়। এই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধেই দিব্যের বিদ্রোহ। দিব্য ও ভীমের গুণাবলী সন্ধ্যাকরনন্দী মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এই বিদ্রোহে সমস্ত বরেন্দ্রভূমির প্রজা ও সামন্তচক্রের সহানুভূতি না থাকলে তা দমন করতে রামপালের সমস্ত মগধ ও বঙ্গের সামরিকশক্তির সমাবেশ করতে হত না। সুতরাং একথা আমাদের মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে, বরেন্দ্রভূমির অধিবাসিগণ দেশের কল্যাণের জন্য একদিন অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে ভয় পায় নি। সে সময়ে তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ রাজা দিব্য।

আমি ইতিপূর্ব্বে ব'লেছি যে, বরেন্দ্রভূমি দিব্যের হস্তগত হয় বটে, কিন্তু তিনি তা আত্মসাৎ না করে কার্য্যকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের রক্ষাধীন করেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে আমাকে রামচরিতের একটি শ্লোকের অর্থ আলোচনা করতে হবে। সে শ্লোকটি হচ্ছে এই—

ত্রস্তামুক্তমুক্তস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহরকৃতঃ।
সাভিখ্যয়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলুরক্ষনীয়াভূৎ ॥

মহীপালের অত্যাচারে ত্রস্তা বরেন্দ্রী নামক প্রদেশ তাঁর অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র রন্ধ্রপ্রহারী ও ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া হয়েছিল।

আপনারা জানেন যে রামচরিতের শ্লোকগুলির দুইটি অর্থ আছে। একদিকে রামায়ণের ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে পালবংশের ইতিবৃত্ত বা রামপাল চরিতের ঘটনাবলী সূচিত হয়েছে। সুতরাং এ কাব্যের অর্থ টীকার সাহায্য বিনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রামচরিতের টীকাও হয় সন্ধ্যাকর নন্দীর নিজের রচিত না হয় তাঁর নির্দ্দেশানুসারে তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কেউ রচনা করেছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকের টীকার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই—যেমন রাবণ জটায়ুর আক্রমণ সত্বেও ত্রস্তা সীতাকে অপহরণ করে উপভোগ করবার শক্তি থাকলেও তাঁকে উপভোগ না করে রক্ষণীয়া করে রাখলেন, ঠিক তেমনি (যথোক্তক্রমণ) দিব্য ভীতা বরেন্দ্রীকে গ্রহণ করে উপভোগ করবার ক্ষমতা থাকলেও তা না করে রন্ধ্রপ্রহারী ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া করলেন।

দিব্যের এ মহৎ ত্যাগ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি বরেন্দ্রভূমির সংরক্ষণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এতে তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

পালরাজারা ছিলেন ভিন্নদেশী এবং অজ্ঞাত কুলশীল। তাঁরা বংশের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বলেই নিজেদের সমুদ্রকুলোদ্ভূত বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই বিদেশী আভিজাত্যহীন রাজাদের যে বরেন্দ্রমণ্ডলে কি প্রতিষ্ঠা ছিল তা আমরা জানি না। প্রাচীন কালে ভারতের কোন প্রদেশেই বৈদেশিক রাজার প্রভাব স্থায়ী হয় নি। যতদিন তাঁদের সামরিক শক্তি অটুট থাকত, ততদিন তাঁদের আধিপত্যও অক্ষুণ্ণ থাকত। তাঁদের মধ্যে যদি কেউ দেশের কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করে দেশবাসীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হতেন, তখন তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত এবং তার বংশের মর্য্যাদাও বেড়ে যেত। এ দুয়ের অভাব হলেই সে রাজবংশের নাম বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হত। সেই কারণেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বরেন্দ্রমণ্ডলেও

জনসাধারণ বৈদেশিক রাজাকে উপেক্ষা করেই চলত। যে সব সামন্ত মণ্ডলীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল নিকট, তাঁদেরই তারা সত্যকার রাজা বলে মেনে নিত। কারণ দেশের জল বায়ু ও মাটীর সঙ্গে যাদের যোগসূত্র গাঢ়বদ্ধ, তাদের মধ্যেই সহানুভূতি জন্মে। তাই বরেন্দ্রভূমি নিপীড়িত হলে দিব্বোর চিত্ত সে দেশের জনসাধারণের জন্য যতটা ব্যথিত হত, পালবংশীয় কিংবা অন্য বৈদেশিক রাজার তা হত না।

এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে বরেন্দ্রীমণ্ডলের স্থান অতি উচ্চে। বাংলাদেশের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির আরম্ভ এই বরেন্দ্রীমণ্ডলে। আপনারা সকলেই জানেন, যে বরেন্দ্রীমণ্ডলের প্রাচীন রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর। সম্প্রতি মহাস্থানে যে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোকের প্রায় সমসাময়িক ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রনগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে কিন্তু এর চাইতে প্রাচীন সাহিত্যেও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধবচন পরে লিপিবদ্ধ হলেও অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী। আর এরূপ একটী বুদ্ধবচনে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কাউকে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করতে হলে বহু বিনয়ধর বা সদাচারী ভিক্ষুর প্রয়োজন হত। অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের ধারা প্রসার লাভ করে এমন অনেক দেশে এসে পৌঁচেছিল, যেখানে প্রথম প্রথম পাঁচজনের বেশী সদাচারী ভিক্ষু পাওয়া যেত না। এই অসুবিধার জন্য বুদ্ধের প্রধান শিষ্য উপালী তাঁকে সে সব দেশে উপসম্পদার জন্য নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে বলেন। বুদ্ধদেব তখন অনুমতি দিলেন যে, প্রত্যন্ত দেশে বা আর্য্যাবর্ত্তের বাইরে পাঁচজন ভিক্ষুই উপসম্পদা দিতে পারবে। উপালী প্রত্যন্ত দেশের আরম্ভ কোথায় জানতে চাইলে, বুদ্ধদেব আর্য্যাবর্ত্তের যে পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্দেশ করেন তা হচ্ছে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর—

"যদুক্তং ভদন্ত ভগবতা প্রত্যন্তিকেষু জনপদেষু বিনয়ধরপঞ্চমেনোপসংপদং। তত্র কতমোন্তঃ কতমঃ প্রত্যন্তঃ। পূর্ব্বেণোপালি পুণ্ড্রবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য পূর্ব্বেণ পুণ্ড্রকক্ষো নাম পর্ব্বতঃ ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ।"

অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের পূর্ব্বে পুণ্ড্রকক্ষো নামক পর্ব্বত ছিল প্রাচীন কালে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা। তারপর প্রত্যন্তদেশের আরম্ভ। এই পুণ্ড্রকক্ষো

পর্ব্বত কোথায় তা হয় ত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একদিন বের করবেন। কিন্তু বুদ্ধের এ বচন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অশোকের পূর্ব্বেও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানের ম পুণ্ড্রনগরে সদাচারসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বিরল ছিল না। বরেন্দ্র-মণ্ডল গুপ্ত ও পাল বংশীয় রাজাদের সময় যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তার ইতিহাস অনেকেই অঙ্কিত করেছেন। বাংলা দেশে সব চাইতে প্রাচীন নগর নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও এই বারেন্দ্রীমণ্ডলেই পাওয়া গিয়াছে। এ যুগের সব চাইতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিল্পায়তনগুলির মধ্যে জগদ্দল, সোমপুরী প্রতি প্রভৃতিও এই বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অনতিদূরে অবস্থিত বাসব-সংঘারামে এক সঙ্গে ৭০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান ও শিক্ষালাভ করত। এদেশের শিল্পীদের নাম নেপাল, তিব্বত এবং তিব্বত হতে চীন পর্য্যন্ত পৌঁচেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের একটা বিশেষ রচনাশৈলী অর্থাৎ গৌড়ী রীতি, এবং প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের গৌড়ী বাঙ্গালী প্রভৃতি সুরের সৃষ্টিও এই উত্তরবঙ্গে।

পাল, সেন ও তৎকালীন অন্যান্য রাজা বা রাজপুরুষদের যে সব শিলালিপি ও তাম্রপট্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা হতেও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, এ প্রদেশের ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে সে সময় বেদালোচনা, বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্রিয়াপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ যুগে যে সব নূতন তন্ত্রমতের প্রচলন হয়েছিল, এবং যার প্রভাব এই প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে এখনো বর্ত্তমান রয়েছে, তার সৃষ্টিও যে বহু পরিমাণে এই দেশেই হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুতরাং পাল রাজাদের হস্তগত হবার পূর্ব্বে অন্ততঃ হাজার বছর ধরে বরেন্দ্রমণ্ডলীর অধিবাসিগণ ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এবং তার একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছিল। সেই ধারাই বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রকৃত ধারা। যে প্রদেশ এই নূতন সংস্কৃতির সংগঠনে সহায়তা করেছিল, তার অধিবাসিগণ যে উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণে পালবংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই সে দেশের অভিজাত ব্রাহ্মণ ও সামন্তবর্গকে সমীহ করে চলতেন।

একথা যে অনুমান মাত্র তা নয়; সমসাময়িক শিলালিপি হতেই তার

প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপালদেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি ছিলেন বরেন্দ্রমণ্ডলের অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাঁর সম্বন্ধে শিলালিপিতে যে উক্তি আছে, তা হচ্ছে এই—

মাদ্যন্নানাগজেন্দ্র-স্রবদনবরতোদ্দাম—দান-প্রবাহো-
ন্মৃষ্টক্ষোণী-বিসর্পি প্রবল ঘনরজঃ-সম্বৃতাশাবকাশং।
দিক্-চক্রায়াত-ভূভৃৎ-পরিকর-বিসর-ব্যাপিনী-দুর্ব্বিলোক-
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালনৃপতিরবসরাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য।

"নানা মদমত্ত মতঙ্গজ মদবারি নিষিক্ত ধরণিতলবিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির-সঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল (নামক) নরপাল দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।"

দত্বাপানন্নমুড়ুপচ্ছবি পীঠমগ্রে।
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ॥
নানানরেন্দ্র—মুকুটাঙ্কিত পাদপাংসুঃ।
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ॥

"সুররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি সেই দর্ভপাণিকে অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী মহার্ঘ আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।"

দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বরের গুণাবলীও শিলালিপিতে অনুরূপ ভাবেই কীর্ত্তিত হয়েছে।

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদগর্ব্ব মাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুবং বহু প্রণয়িনঃ সম্বলগিতাশ্চপ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈ-র্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ।

"তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত স্থানে আরোহণ করিয়াও ভ্রান্ত বা নির্দ্দয় হইতেন না তিনি অর্থিগণকে বিত্ত বর্ষণ করিবার সময়ে তাহাদের স্তুতিগীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ব্ব হইতেন না। তিনি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে নৃত্যশীল করিতেন। সুতরাং এই সকল জগৎবিসদৃশস্বগুণ গৌরবে

তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

সোমেশ্বর পুত্র কেদার মিশ্রের প্রভাবও কোন অংশে কম ছিল না। কারণ তাঁর সাহায্য ও বুদ্ধিবলেই দেবপালদেব উৎকল জয় করেছিলেন, হূণদের গর্ব্ব খর্ব্ব করেছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জ্জররাজদের দর্প চূর্ণ করে পাল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করেছিলেন। এই সোমেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আসন্নাজিহ্ম রাজদ্বহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্ চক্রবালো।
দুর্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ॥

"তাঁহার (হোমকুণ্ডোত্থিত) আবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি শিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ পরিণত অশেষ বিদ্যা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাদান করিয়াছিল।"

স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যোনুমেনে।
দ্বিষদি সুহৃদি চাসীন্নির্বিবেকো সদাত্মা॥
ভবজলধিনিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপা চ।
পরিমৃদিতকষায়ো যঃ পরে ধাম্নি রেমে॥

"তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না। মনে করিতেন তাঁহার দ্বারা অপহৃতবিত্ত হইয়াই তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রুমিত্রে নির্ব্বিবেক ছিল। [কেবল] ভবজলধিতলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। [তিনি সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয় বাসনা ক্ষালিত করিয়া পরম ধাম চিন্তায় আনন্দ লাভ করিতেন।"

বরেন্দ্রভূমির এক ব্রাহ্মণবংশের সামান্য পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে পালবংশীয় রাজারা তাঁদের অবসরের অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং অতি সঙ্কোচের সঙ্গেই তাঁদের সামনে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। সে বংশের কীর্ত্তিমান ব্যক্তিদের রুচি এত মার্জ্জিত ছিল যে, তাঁরা দুস্থকে সাহায্য করে স্তুতিবাদ শুনতে উদ্‌গ্রীব থাকতেন না। উপরন্তু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে একথা অন্তরে অনুভব করতেন যে, তাঁদের ন্যায় ধনশালী ব্যক্তিদের দ্বারা অপহৃত-বিত্ত হয়েই তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই পরিচয় হতে আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে, বরেন্দ্রভূমিতে

সভ্যতা কত উন্নত ছিল। সে প্রদেশের অধিবাসীরা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, তাদের রুচি ছিল অতি মার্জ্জিত। আর একথা পূর্ব্বেই বলেছি যে, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প প্রভৃতি ছিল অতি উন্নত। সুতরাং সে জাতির মধ্যে যে সত্যকার দেশাত্মবোধ ছিল, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সে দেশাত্মবোধ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই নিহিত ছিল, সেই কারণে সমন্তরাজ দিব্য কিম্বা ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি কেহই বৈদেশিক পালরাজাদের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নি।

এ কথা অনেকেই বলে থাকেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষকে অখণ্ডবোধে দেশপ্রেম আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না। তা না থাকলেও ইতিহাসের ধারা যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য যে, পিতৃভূমির প্রতি আমাদের টান কোনদিন অন্য কারু চাইতে কম ছিল না। কোন দেশের সঙ্গে সে দেশের অধিবাসীদের মনের যোগ অতি সূক্ষ্ম ও অচ্ছেদ্য; সেই কারণেই এই বরেন্দ্রভূমির জনসাধারণের চিত্ত এ প্রদেশের রক্তমৃত্তিকা, বিস্তৃত প্রান্তর, খরস্রোতা করতোয়া, তিস্তা, বা ভাগিরথীর বিস্তৃত জলপ্রবাহ প্রভৃতি যে আনন্দরসে সিক্ত করত, তার ভাগভোগী অন্য কেউ হতে পারত না। সেই আনন্দই এনেছিল এ প্রদেশের দেশপ্রেম, শিল্প, কলা সাহিত্যে বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী, সঙ্গীতে বিশিষ্ট সুরসৃষ্টির প্রধান উৎস। সে আনন্দে বরেন্দ্রমণ্ডলীর সকল অধিবাসীদের চিত্তই উদ্বেলিত হত। এই কারণে সেই দেশমাতৃকাকে বিপন্ন দেখেই যে দিব্য ও অন্যান্য সামন্ত রাজারা তার কল্যাণকল্পে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের সহায়তা পেয়েছিলেন তাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় থাকতে পারে।

দিব্য জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য্য করেছিলেন, তা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যায়। সুতরাং তাঁকে ক্ষত্রিয় বলতে আমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে? এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিগণের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর যে সারগর্ভ কথা বলেছেন, তা উদ্ধার করে পুনরায় আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি—

"পুরাকালের কোনও মহাপুরুষের জাতিবিচারের সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে সেকালের জাতিভেদ এবং একালের জাতিভেদে বিস্তর প্রভেদ

আছে। সেকালে, এমন কি ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারলাভের পূর্ব্বে, গ্রামসমূহ ছিল রাষ্ট্রের সর্ব্বস্ব, এবং প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ ছিল। সুতরাং বিভিন্নজাতির গ্রামবাসীর মধ্যে গ্রাম্য স্বরাজ পরিচালনের উপযোগী একতাও ছিল। এই একতার বন্ধনসূত্র ছিল গ্রামসম্বল। গ্রামের সকলজাতির নরনারী পরস্পরকে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ মনে করিতেন। গ্রামবাসী জাতিধর্ম্ম নির্বিবশেষে পরস্পরকে ভাই ভগিনী, কাকা, দাদা ইত্যাদি সম্বন্ধ ধরিয়া সম্বোধন করিতেন। সেকালের গ্রামসম্বন্ধের কিছু কিছু ভগ্নাংশ এখনও গ্রামে অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে গ্রাম্যস্বরাজ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং পাশ্চাত্যধরণে গঠিত সহর হইতে ধন মান এবং শিক্ষার অভিমান প্রবেশ করায় জাতিভেদ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেকালে ধনমানের গর্ব্বের বিষমিশ্রিত এই প্রকার জাতিভেদের অস্তিত্বই ছিল না বাঙ্গালার রাজা প্রজা তখন বোধ হয় জাতি লইয়া বড় মাথা ঘামাইতেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজবংশের প্রশস্তির আরম্ভে চন্দ্রকে বা সূর্য্যকে বা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে আদিপুরুষরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণবংশীয় নৃপতিগণের এবং সেন রাজগণের প্রশস্তিতে তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু পাল নরপালগণের এবং বিক্রমপুরের পূর্ণচন্দ্রাদি চন্দ্রনরপালগণের বংশ প্রশস্তিতে চন্দ্রের বা সূর্য্যের উল্লেখ নাই। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে, পালরাজগণ সমুদ্রবংশীয়। সমুদ্র চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান সুতরাং সমুদ্রবংশকে চন্দ্রবংশরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহ-পালকে মিহির (সূর্য্য) বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। পালরাজ্যের ইতিহাসের শেষভাগে প্রায় একই সময়ে এই দুইটী বিরোধী মতের প্রচার দেখিয়া মনে হয়, পালরাজগণ এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তবে কি তখন জাতিভেদ ছিল না? প্রাচীন তন্ত্রের গ্রাম্য রাজের দায়মুক্ত, গ্রামের সম্বন্ধবন্ধনবিচ্যুত, ধনমান গর্ব্বপুষ্ট জাতিভেদ তখন ছিল না, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্ব্বাচিত দিব্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিবর্ত্তন, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি যে পল্লীসমাজ, যাহা মুসলমান-গণকেও আপনার করিয়া ভাই, চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রাণ

হারাইয়াছে, এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।”

চন্দ মহাশয়ের একথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তার সাক্ষ্য আমরা সকলেই কিছু কিঞ্চিৎ দিতে পারি। জাতি বিভাগ হয়ত ছিল, কিন্তু যে ভেদবুদ্ধি সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে দেশের প্রভূত অশুভ সংঘটন করে, সে ভেদবুদ্ধি যে এ দেশে ছিল না, তার প্রমাণ পুথিপত্রেও পাওয়া যায়।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতিভেদ সমার্থবাচক। দেবপালদেবের পিতা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, তিনি স্বধর্ম্ম হতে বিচলিত বিভিন্ন বর্ণকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপনা করেছিলেন (চলতোঽনুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে)। তৃতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন চাতুর্বর্ণ্যসমাশ্রয় অর্থাৎ চারিবর্ণের আশ্রয় স্থান। কিন্তু এ সব উক্তি নিরর্থক। প্রাচীন শাস্ত্র বচনের কদর্থ করেই পরবর্ত্তী টীকাকারেরা সমাজকে এ চার ভাগে ভাগ করেছেন, সমাজের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ ছিল না, এবং এখনো নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি। পরবর্ত্তী শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এ চারটির বর্ণের প্রত্যেকটীর একটী বিশিষ্ট রং আছে, ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্বেত, ক্ষত্রিয় রক্ত, বৈশ্য পীত এবং শূদ্র কৃষ্ণ। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমের বর্ণ শব্দও সেই অর্থেরই সূচনা করছে। বেদ ও শাস্ত্রের এ উক্তিকে ব্যবহারিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ কোন যুগে ভারতীয় জাতির মধ্যে এই চার রঙের লোক ছিল একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আর সে ব্যবহারিক অর্থ যদি গ্রহণ না করতে পারি তবে সে উক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের জাতিভেদের ইতিবৃত্ত অঙ্কন করবার চেষ্টা বৃথা। মন্ত্রপাঠ ও অধ্যাপনার জন্য মুখের প্রয়োজন, বাহু শারীরিক বলের দ্যোতনা করে, উরু সংবর্দ্ধনের প্রতীক এবং পাদদ্বয় দেহের আজ্ঞাবাহী। সুতরাং মুখের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়েছে, তাদের কর্ম্ম অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, বাহুর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্ম্ম হচ্ছে বাহুবলের দ্বারা দেশ সংরক্ষণ, উরুর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ, তাদের কর্ম্ম হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং পাদদেশের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হচ্ছে সেবা। এদের যে রঙের কথা বলা হয় সে রঙ সত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি

গুণ হতে উদ্ভূত হয়েছে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ছিল আদর্শ মাত্র। সত্যকার জাতিভেদের ইতিহাস তার মধ্যে নিহিত ছিল, একথা মনে করা অনুচিত। শাস্ত্র বচনের যদি সদর্থ গ্রহণ করি, তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে দিব্য ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয়, আর সে আদর্শের অনুযায়ী যিনি দেশ ও দেশবাসীর সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করবেন, তিনিও হবেন প্রকৃত ক্ষত্রিয়পদবাচ্য।

দিব্য ছিলেন বরেন্দ্রীর সন্তান। কিন্তু তাঁর ইতিবৃত্ত প্রাচীন পুথিপত্র হতে যতটুকু উদ্ধার করা হয়েছে, সেইটুকুই আমাদের সম্বল। অথচ এই প্রদেশের এমন অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যার সঙ্গে দিব্য ও ভীমের নাম বিশেষভাবে জড়িত। এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী হতেও সে নাম সংগ্রহ করা যায়। এ দেশের সত্যকার ইতিহাস এখনও বরেন্দ্রী মণ্ডলের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুক্কায়িত। পাহাড়পুরের একটী সামান্য ধ্বংসস্তূপ হতেই যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বাঙ্গলাদেশের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে অনেক অগ্রসর করে দিয়েছে। আমরা যদি বিশেষ অবধানতার সঙ্গে এই সব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে পারি, এবং অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য কিম্বদন্তী সযত্নে সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে দিব্য ভীম ও তাঁদের সমসাময়িক সমগ্র বরেন্দ্রী ভূমির প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করতে সমর্থ হব। তাতে যে শুধু বরেন্দ্রীভূমিই উপকৃত হবে তা নয়, সমগ্র বাংলা দেশই লাভবান হবে। ধ্বংসস্তূপ হতে ইতিহাসের ধারার উদ্ধার সাধনে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে অতি সামান্য কাজই করেছেন। অবশ্য অল্পদিন হতে তাঁরা এ কাজে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন, তা স্বীকার করতে হবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বাণগড়ে এ কাজ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণকে যদি আমরা এই সব ধ্বংসস্তূপের সত্যকার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারি, এবং এ কাজে যদি তাদের সকলের সহায়তা লাভ না করতে পারি, তা হলে বরেন্দ্রীর সেই কীর্ত্তিমান পুরুষ দিব্য এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা কোন দিনই সহজসাধ্য হবে না. উপরন্তু সমস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্য হবে বিশেষ কষ্টসাধ্য। সুতরাং যাঁদের নিকট দিব্যের নাম প্রিয়,

সে নাম যাঁদের মনে এখনো উৎসাহের সঞ্চার করে এবং সে মহাপুরুষের আদর্শে যাঁরা এখনো অনুপ্রাণিত হন তাঁদের আমি এ সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হতে অনুরোধ করি।

আমরা আত্মবিস্মৃত বলেই আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়েছি। সত্যকার ইতিহাসের অভাবে আমরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়েছি। নিজেদের জাতীয় সভ্যতার উপর আমাদের আর কোন শ্রদ্ধা নাই। প্রাচীন শিল্প কলা সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। উপরন্তু ভেদবুদ্ধি এ ছত্রভঙ্গ জাতিকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে আমরা যদি আমাদের অতীতের উপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারি, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগসূত্র আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পারি, তাহলে আমরা আবার সচেতন হয়ে উঠতে পারব। আমরা আবার একটী আত্মনির্ভর-শীল ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব। এই কারণেই বরেন্দ্রীর সেই অসাধারণ পুরুষ দিব্যের কীর্ত্তি-কাহিনী আজ বিশেষভাবে আমাদের স্মরণীয়। তাঁর চরিত কথা অনুধাবন করলে আমরা আবার এদেশের জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনের যোগসূত্রের সন্ধান পাব।

দিব্যাবদান।

বিগত ৬ই চৈত্র রঙ্গপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরস্থ শিবপুর বদরগঞ্জ ভীমের গড়ের প্রান্তরে যে দিব্য-স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঐ উৎসবে যোগদান করিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিস্তৃত প্রান্তর—নিকটে কয়েকটি ছোট গণ্ডগ্রাম, রঙ্গপুর সহর হইতে গমনাগমনেরও বেশ সুবিধা ছিল না—তথাপি

উৎসবে বিপুল জনতার সমাগম হইয়াছিল। প্রায় আট নয় হাজার লোক—অধিকাংশই প্রজালোক, হিন্দু এবং মুসলমান। যাঁহাদের আমরা ভদ্রলোক বলি তাঁহারা সংখ্যায় দুই শত আড়াই শতের অধিক ছিলেন না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে পাল বংশের দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতেই অনেক রকম অত্যাচার আরম্ভ করেন। এমন কি নিজের দুই ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকেও কারাবদ্ধ করেন। মহীপালের অত্যাচারের ফলে বরেন্দ্র মণ্ডলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্ত্ত সেনার দলপতি দিব্য। বারেন্দ্রীর মিলিত সামন্ত চক্র তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। দিব্যের সহিত যুদ্ধে মহীপাল নিহত হন এবং বরেন্দ্রী দিব্যের করতলগত হয়। তখন প্রজামণ্ডলের সমবেত সম্মতিতে দিব্য মহারাজ মনোনীত হন। অতএব দিব্য প্রজার নির্ব্বাচিত রাজা। দিব্যোৎসবে প্রজালোকের যেরূপ জনতা হইয়াছিল, দিব্য যদি দিব্যধাম হইতে সে দিন তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। কারণ সভাস্থলে এ কথা বিশেষভাবে ঘোষিত হইয়াছিল—'প্রজানির্ব্বাচিত রাজা দিব্য।'

এবারকার দিব্য-স্মৃতি উৎসবের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি এম, এ, ; ডি, লিট্ (প্যারিস)। তিনি একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের পর দিব্য নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ডাঃ বাগচীর অনুমানের মূল সন্ধ্যাকর নন্দি বিরচিত 'রাম চরিতের' নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক—

ত্রস্তানুজতনুজস্যচ ভীমস্য বিবর প্রহর কৃতঃ।
সাভিখ্যয়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ॥

এই শ্লোকে ভীমকে 'ক্রিয়াক্ষম' ও 'রন্ধ্রপ্রহারী' বলা হইয়াছে। ভীম যে রণদক্ষ ও রাজগুণে ভূষিত ছিলেন ইহা নিঃসংশয়।

ডাঃ বাগচির অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে দিব্য মহারাজকে ত্যাগী পুরুষ বলিতে হয়। তিনি নিজে রাজা হইলেন না—ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রাচীন কালে মথুরায় কংস বধের পর ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কংসের তিরোধানের সহিত শূরসেনা রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের করতলগত হইল. কিন্তু তিনি নিজে রাজা না হইয়া রাজ্যচ্যুত কংস পিতা উগ্র সেনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

দিব্যের মৃত্যুর পর রামপাল ভীমের সহিত একাধিকবার যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন। বদরগঞ্জস্থ যে ভীমের গড়ে এবারকার দিব্য-স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এই ভীমেরই দুর্গের ভগ্নাবশেষ

এই যে উৎসবে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছিল তাহারা কি দিব্য উৎসবের যথার্থ মর্ম্ম ও উপযোগীতা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল? সভাস্থলে কয়েকটী বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল এবং একাধিক মন্তব্য (Resolution) ও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রজালোক কি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল? আমার মনে হয় পারে নাই, এবং পারিবেও না যত দিন না আমরা এই ধরণের উৎসবকে বক্তৃতামঞ্চে পর্য্যবসিত না করিয়া জাতীয় মেলায় পরিণত করি। জাতির জনসাধারণ মেলা বুঝে, বক্তৃতা বুঝে না। অতএব যদি জনসাধারণের এই উৎসাহ ডাঙ্গাভূমির উপর প্রবাহিত জলপ্রবাহের ন্যায় নিষ্ফলে না গিয়া সফলখাতে চালিত করিয়া স্থায়ী জলাশয়ে সঞ্চিত করা যায়, তবেই এই সব উৎসবের সার্থকতা হইবে। আমার ইচ্ছা দিব্য-উৎসবের উদ্যোক্তারা এমন ভাবে উৎসবের উদ্‌যোগ আয়োজন করিবেন যাহা জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিবে। উৎসব মেলায় দিব্যাবদান অবলম্বন করিয়া রচিত যাত্রা গান, পাঁচালী, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন। দিব্যের ও ভীমের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই সেই মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করতঃ তাহার চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সাহায্যে সজীব করিয়া গড়িয়া তুলুন—বীরের উৎসবে বীরপণা—কুস্তি, লাঠি, ঢাল তরোয়াল, বল্লম বর্শার ক্রীড়া প্রদর্শিত হউক—যেন দেশের মধ্যে লুপ্ত ক্ষাত্রশক্তি আবার জাগ্রত হইয়া জাতিকে অভ্যুদয়ের পথে চালিত করিতে পারে। তবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

:(০):

দিব্য-স্মৃতি তর্পণ
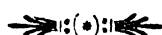
একাদশ শতাব্দীর হে সামন্ত-উত্তর বাংলার
হে বীর তোমারে
হেরিলাম অকস্মাৎ অত্যাচার করিতে নির্ম্মূল
শাস্তি দিতে তারে।
অনন্ত সামন্তচক্রে নেতৃপদে বরিল তোমায়
গাহে স্তোত্র গান
একান্ত আগ্রহভরে বরেন্দ্রের সামন্ত রাজারা
প্রদানিল স্থান।
অত্যাচারে জর্জ্জরিত মহীপাল প্রকৃতিপুঞ্জের
নিল কাড়ি সুখ,
বরেন্দ্রী দিব্যক তোমা সাজাইল পঞ্চগৌড় তাই
ঘুচাইতে দুখ।
সমাজের সঙ্কীর্ণতা বীরত্বের সুরধনী ধারা
দিল ভাসাইয়া
সকলের স্বগণ বলিয়া উপদ্রুত বাঙ্গালী তোমারে
লইল বরিয়া।
জানিনা জানিনা মোরা, তুমি কোন্ বংশের তিলক
শূদ্র কি ব্রাহ্মণ।
কোন্ ক্ষুদ্র পরিবার তুলেছিলে আলোকে উজলি
করিয়া শোভন।
শুধু জানি উৎপীড়িত বিদলিত বাঙালী প্রজায়
করিতে উদ্ধার

দেবতার আশীর্ব্বাদ সম আসিলে হে বীর
বিদূরিতে রাজ অত্যাচার।
মহাবলাধ্যক্ষ তুমি "মাৎস্যন্যায়" উপদ্রুত
এ বরেন্দ্র দেশে
শান্তির স্পন্দন দিলে ছড়াইয়া শঙ্কাকুল প্রাণে
অভয় আশ্বাসে।
তাই নাহি জানি তোমা কোন্ জাতি কিবা ধর্ম্ম তব
নীচ কি মহান্
বাঙালী বাঙালী তুমি বীর, একান্ত বাংলার
নিজস্ব সন্তান।
দুর্দ্দিনে যাহারা বসি ষড়যন্ত্র রচে অবিরাম
প্রতিষ্ঠার তরে
সেই বঙ্গ, সেই বাঙালীরা, ঐক্যতানে নেতৃপদ প্রদানিল
আগ্রহের ভরে।
কৈবর্ত্ত দিব্যক তোমা—পুণ্যতোয়া সুবিশাল
করতোয়া তটে
পৌষের পূর্ণিমাদিনে অনন্ত সামন্তচক্র অর্ঘ্য তব
বহে করপুটে।
পালবংশে যোগ্য রাজা মিলিল না প্রজাশক্তি মিলি
মহাসমারোহে
রাজ্য অভিষেক তব সুসম্পন্ন করিল তাহারা
সাত্বিক আগ্রহে।
কুল নাই—জাতি নাই—নাহি অন্য পরিচয় কিছু
বিধাতার নির্ম্মাল্যের মত
তুমি যে বাঙালী শুধু আমাদের অত্যন্ত আপন
রহ জাগি তপনের মত।
দুর্ব্বল দেশের ক্ষতে আরোগ্যের প্রলেপ প্রদানি
অকাতরে রক্ত করি দান

ভয়ার্ত্ত দেশের প্রাণে যে জীবন সঞ্চার চেষ্টায়
উৎসর্গিল অমূল্য পরাণ—
তারে কে নিকৃষ্ট বলে, নহে নহে নহে তাহা নহে
বাঙালী সে—দধিচী সে ভাই—
কর্ম্মবীর স্বগণ মোদের; এসো কোটীকণ্ঠে আজি
তার জয় গাই।
এসো ভাই এসো হে বাঙালী সশ্রদ্ধ পরাণে অশরীর
আত্মত্যাগী বীরে
নিবেদন করি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মৃতি লিপ্ত এই তার পরিত্যক্ত
মৃত্তিকা প্রাচীরে।
কালের করাল গ্রাস পারেনি সাধিতে যার
বিলোপ বিলয়
আজি সেই পূততীর্থ তলে কামরূপে সেই রত্নপীঠে
গাহি তারই জয়।
মাটির মায়ার টান কারণ শরীর তার হেথা
আনিয়াছে আজ,
মহাকাল রক্ষিত আশীষ দিব ভীম-জয় গাথা
লক্ষ শত কাজ।
তাই এই রঙ্গপুরে "ভগদত্ত" "নরকের" দেশে
স্বস্তি পাঠ করি।
অমর বাঙালী মোরা সঞ্জীবনী ভৃঙ্গার উদক
প্রাণ মন্ত্রে ভরি।
প্রজার প্রকৃত বন্ধু—বাঙালীর দুর্দ্দিনের সাথী
লহ লহ জীবন মহান্
শতাব্দীর মানবের শঙ্কাকুল হৃদয় দেউলে
কর পুনঃ "অভী" মন্ত্রদান।
মহাকাল প্রাচীর বিদারি মৃত্যুহীন প্রাণের স্পন্দনে
জাগো জাগো বীর

ঘন ঘোর তমিস্র নাশিয়া ইতিহাস কর সমুজ্জ্বল
মসিলিপ্ত ভাল বাঙালীর!
আটশত বৎসরের অতীতেরে প্রত্যক্ষ করায়ে
লহ প্রাণ লহ
সঞ্জীবন মন্ত্র মোরা কোটিকণ্ঠে করি উচ্চারণ
কথা কহ—বীর—কথা কহ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর।
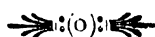
উৎসবের সার্থকতা

একে একে চারিটী বৎসর ধরিয়া যাঁহার বৈচিত্র্যবিহীন ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্‌ঘাটন কল্পে বাঙ্গলার বাণীপুত্রগণ তাঁহাদিগের অমূল্য সময়ের নিয়োগ ও শ্রম স্বীকারে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, আজ তাঁহারই উপর রঙ্ ফলাইয়া নূতন কিছু বলিতে যাইবার মত ধৃষ্টতা পোষণ করিবার সাহস, শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই, ইহা সুন্দররূপে অবগত হইয়া নিতান্ত বিনীত ভাবে আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি। মহারাজ দিব্যের জীবনকে বৈচিত্র্যবিহীন বলিয়া আমি তাঁহার মহত্ত্বকে খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। উদ্যানে বিচিত্রবর্ণের ও গন্ধের পুষ্প যেমন আমাদিগের চিত্তকে আমোদিত ও বিমোহিত করে, ঠিক একইভাবে একই বর্ণের গন্ধ বিশিষ্ট গোলাপ আমাদিগের ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে ততোধিক আনন্দ প্রদান ও বিমুগ্ধ করে। মানুষের ছোটো খাটো নিত্যনৈমিত্তিক শত অনুষ্ঠানের

মধ্যদিয়া আমরা যেমন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তাঁহার অন্তরের সত্যিকার মানুষটীকে চিনিতে ও ধরিতে পারি, ঠিক একই ভাবে কোন একটী বৃহত্তর অবদানের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহাকে তেমনি ভাবে জানিতে পারি। মহত্বের সূক্ষ্ম বীজ যাঁহার অন্তরে বিরাজিত, সেই বীজ কবে কোনদিনে কিরূপ ভাবে, অথবা কোন সুদীর্ঘ কালের মধ্যদিয়া অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হইবে, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। আমরা ইহাই বলিতে পারি, মানুষের কার্য্যই মানুষকে লোক সমাজে পরিচিত করিয়া দেয়। উৎপীড়িত জনগণের উদ্ধারকর্ত্তা স্বরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুস্পুত্র ক্ষৌণীনায়ক মহারাজ ভীমের সহযোগীতায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনরূপ মহদাদর্শ আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির বেদিকামূলে দীন অর্ঘ্য প্রদান করিতে গিয়া আমরা আমাদিগের স্বকীয় গৌরব প্রস্ফুট করিয়া তুলিতেছি, আমাদিগের নিজের জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি। একের পর একটী করিয়া চারি বৎসরে উত্তর বঙ্গের চারিটী জেলায় একই প্রকার সমারোহের সহিত এই যে মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজায় আয়োজন চলিয়াছে, ইহাই কি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে না, বাঙ্গালীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে, বাঙ্গালী আপনাকে ও আপনার জাতীয় মহাপুরুষদিগকে চিনিতে পারিয়াছে। মহাপুরুষের পূজা - মণীষী কার্লাইল যাহাকে "Hero worship" বা বীরপূজা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন— আমাদিগকে উন্নতির অভ্রভেদী শিখরের দিকে স্বতঃপরতঃ আকর্ষণ করিতে থাকে, আমরা ইহার দ্বারা অলক্ষ্যভাবে প্রভাবান্বিত হই চেষ্টা করিলেও ইহার প্রভাব হইতে আপনাদিগকে নির্মুক্ত করিতে পারি না। এই কারণেই দেখিতে পাই, একই যুগে একই সময়ে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে—আবার পরবর্ত্তী যুগে ইহাদিগের অবর্ত্তমানে সমগ্র দেশ শুষ্ক ও ঊষর মরুসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কোন প্রখ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন,—"We live in deeds, not in years" আমাদিগের জীবন কাল আমাদিগের অবদানের দ্বারা পরিমিত হয়, আমাদিগের জীবনকালের দৈর্ঘ্য দিয়া উহা পরিমিত হইতে পারে না। মহারাজ দিব্য কিম্বা তাঁহার যোগ্য ভ্রাতুস্পুত্র ক্ষৌণীনায়ক ভীম কে ছিলেন, আজ আমরা

তাঁহাদিগের নিদর্শনের মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, তাই তাঁহাদের স্মৃতি-পূজায় অগ্রসর হইয়াছি, তাঁহাদিগের পবিত্র বেদিকায় পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিতে অতিমাত্র উৎসুক হইয়া পড়িয়াছি। ক্ষৌণীনায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত ভীমের জাঙ্গালকে আজ আমরা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্যজনক অবদান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে না পারিলেও ইহা যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহার কুক্ষীতলে আরও কত মহত্তর ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে, একদিন সুক্ষদর্শী ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার ফলে তাহার সত্য উদ্ঘাটিত হইবে। বরেন্দ্রের বন উপবন পাহাড় পর্ব্বত, গহন কান্তারের মধ্যে কত পাহাড়পুরের স্মৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে। তবে বাঙ্গালীর হৃদয়ে যখন দেশাত্মবোধের উদ্রেক হইয়াছে, বাঙ্গালী মাকে মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে,—

"আপনার মাকে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভাইয়ে হৃদয়ে ধরিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে—"

তখন আশা হয়, একদিন বরেন্দ্রভূমির শত গৌরব ও অবদানের কাহিনী কখনও লুক্কায়িত থাকিবে না। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি আজ কাহার না গৌরবের বিষয়। একদিন কুণ্ডীর সাহিত্যরথী মহাজনগণের পরিসেবিত কুণ্ডীর ভূম্যধিকারিগণের গৃহে যে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও রসদানে সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, কে বলিতে পারে সেই অঙ্কুর সঞ্জাত মহামহীরুহ পরিষদের আশ্রয়তলে বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাহাদিগের গবেষণার শ্রেষ্ঠ ফল—নূতন নূতন আবিষ্কারের অবদান লইয়া উপস্থিত না হইবেন! সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তাচলে গমন করেন—আবার পরদিবস তাঁহার পুঞ্জীভূত আলোকমালা লইয়া জগতের ঘনান্ধকার বিদূরিত করিয়া তেমনিভাবে উদিত হন। একই ভাবে আমরা কি আশা করিতে পারি না, বরেন্দ্রের লুক্কায়িত শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্বের নিদর্শন—নবোদিত সূর্য্যের বিমলকান্তির ন্যায় লোক-লোচনের গোচরীভূত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, মহারাজ দিব্যের স্মৃতি পূজার সার্থকতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, আজ তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, দুই তিনটী বিষয় আমার চিত্তকে স্বতঃই ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বরেন্দ্রভূমে জন্মগ্রহণের গৌরবজনক অধিকার না থাকিলেও এই বরেন্দ্রভূমির নিকট আমি বহুল পরিমাণে ঋণী—প্রত্যুতঃ এক্ষণে আমি এই বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী। এই বরেন্দ্রভূমির কত অজ্ঞাত স্থানে, কত অজ্ঞাত ঐতিহাসিক নিদর্শন অনাবিষ্কৃত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, আপনাদিগের অনেকেই তাহা অবগত আছেন। আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু দিব-স্মৃতির পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহুত হইয়া, কার্য্যব্যপদেশে বাধ্য হইয়া কলিকাতা গমনের পথে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এইখানে তাহার কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"লালমণিরহাটের অদূরে বহুকাল হইতে অনুমান সার্দ্ধ দুই মাইল দীর্ঘ ও সার্দ্ধ এক মাইল বিস্তৃত একটী পরিখা বা গড় অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। ইহারই মধ্য ভাগে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা ও একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দিব্যের স্মৃতি উৎসবে সমাগত মণীষিবৃন্দের সমীপে আমার বিনীত অনুরোধ, এই অজ্ঞাত পরিখার অতীত ইতিহাস আবিষ্কার কল্পে তাঁহারা যত্নপর হইবেন। এই স্থানের উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নিম্নগামী হইতেছে।" বরেন্দ্রভূমির বহির্ভাগেও অদ্যাপি কত মহাপুরুষের স্মৃতি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাত্র ৪ দিন পূর্ব্বের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' কাজি শামসুদ্দীন খাদেম মীরমদনের কবর সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন, আমি এইখানে তাহার উল্লেখ করিব :—

"মুর্শিদাবাদে হিন্দু মোসলেম্ ঐক্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুযোগে তথায় বাঙ্গলার গৌরবযুগের বিভিন্ন স্মৃতির ধ্বংস দর্শনে নিশ্চয়ই ততটা বিচলিত হই নাই, যতটা হইয়াছি পলাশীতে আসিয়া মীর মদনের কবর দেখিয়া।"

"পলাশীর সন্নিহিত তেজনগর গ্রামে মীর মদনের কবর দেখিতে যাইয়া আমি এতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সুস্থ হইয়া চিন্তা করিতে আমার বিস্তর সময় লাগিয়াছিল। কয়েকটী সাধারণ ইটে সাধারণভাবে যাহারা ইহা বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই এবং উহার রক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করেন নাই। কবরের বুক চিরিয়া একটা প্রকাণ্ড নিম

গাছ দাঁড়াইয়া আছে। গাছটির বৃদ্ধির সঙ্গে কবরটি সামান্য যে কয়টি ইটে গ্রথিত হইয়াছিল, তাহাও ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার স্বাধীনতার জন্য বিশ্বাসঘাতকদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যিনি নিজের মাত্র দুইশত অনুচর সহ কামানের সম্মুখে ঝাপাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার কবর সুরক্ষিত করা কি জাতির কর্ত্তব্য নহে? চতুর্দ্দিকে যখন বিশ্বাসঘাতকতা চরমে উঠিয়াছিল, তখনও যিনি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবরখানা কি এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? আমি আমার মাতৃভূমির মুক্তির ধামে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি মীর মদনের কবর রক্ষার জন্য জাতি শীঘ্রই সুব্যবস্থা করিয়া অন্ততঃ নিজেদের দায়িত্ব পালন করিবে।"

* * *

ঠিক একই তারিখের 'যুগান্তর' পত্রে খুলনার অন্তর্গত নূরনগর হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু রায় বিদ্যাবিনোদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত না করিলেও তৎপ্রতি উপস্থিত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক দিব্য-স্মৃতি সমিতির একটী মহত্তর কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছি বৎসরান্তে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত এই যে উৎসব, এই যে লোকযাত্রা, এই যে ধূমধাম ইহার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় যদি একটী কর্ম্মের ধারা বিদ্যমান না থাকে, তবে আমার মনে হয়, কতিপয় বর্ষ অন্তে ইহা একটি গতানুগতিক সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হইবে। এই জন্য কলিকাতা মহানগরীস্থিত কেন্দ্র দিব্য-স্মৃতি সমিতির পরিচালকবর্গের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন একটি বিশেষ কার্য্যকরী কমিটি গঠন করিয়া বাঙ্গলার অনাদৃত ও উপেক্ষিত শৌর্য্যবীর্য্যের নিদর্শন সমূহের সংরক্ষণে যত্নপর হন। যখন বাঙ্গালীর মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্রেক হইয়াছে, যখন বাঙ্গলার দেশনায়কগণের হস্তে দেশসেবার পবিত্র অর্ঘ্যভার সমর্পিত হইয়াছে তখন আমরা আমাদের করায়ত্ত কর্ত্তব্যপালনে যদি অবহিত না হই, তবে উহার জন্য আমাদিগকেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। মহারাজ দিব্যের অমর আত্মাও বোধ হয় লোকলোচনের বহির্ভূত জগৎ হইতে, বাঙ্গলার

সার্থকজন্মা বীরগণের স্মৃতি সংরক্ষণে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবে, আর তাহা হইলেই আমাদিগের স্মৃতি-পূজা সার্থক হইবে।

"বন্দেমাতরং"

শ্রীকেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।
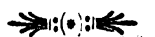
দিব্য-ভীম স্মৃতি।

[দিব্য-স্মৃতি চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রচিত]

কেন্দ্র—শিবপুর, বদরগঞ্জ।

চৈত্রের তপন-দ্যুতি দীপ্ত করি স্নিগ্ধা ধরণীরে,
উজলি সর্ব্বাঙ্গ তাঁর দীর্ঘ দিন ধরে ধীরে ধীরে,
স্বর্ণালোকে রাঙি তাঁর পরিহিত চারু শ্যাম-বাস
সাজালে যে দিয়ে, মরি, হাস্যমুখে লাবণ্য-আভাস!
দিন শেষে দিবাকর ঢলিয়া পড়িছে অস্তাচলে,
ম্লান মুখ ক্লান্ত দেহ; কি যেন বেদনা মর্ম্মস্থলে
সতত উদিত হয়ে, ধরণীর প্রসাধন-কাজে
দিয়েছে কত না বাধা; ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধে, ভয়ে, লাজে
উগারি হৃদয় জ্বালা, তপ্ত করি শান্ত-ধরণীর
সন্তানেরে; তাই বুঝি, চলেছে সে অনুতপ্ত, ধীর
সলজ্জ-দৃষ্টিতে চাহি ক্রোধোদ্দীপ্ত মানবের পানে,
সঞ্চারি হৃদয়ে শুধু ক্রোধ-বহ্নি নব-অভিযানে।
ম্লান মুখী ধরণীও সন্তানের পানে আছে চেয়ে
বিষাদের রেখা, তাই, বীত-প্রভ-অঙ্গ আছে ছেয়ে।

হায়, বুঝি এইক্ষণে বসুমতী, নীলাম্বরা, ধীরা
স্বর্ণালোক বিভূষিতা, স্নিগ্ধা, যশস্বিনী, সুগম্ভীরা,
বঙ্গ জননীরে হেরি বিষণ্ণ বদনা অকস্মাৎ,
বরেন্দ্র নিবাসী বক্ষে পেয়েছিলো দুঃখ বজ্রাঘাত।
অসহ্য-যাতনে দহি' সর্ব্বাঙ্গ কী ভীষণ সংসারে
কম্পিত হয়েছে দুঃখে শঙ্কা পেয়ে ক্রোধের হুঙ্কারে।
জীর্ণ-বাস-পরিহিতা কাঙ্গালিনী মার মুখ চেয়ে,
উন্মত্তের মত নর রুদ্র-মূর্ত্তি লয়ে ক্ষণে ধেয়ে
চলেছে সংগ্রাম দিতে; সমর্পিতে স্বায় প্রাণে ত্বরা—
সন্তান-বিক্রম দেখে মূর্চ্ছাগতা হয়েছেন ধরা।
হায়, মত্ত-পাল-রাজ কি সুখের প্রার্থী হয়ে ভবে,
দুর্নীতি, কাপট্য, মিথ্যা সঙ্গে লয়ে সংসার-আহবে,
সম্মুখীন হলো রুদ্র-ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত মানবের,
ক্ষণেকও না দেখে গতি ঘূর্ণ্যমান-সংসার চক্রের!
জানেনি কি নরপতি, অত্যাচার-প্রতিবাদী হয়ে,
দিব্য-ভীম ভ্রাতৃদ্বয় সমাগত কৈবর্ত্ত্য-আলয়ে,
ঘুচাতে ধরার দুঃখ, শক্তি দিতে বরেন্দ্রীর করে,
চালাতে সমরাঙ্গনে, শৌর্য্য-বীর্য্য সৎসাহস ভরে?
লক্ষ লক্ষ প্রাণী তাই, হেন স্থানে, এ রুদ্র-নগরে,
সঁপেছে কি মত্ত হ'য়ে স্বায় প্রাণে ভীষণ সমরে,
ধরণীর পদতলে? মূর্চ্ছাগতা ধরণী কি ক্ষণে
প্রাপ্ত-সংজ্ঞা, গুরুশোকা, সতত বিষাদগ্রস্ত মনে
স্মৃতি-ভার রক্ষা লাগি রঞ্জিত করিয়া শ্যামাঞ্চলে
তপ্ত-রুধিরে, হায়, যুগ যুগ ধ'রে শোকানলে
দহ্যমানা? তাই বুঝি নেত্র হ'তে সদা অশ্রু ঝরে!
গৈরিক মৃত্তিকা, তাহ বিরাজে কি এ ভীম-প্রান্তরে?
এ স্মৃতি বহিবে দেবী শোকাপন্না হয়ে কালস্রোতে
স্নেহের পীযূষরূপ লোহিত-সলিলে বক্ষঃ হ'তে

তৃষ্ণার্ত্ত-সন্তানে দিয়ে ; যুগ যুগ ধ'রে শিবপুরে
জাগাবে হৃদয়ে দুঃখ, হর্ষ কোথা যাবে চলে দূরে।

শ্রীপরেশচন্দ্র সাহা
প্রথম বর্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর।
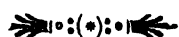
বিদায় সঙ্গীত।

কথা—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী।
সুর—শ্রীসুধীরচন্দ্র চৌধুরী
পুরিয়া।

বিদায় বেলার সুরে
ওরে ভাঙ্‌ল মিলন হাট।
রইল পড়ে সেই পুরানো
দূর বিরহের বাট॥
আলোয় আলোয় গলা গলি
মিট্‌লরে তার বলা বলি—রে
কাঁদন আঁধার ঘনিয়ে এল
অস্তাচলের পাট।
ওরে ভাঙ্‌ল মিলন হাট॥
নাম্‌ল আঁধার ডুবাইয়ে
আলোর শত দল
রইল পড়ে হৃদয় কোণে
বেদন আঁখির জল।
পথ হারা তার পথে তারই
পেল কেবল কাঁদন কড়ি—রে
নিঙ্‌ড়ে নিয়ে আঁখির সলিল
শুক্‌নো নয়ন ঘাট!
ওরে ভাঙ্‌ল মিলন হাট॥

দিব্য স্মৃতি উৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি উৎসবের কার্য্য বিবরণী।

রংপুর-ভীমেরগড়।

৬ই চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
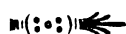
প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সুদূর নেপাল হইতে সংগৃহীত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিত "রাম চরিতম্" নামক দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত এবং বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসন সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার এক গৌরবময় যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্র, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিকবর্গের এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালী জানিতে পারে যে একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপাল 'অনীতিকারম্ভরত' হওয়ায় তাঁহার অত্যাচারে বঙ্গের সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে অত্যাচার নিবারণ কল্পে বাঙ্গালার 'অনন্ত সামন্তচক্র' এবং জনসাধারণ যাঁহার অধিনায়কত্বে মিলিত হইয়া দ্বিতীয় মহীপালকে সম্মুখ যুদ্ধে সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত করিয়া যাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই কর্ত্তব্যব্রতী জননায়ক মহাবীর দিব্য এবং তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীরই সুসন্তান এবং দিব্যবংশীয়গণের শাসনকাল বাঙ্গালার এক গৌরবময় যুগ। উক্ত গৌরবময় রাজ নির্ব্বাচনের স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য এবং দিব্যবংশীয়গণের কীর্ত্তিচিহ্নাদি আবিষ্কার ও রক্ষণ কল্পে কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কলিকাতায় 'দিব্য স্মৃতি সমিতি' নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত সমিতি বর্ষে বর্ষে বসন্তকালে বাঙ্গালার বিশেষতঃ বরেন্দ্রীর বিভিন্ন জেলায় দিব্য ও তাঁহার বংশীয়গণের কীর্ত্তিবহুল স্থানে স্মৃতি উৎসব করিয়া বাঙ্গালীর অতীত

দিব্যস্মৃতি উৎসবের শিবপুর ভীমের গড়ের ৪র্থ বার্ষিক
অধিবেশনের সভাপতির অভ্যর্থনা
১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

বীরত্বের, কর্ত্তব্যবোধের এবং গৌরবময় যুগের কাহিনী লোক সমাজে প্রচার করিয়া আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

প্রথম বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার অন্তর্গত দিবর গ্রামে মহারাজ দিব্যের গ্রেনাইট প্রস্তর নির্ম্মিত জয়স্তম্ভ শোভিত বিশাল দীর্ঘিকার প্রান্তদেশে। মূল সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্বিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বালুরঘাটের নাট্যকার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল রাজসাহী জেলার মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধিপুর গ্রামে 'ভীমের জাঙ্গাল' সংযুক্ত ভীমের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডা দেবীর পাদ পীঠতলে 'ভীম সাগরের' প্রান্তে। সভাপতি ছিলেন ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠ স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহাদেবপুরের জমিদার রায় নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর এবং উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন বলিহারের কুমার বিমলেন্দু রায় মহাশয়।

তৃতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন বাঙ্গালার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বা মহাস্থানগড়ে। মূল সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম. এ, পি. এইচ, ডি, মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বগুড়ার ইতিহাস প্রণেতা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয় এবং উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন বগুড়ার নবাবজাদা খান বাহাদুর মহাম্মদ আলী বি, এ, এম, এল, এ সাহেব।

উক্ত অধিবেশনে রঙ্গপুরের তদানীন্তন রাজস্ব কর্ম্মচারী রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার বি, এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত একটী প্রবন্ধে রঙ্গপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ভীমের জাঙ্গালের এবং বদরগঞ্জের অদূরবর্ত্তী শিবপুর মৌজায় অবস্থিত চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ উচ্চমৃৎপ্রাকার পরিবেষ্টিত ৫৩৮৭ একর ভূমিব্যাপী ভীমের গড়ের সন্ধান পাইয়া কেন্দ্রীয় সমিতি চতুর্থ বার্ষিক উৎসব রঙ্গপুর জেলার উক্ত স্থানে সম্পন্ন করিবার গুরু দায়িত্বভার রঙ্গপুরবাসীর উপর অর্পণ করিতে চাহিলে রঙ্গপুর কুণ্ডীর প্রাচীন জমিদার

বংশোদ্ভব উৎসাহী রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রাণ স্বরূপ সুযোগ্য প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহাশয় উদ্যোগী হইয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ গৃহে গত ২৬। ৯ ৩৭ ইং তারিখে রঙ্গপুর যাদবেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঙ্গপুরের জনসাধারণের এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় রঙ্গপুর সহরের এবং মহকুমার ও মফঃস্বলের বহুগণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে লইয়া একটী শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহাশয়। যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল, এবং বদরগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়দ্বয় এবং প্রচার বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর মহাশয়দ্বয়।

উৎসব স্থান পরিদর্শন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার বি, এ ও শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় প্রেরিত হইলে তাঁহারা বদরগঞ্জস্থ কর্ম্মিগণের সহিত শিবপুর ভীমেরগড় পরিদর্শন করিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করিলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উক্ত স্থানেই চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন করা স্থির হয়। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে এবং স্থানীয় ও কলিকাতাস্থ সংবাদ পত্রে এবং জেলার সর্ব্বত্র পরবর্ত্তী বসন্তকালে স্মৃতি-উৎসব ভীমের গড়ে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রচার কার্য্যে আনন্দ বাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, কেশরী, রঙ্গপুর দর্পণ প্রভৃতি সংবাদ-পত্র যথোপযুক্ত সহায়তা করিয়াছেন।

উৎসব সময় আসন্ন হইলে তারিখ নির্দ্ধারণ জন্য গত ২রা মাঘ তারিখে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশনে ১৫ই ফাল্গুন তারিখে উৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত তারিখ অনুমোদিত হইলে এবং বাঙ্গালার প্রবীণ ও প্রাচীন সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় উৎসবের পৌরোহিত্য করিতে আমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে অভ্যর্থনা সমিতি সোৎসাহে কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। বদরগঞ্জস্থ

কর্ম্মিগণ সমাগতগণের, পরিচর্য্যার ও আতিথেয়তার, এবং উৎসব স্থানে সভামণ্ডপ শিবির ইত্যাদি নির্ম্মাণের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় সম্পাদক ও কতিপয় সদস্যসহ উৎসব স্থান ও তথায় রঙ্গপুর সহর হইতে যাতায়াতের পথ পরিদর্শন করিয়া জানিতে পারেন, রঙ্গপুর সদর হইতে উৎসব স্থানে যাওয়ার পথে জিলা বোর্ডের রাস্তায় ঘাঘট নদীতে সেতু না থাকায় এবং জেলা বোর্ডের রাস্তা হইতে উৎসব স্থানে যাইতে প্রায় এক মাইল রাস্তা ভাল না থাকায় মটর যোগে উৎসব স্থানে যাওয়া অসম্ভব। উক্ত বিষয়ে জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রার্থী হইলে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, ভাইস চেয়ারম্যান মৌলবী হাজী তবারক আলী সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার—মিঃ এল, সি, সেন গুপ্ত এবং ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়গণের সহায়তায় এবং কর্ম্মতৎপরতায় সপ্তাহ মধ্যে বংশ নির্ম্মিত সেতু নির্ম্মাণ ও রাস্তা মেরামত হইয়া যায়। তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছেন।

এইরূপে উৎসবের উদ্যোগ আয়োজন যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, এমন সময় নির্ব্বাচিত সভাপতি রায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় এবং তজ্জন্য অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া ধার্য্য উৎসবের তারিখ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ৬ই চৈত্র দিন ধার্য্য হয়। দীনেশ বাবুর স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক বহুভাষাবিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম, এ ডি, লিট্ (প্যারি) মহোদয়কে সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সানন্দে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আতিথেয়তার ভার স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করেন রঙ্গপুরের 'সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবম্' স্বরূপ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়।

লোকালয়বর্জ্জিত সুদূর তেপান্তরের মাঠে উৎসব স্থানে সভামণ্ডপ, শিবির ইত্যাদি নির্ম্মাণকল্পে সহায়তা করিয়াছেন রঙ্গপুরের জনপ্রিয় কালেক্টার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ সাহেব, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবদাস রায় চৌধুরী প্রমুখ সদ্যঃপুষ্করিণী ও গোপালপুরের উৎসাহী ভূস্বামিগণ, গোপালপুরের খামারের কর্ত্তৃপক্ষ, রঙ্গপুর উত্তরবঙ্গ জমিদার সভা, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর জেলা বোর্ড, বদরগঞ্জের শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর রায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ কর্ম্মিগণ।

উৎসব স্থানে আশাতীত জনসমাগমের ফলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৎপরতার সহিত আবশ্যকীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং উৎসব স্থানের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-কল্পে জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

উপর হইতে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ না দেওয়ায় প্রথমে স্বাস্থ্য বিভাগের বন্দোবস্ত উপযুক্তরূপে পরিলক্ষিত হয় নাই। অনন্তর বদরগঞ্জের স্যানিটারী ইনস্পেক্টর মহাশয় পানীয় জল ইত্যাদি সরবরাহের জন্য সাধ্যমত যত্ন লইয়াছেন। তিনি চেষ্টা না করিলে বিশেষ অসুবিধা হইত। পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দেশ পাইলে তিনি আরও সুচারুরূপে ইহার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন।

কলিকাতা এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত অধ্যাপক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সাংবাদিক প্রমুখ দুই শতাধিক প্রতিনিধির আহার ও পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বদরগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় এবং তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ তালুকদার মহাশয় প্রমুখ কর্ম্মিগণ।

উৎসব স্থান ভীমেরগড় রঙ্গপুর সদর হইতে ৮ মাইল পশ্চিম, বদরগঞ্জ হইতে ৬ মাইল পূর্ব্ব এবং শ্যামপুর হইতে ৩ মাইল উত্তরদিকে কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ মহাশয়গণের জমিদারীর অন্তর্গত শিবপুর মৌজায় অবস্থিত। গড়ের চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ উচ্চ মৃৎপ্রাকার স্থানে স্থানে পরিখার চিহ্ন আছে। গড়ের মধ্যে দুইটী জলাশয়ের চিহ্ন আছে। উহা ভীমের সৈন্যগণের রন্ধনশালা বলিয়া অভিহিত হয়। ভীমেরগড়ের ধ্বংশাবশেষের উপর একদিনের জন্য অর্দ্ধমাইল ব্যাপী 'রুদ্রনগর' স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবের

অঙ্গ স্বরূপ একটী প্রকাণ্ড মেলার আয়োজন ছিল। নগরের প্রবেশ পথে কয়েকটী মনোরম তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

রঙ্গপুর ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মজুমদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে, শ্রীযুক্ত প্রবোধনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শ্রীযুক্ত আদিত্যচরণ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের অধিনায়কত্বে ব্রতচারী ও স্কাউটগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

অপরাহ্ণ ২টা ৪০ মিনিটের সময় তাজহাটের রাজা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সমভিব্যাহারে সভাপতি মহাশয় মোটরযোগে সভা মণ্ডপের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলে তোপধ্বনি করা হয় এবং ব্যাণ্ড পার্টির ঐক্যতান বাদনের মধ্যে ব্রতচারী ও স্কাউটগণের সামরিক কায়দায় অভিবাদন গ্রহণ করিতে করিতে সভাপতি মহাশয় সভামণ্ডপস্থ বেদিরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সভা মণ্ডপে প্রবেশ পথে আনন্দ বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার পক্ষ হইতে আলোক চিত্র গ্রহণ অন্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলে ঠিক ৩ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্বপ্রথম রঙ্গপুর যাদবেশ্বর চতুষ্পাঠীর প্রধান আচার্য্য পণ্ডিত: শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় দিব্য ভীমের নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কয়েকটী শ্লোকে মাঙ্গলাচরণ করিলে রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর উৎসবের উদ্বোধন বক্তৃতা পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর রচিত একটী সঙ্গীত শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্ম ভূষণ মহাশয় তাঁহার সুলিখিত পাণ্ডিত্য পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম, এ, ডি, লিট মহাশয়কে সভার পৌরোহিত্য

করিবার প্রস্তাব করিলে এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল মহাশয় সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করেন। তাজহাটের রাজা বাহাদুর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি মহাশয়কে মাল্যভূষিত করেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী শালমল, কুমার শরৎকুমার রায়, কুমার বিমলেন্দু রায়, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু এম, এল, এ শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদাচরণ সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, শ্রীরাম মৈত্রেয়, প্রভাসচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ সান্যাল, ডক্টর সৌরীন্দ্রমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ লাহিড়ী, হেমচন্দ্র সেন, বিনয়ভূষণ সরকার, হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতির শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক পত্র পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক কার্য্য-বিবরণী পঠিত হয়।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ নীলরতন দাস বি, এ কুলদাচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ শশধর বিশ্বাস কবিভূষণ, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এ কৈলাশচন্দ্র মোহন্তার, পণ্ডিত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস, রাখালচন্দ্র সাহা বি, এ কেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন, শ্রীরাম মৈত্রেয়, মিঃ এস, আথণ্ড বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর মহাশয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাদি পঠিত হয়।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ আলোচিত এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব :—

মহারাজ নিবা বঙ্গের জনরাষ্ট্র স্থাপয়িতা বলিয়া এই সভা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন—মানুষের জন্যই রাষ্ট্র; কিন্তু রাজশক্তি যখন তাহা স্বীকার না করিয়া মানুষের উপর রাষ্ট্রকে স্থান দেয় তখনই রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে। পৃথিবীর সকল দেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে এ দেশে রাজশক্তি যখন মানবের এই শাশ্বত অধিকার অস্বীকার করে তখন মহাবীর দিব্য মানবের চিরন্তন অধিকার পুনরায় স্থাপন করেন। প্রস্তাবটী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম, এ পি, এইচ, ডি, ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

২য় প্রস্তাব :—

(ক) বগুড়া সহরের উত্তরস্থ বৃন্দাবনপাড়া গ্রাম হইতে হাজরাদীঘি গ্রাম, ঐ জেলার দৌলতপুর হইতে রঙ্গপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার দামুকদহের বিল রঙ্গপুর জেলার সাদুল্যাপুর থানা হইতে উলিপুর, উলিপুরের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ ব্রহ্মপুত্র হইতে যমুনেশ্বরী নদী, দিনাজপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার নাকফুল গ্রাম হইতে উজলকোট হইয়া করতোয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত "ভীমের জাঙ্গাল" নামক সুবৃহৎ প্রাচীন মৃৎ প্রাচীরের মাত্র বদরগঞ্জ থানার গোপালপুর হইতে যমুনেশ্বরী পর্য্যন্ত অংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সমুদায় অরক্ষিত অংশ, বদরগঞ্জ থানার শিবপুরস্থ ভীমেরগড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ উচ্চ মৃৎ-প্রাচীর দিনাজপুর জেলার রাণী সঙ্কাইল থানার আরাজী গোকত গাঁ ও ভাণ্ডারা বাঁশবাড়ী গ্রামের "বাঙ্গালার গড়' দ্বয়ের উচ্চ মৃৎ-প্রাকার এবং মালদহ জেলার গোমস্তাপুর থানার রোকনপুর গ্রামের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত "ভীমের বাতি" নামক অতিপ্রাচীন প্রদীপ স্তম্ভকে পুরাকীর্ত্তি রক্ষা বিষয়ক আইন দ্বারা সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সভা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

(খ) এই সকল স্থান পুরাকীর্ত্তি রক্ষা বিষয়ক আইন দ্বারা যাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সত্বর সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এই সভা পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, ম্যানেজার দুবলহাটী রাজষ্টেট (রাজসাহী)

সমর্থক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার এম, এস. সি (নদীয়া)

প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন, এই সকল কীর্ত্তিচিহ্ন পূর্ব্বে মধ্যমপাণ্ডবের নামের সহিত সংযুক্ত ছিল এক্ষণে ইতিহাস আলোচনার ফলে আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যুগ সন্ধ্যায় এই মহান্ কীর্ত্তিরাজি সংস্থাপিত হইয়াছে। ভীম স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে এইরূপ জাঙ্গাল ও স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুদিন অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় স্থানে স্থানে জাঙ্গাল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

৩য় প্রস্তাব :—

একাদশ শতাব্দীতে মহাবীর দিব্য সর্ব্বসাধারণের স্বীকৃতিতে অত্যাচার-পীড়িত বরেন্দ্রভূমির রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুণ্যশ্লোক ভ্রাতষ্পুত্র ভীমের ইতিবৃত্ত যাহাতে যথাযথ ভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করে তজ্জন্য এই সভা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকবর্গকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম-এ, পি এইচ ডি (কলিকাতা)

সমর্থক — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় (বগুড়া)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ. বি-এল (রঙ্গপুর)

৪র্থ প্রস্তাব :—

দিব্য বংশীয় রাজগণের কীর্ত্তিরাজি আবিষ্কার ও তাহার সংরক্ষণ কল্পে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সাবকামিটী গঠিত হউক।

(১) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (৩) খান সাহেব মহম্মদ আফজল, (৪) রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস, (৫) রাখালচন্দ্র সাহা, (৬) সুশীলচন্দ্র গুহ খাসনবিশ, (৭) রাধাবিনোদ চৌধুরী, (৮) সম্পাদক, দিব্যস্মৃতি সমিতি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ (রঙ্গপুর)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন (রঙ্গপুর)

নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় —

পোষক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম-এ, ডি লিট্।

সহঃসভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এম, এ, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ।

সহঃ সম্পাদক—এডভোকেট শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস বি, এল ও অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার এম, এস্, সি।

সদস্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম, এস, সি, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দাস বি, এল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার বি, এ শ্রীযুক্ত অনুকূল কৃষ্ণ দাস শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমারচন্দ্র সরকার ডি, এস, সি

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহাশয় দিব্যবংশীয় রাজগণের নূতন ইতিহাস আবিষ্কারকগণের মধ্যে পরিচালক সভার সম্মতি ক্রমে তিনখানি রৌপ্য পদক দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন শুনিয়া সভাস্থ সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

রঙ্গপুরের জনপ্রিয় সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম, এ বি, এল মহাশয় সভাপতি ও সমাগত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এম, এ মহাশয় রাজা বাহাদুর, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যুগ্ম সম্পাদক, প্রচার বিভাগের সম্পাদক এবং সদস্যগণ, রঙ্গপুর কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, রঙ্গপুরের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারিগণ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার, বার এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার মহাশয়গণকে এবং স্কাউট, ব্রতচারী ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর বিদায় সঙ্গীত গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সংক্ষেপে শারিরীক ক্রীড়া কৌশলাদি প্রদর্শিত হয়। রাত্রিকালে আতসবাজী ও আলোক সজ্জার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ও তপ্ত ধূলিকণাবাহী পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ উপেক্ষা করিয়া সহর হইতে দূরে জন মানবশূন্য মরুভূমি সদৃশ প্রান্তরে যেরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী বীর পূজায় উদাসীন নহে।

বঙ্গের বিভিন্ন স্থান এবং রঙ্গপুর সহর ও মফঃস্বল হইতে কমপক্ষে দশ সহস্র হিন্দু মুসলমান উৎসব অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী নাম মাত্র সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে।

কলিকাতা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডাঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

হাওড়া—শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক সন্তোষকুমার দাস, বিপিনবিহারী দাস, হলধর দাস, জগদীশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি

হুগলী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পাড়ুই প্রভৃতি

২৪ পরগণা—শ্রীযুক্ত অনুকূল কৃষ্ণ দাস প্রভৃতি

নদীয়া—অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ সরকার, ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী, বিভূতিভূষণ ভাগবত ভূষণ প্রভৃতি—

মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ, অমূল্যচরণ প্রামাণিক প্রভৃতি

ঢাকা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি

মালদহ—শ্রীযুক্ত অমিয়কৃষ্ণ রায় প্রভৃতি

রাজসাহী—শ্রীযুক্ত অন্নদাগোবিন্দ ভৌমিক, যোগেশচন্দ্র রায়, রাখালচন্দ্র সাহা প্রভৃতি

দিনাজপুর—শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী রায় চৌধুরী, সুশীলচন্দ্র গুহ শাসনবিশ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি

বগুড়া—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, তিনকড়ি দাস, কবিরাজ সতীশচন্দ্র দাস প্রভৃতি

রঙ্গপুর—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, কুমার ভৈরবলাল রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মণীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

(সহকারী দায়রা জজ), মিঃ এল সি সেনগুপ্ত (ইঞ্জিনিয়ার), সুধাংশু চন্দ্র ঘোষ জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র (মুন্সেফদ্বয়), ডাঃ সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রমোহন দে, কিশোরীমোহন শীল, জগদীশচন্দ্র দাস, পঞ্চানন ঘোষ প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গ, শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমুখ আচার্য্যগণ, রায় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, অতুলকৃষ্ণ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘটক, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র নাথ সেন, প্রবোধনাথ মৈত্র, দীননাথ বাগচী, হেমচন্দ্র মজুমদার, ভূপেন্দ্র নাথ পণ্ডিত, জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস, মনিমোহন মজুমদার, কৃষ্ণচরণ সরকার, খগেন্দ্রনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, ব্রজমাধব দাস প্রভৃতি ব্যবহারাজীবিগণ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে, পরেশনাথ দাস প্রভৃতি মোক্তারগণ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশমোহন সরকার, সুধীর কুমার গুহ, প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র চৌধুরী, কেশবলাল বসু, আদিত্যচরণ মজুমদার, রমণীকান্ত বর্ম্মণ, অভয়গোবিন্দ দেব, ডাঃ যোগেশ চন্দ্র লাহিড়ী, ডাঃ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌঃ আবদুল সুলতান, আজিজার রহমান, বদরুল ইস্‌লাম, নুরুল ইস্‌লাম, শ্রীযুক্ত হরিবোলা মজুমদার, রাধাবিনোদ চৌধুরী, মথুরানাথ সরকার, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাস, ব্রহ্মেশ্বর রায়, রবীন্দ্রনাথ সাহা, সতীশচন্দ্র সরকার, ভবতারণ রায়, সতেশ চন্দ্র বিশ্বাস, যদুনাথ সরকার, দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, আনন্দহরি অধিকারী, কমলাকান্ত সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, দ্বারকা নাথ সরকার ব্র[illegible]ন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নীরদচন্দ্র সরকার সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী সৌরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী শীতলকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

সর্ব্বশেষে যাঁহাদের উৎসাহ উপদেশ এবং নানা বিষয়ে সহায়তা না পাইলে উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারিত না তাঁহাদিগকে, বিশেষ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মজিদ সাহেব রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মিঃ এল সি সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তি শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু শ্রীযুক্তপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশমোহন সরকার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার গুহ শ্রীযুক্ত আদিত্যচরণ মজুমদার

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর রায় মৌলবী হাজি তবারক আলী সাহেব শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত শিবদাস রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়গণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ, উত্তরবঙ্গ জমিদার সভা, রঙ্গপুর জেলা বোর্ড গোপালপুর ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, স্কাউট, ব্রতচারী এবং স্বেচ্ছা-সেবকগণ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর, কেশরী, রঙ্গপুর দর্পণ প্রভৃতি সংবাদ পত্র এবং ই, বি, রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বংশ পরম্পরায় সাহিত্যামোদী এবং আজীবন সাহিত্যসেবী বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইলেও এই বৃদ্ধ বয়সে উৎসবের দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে শারিরীক অসুস্থতা সত্বেও যেরূপ উৎসাহ, কর্ম্মক্ষমতা ও ঐকান্তিকতা দ্বারা রঙ্গপুরের উপরে অর্পিত মহানব্রত উদযাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা বেশী আছে বলিয়া জানিনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার
সম্পাদক দিব্য স্মৃতি উৎসব।
৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন।
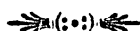
এই সংখ্যা—১ম ও ২য় পৃষ্ঠা এবং ১৫ হইতে ৫৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রঙ্গপুর ভিক্টোরিয়া মেসিন প্রেস হইতে শ্রীকিশোরীমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দি রংপুর ফাইন আর্ট প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

২০শ ভাগ } ত্রৈমাসিক—১৩৪৬ { ২য় সংখ্যা

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন

ও

বঙ্কিম শতবার্ষিকী স্মৃতিউৎসবে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি-আর-এস বেদান্তরত্ন সভাপতি মহোদয়কে সভাপতি বরণে

উদ্‌বোধন সঙ্গীত—

কথা—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী (কবিশেখর)

সুর—বৃন্দাবনী সারঙ্, শ্রীসুধীরচন্দ্র চৌধুরী (শ্রীকণ্ঠ)।

বাজে বাজে ওই বাণীর আরতি
হারানো স্মৃতির সুরে,
বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার ওঠে,
বঙ্গ-বাণীর পুরে।
নিখিল আজিকে চরণে লুটেছে
শত শত নব ভাব আনিয়াছে,
বিচার বিহান শ্রীক্ষেত্রে এই
বাণীর দেউল প'রে।
আয় ওরে আয় দিশাহারা ওরে,
আনরে পূজার ডালা,
কণ্ঠে কণ্ঠে আন বহি তোরা
নব নব কথামালা;—

নবীন প্রাণের আনরে ভকতি,
ভেদাভেদ ভুলি কররে আরতি,
এ মহা-মিলন-কুসুম-অর্ঘ্য
দেরে বাণীমন্দিরে ॥

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্
বেদান্তরত্ন মহোদয়ের অভিভাষণ।
৫ই চৈত্র ১৩৪৫, বঙ্গাব্দ (মার্চ্চ ১৯, ১৯৩৮, শনিবার)

সমাগত সুধীবর্গ, ছাত্রগণ ও মহিলাবৃন্দ—

আপনারা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অবগত হইলেন, আজ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ত্রয়োত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৩০৬ সালের ২রা জুন তারিখে পরিষদের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুবিধা পেয়েছিলেম। তার পর এই দীর্ঘ ৩২ বৎসর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব ঘটেছিল। জোয়ারের পর ভাটা, উত্থানের পর পতন। যে সাহিত্য-পরিষদ কর্ম্মে প্রধান ছিল, তার উৎসাহে ভাটা পড়েছে। পরিষদ এইরূপে নিস্পন্দ প্রায় হয়ে উঠ্‌ল। হার্বার্ট্ স্পেন্সার একে "ল অব-রিজন" বলেছেন। বন্ধুবর ব'ললেন, মৃতকল্প হ'ল বটে, মৃত হ'ল না। বঙ্গ সাহিত্যের সনাতন বীজ রক্ষিত আছে। সেই বীজ মধ্যে আজ যে পত্রিকা স্তম্ভিত হয়েছিল—যে পুঁথি সংগ্রহ ৫০০ খানায় শেষ হয়েছিল—আজ তার নূতন জীবনের আশা পরিলক্ষিত হয়েছে। বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, কিন্তু সকল বীজ হতে অঙ্কুর হয় না। সে বীজ শক্তি স্তম্ভিত হলেও স্তব্ধ হয় নাই। মহেন্‌জোদারোর আবিষ্কারে এক পেটীকায় ৪০০০ হাজার বছর আগের কিছু ধান্য পাওয়া গিয়াছিল—তা অঙ্কুরিত হয়েছে। আমাদেরও তাই। এই বীজ অক্ষয় ও অব্যয়। কলিকাতায় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র বীজ পতিত হয়েছিল আমার মায়ের পায়ে, ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। সেই সময় বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব লিটারেচার-এর একজন ফরাসী সাহিত্যিক বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী শোভাবাজার রাজবাড়ীতে ফরাসী এ্যাকাডেমীর অনুকরণে বীজ উপ্ত করেন। আমরা সে সময় খুব ভুল করলাম্। ইংরাজি ভাষায় সমস্ত কার্য্য

হবে স্থির হয়েছিল। এ ভুল শুধু সাহিত্য পরিষদের নয়। মধুসূদনের প্রথম বয়সে যখন কল্পনাদেবী উদিত হলেন, তখন তিনি "ক্যাপটিভ লেডী" লিখলেন। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মেঘনাদবধ ঃ—

"বিরচিব মধুচক্র,
গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।

"এ বঙ্গভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" ইত্যাদি। "একদিন মাতৃদেবী আমার শিয়রে।" 'পাইলাম কাঁদে মাতৃভাষা"। বঙ্কিমচন্দ্র ভুল করেছিলেন। তিনি প্রথম লিখলেন, "রাজমোহনস্ ওয়াইফ" "ইণ্ডিয়ান ফিল্ম," ইহার অনেক বৎসর পরে প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনী"—উকিলের পক্ষে এ বড় নজীর। কালি-প্রসন্ন সিংহ বলেছিলেন ঃ—

"নানা দেশের নানা ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরেনা আশা।"

তাই তখন এর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নামকরণ করলাম। ব্রহ্মচারীর মত এই ৪৬ বৎসর কয়েকজন সেবক ইহার সেবা করছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান শাখা। ইহার পর ২৪টী শাখা পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। এই ৪৬ বৎসর ধরে নানা ভাবে পরিষদ বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন, যে কারণে সাহিত্য-পরিষদ পুনর্জীবিত। সেই বঙ্গ সাহিত্যের বীজ সুপ্ত ছিল—সেই বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত, ফলিত হয়েছে। পরিষদের ইতিহাসের কথা ভাবতে যাওয়ায় একটা আখ্যায়িকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকা। এ হচ্ছে মৎস্য অবতারের আখ্যায়িকা। ভগবান বিষ্ণু মৎস্য অবতারে অবতীর্ণ হলেন। একদিন বৈবস্বত মনু সরস্বতী নদীতে স্নান করছেন। একটি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য এসে তাঁর দেহে অনবরত আঘাত করছে—তিনি ভাবলেন হয়ত বা বৃহৎ মৎস্য হতে ভীত হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। তিনি অঞ্জলিপূর্ণ জলে মৎস্যটীকে গৃহে নিয়ে গিয়ে এক ক্ষুদ্র পাত্রে রাখলেন, যেমন আপনাদের পরিষদ মিউজিয়ামে দেখলাম তেমনই। খুব ছোট মৎস্য বাড়তে লেগেছে—পাত্রে আর ধরে না। তখন এক কলসিতে

রাখলেন জালায়ও আর স্থান হয় না—তখন বাড়ী সংলগ্ন পুষ্করিণীতে রাখলেন পুষ্করিণীতে স্থান হয় না—তখন নদীতে রাখলেন—নদীও তার পক্ষে সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠল—তখন মহাসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলেন। তখন ভগবান মনুষ্যোচিত ভাষায় বল্লেন, অচিরে এক মহাপ্লাবন আসছে, তুমি সতর্ক হও—পোত নির্ম্মাণ করে পোতের বন্ধন রজ্জু আমার শৃঙ্গে সংলগ্ন কর, তা না হলে রক্ষা নাই। অবশেষে তাই হ'লো। তিনিও রক্ষা পেলেন মৎস্যের উপদেশ পালন করে। তাই কবি জয়দেব বলেছেন—

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদম্
কেশব ধৃত মীন শরীর,
জয় জগদীশ হরে॥

এই প্রাচীন আখ্যায়িকায় সাহিত্য-পরিষদের আভাস তখন ক্ষুদ্র আয়তনে একে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন বাংলার স্থানে স্থানে রঙ্গপুরে, দিনাজপুরে তার প্লাবন লক্ষ্য করছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে প্লাবন আগত প্রায়। বঙ্গদেশকে, বঙ্গভাষাকে, সাহিত্যপোতে বন্ধন রজ্জু সংলগ্ন করে দিতে হবে।

রাজা বাহাদুর বল্লেন তিনি বৃদ্ধ। আমি বাইবেলের Three Score এর কোঠা পার হয়েছি। ভীমরতি পেয়েছে। এ দেশে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"। আমি নিজকে বৃদ্ধ মনে করি না। আর রাজা বাহাদুরকে যুবক মনে করি। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "70 years young" বলি। বয়স দেহের, আত্মা তরুণ, বিশেষতঃ যাহারা সাহিত্যের ভাষা রস পান করিয়াছেন। অতএব বৃদ্ধত্বের কথা উঠে না। আমারও নয়, রাজা বাহাদুরেরও নয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিপূজা

জন্ম ১২৪৫ বঙ্গাব্দ। তিরোভাব ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

স্মৃতি শতবার্ষিকী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
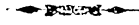
শত বর্ষ আগে—
জাতির সাহিত্যস্রষ্টা
প্রতিভার উজ্জ্বল ভাস্কর,
অশান্ত বঙ্গের শিশু,
ভারতীর স্নেহের দুলাল,
মলয়জ-শীতলা এ বঙ্গভূমে
মানবী জননী ক্রোড়ে
সূতিকা মন্দির মাঝে জাগে,
শত বর্ষ আগে।
শতাব্দীর পরে—
সেই দিন আসিয়াছে ফিরে,
যে দিন আসিয়াছিলে।
দিক্ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল,
এই মায়া মাটি,
ধন্য হয়ে পরশ লভিল,
তার সুসন্তানে।
পড়ে মনে—
যেন এই শত বর্ষ পরে
ফিরিয়া এসেছে তার স্নেহের দুলাল,
দীনা তার জননীর ক্রোড়ে।
তার পর,—সে দিন—
যে দিন আবির্ভূতা
বঙ্গবাণী আভরণহীনা।
সাহিত্যের ইতিহাস ধূ ধূ বালুচর,
মরুভূমি উদাস কঠোর,
তোমার অপূর্ব্ব যাদুবল
আরম্ভিল মরূদ্যান করিতে রচনা।
লীলা বর্ণ বল উদ্দীপনা,
জীবন্ত প্রেরণা,
রসোজ্জ্বল বৈচিত্র্য বর্ণনা।
প্রাচীনের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সুরে,
ভৈরবের বিষাণ ফুৎকারে;
প্রচারিলে মহামন্ত্র—
উদাত্ত নির্ভীক কণ্ঠে,
মায়ামন্ত্রে নব বলে,
প্রোৎসাহিত করিলে ভারতে।
সেই দিন হতে,
তব স্বচ্ছ প্রাণের প্রেরণা,
মুক্ত করি সর্ব্ব আবর্জ্জনা
সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে,
কল্যাণে আদর্শে সৃজি
দীপ্ত প্রতিভায়,
সাহিত্য মায়ায়,
মরম শুক্তির মাঝে লভিল আসন।

তাই আজ এই শতবার্ষিকী উৎসবে দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনাই করছি-
"হে দেবলোকবাসি বঙ্কিম! আজ ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে এসে তোমার স্বদেশবাসীকে তোমার সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোল—আমাদের অচেতন আত্মাকে একটু সচেতন করে দাও"।

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ করে বল্‌বার কিছু নাই; যথেষ্ট আলোচনা, যথেষ্ট বাদপ্রতিবাদ এ সম্বন্ধে হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পক্ষে, শতধাবিচ্ছিন্ন এই ভারতের অধিবাসি-বৃন্দের মধ্যে একতার ভাব আনয়নে, এমন মন্ত্রের সৃষ্টি আর হবে না। এ মন্ত্রটীকে খণ্ডিত করে আপনারা তার শক্তি খর্ব্ব কর্‌বেন না, বা করতে দিবেন না—এই অনুরোধ।

বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ নিজেদের সুবিধামত এদেশের বহু ঘটনা এমনি-ভাবে বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, আজ আর তা অতি সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না করতেও পারে না। অনেক সত্যকে তাঁরা মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে গেছেন তা আজ দেশীয় ঐতিহাসিকগণের কৃপায় আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি। দেবী চৌধুরাণীর ঘটনাও কি এরূপ নয়? দেবী চৌধুরাণী কি ঠিক দস্যুই ছিলেন? লেপ্টেনাণ্ট ব্রেণান সাহেব অবশ্য তাঁকে ঐ আখ্যাই দিয়েছেন তিনি এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করে গেছেন, তার খানিকটা বাংলা তরজমা এখানে দেওয়া গেল— ভবানী পাঠক নামক এক বিখ্যাত দস্যুর সহিত এই স্ত্রীলোক ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর যোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণী নৌকাতেই থাক্‌ত। তার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ ছিল, এবং এতদঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল খুব বেশী। দেবী চৌধুরাণী নিজে ত ডাকাতি কর্‌তই, ভবানীপাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিরও ভাগ পেত। চৌধুরাণী উপাধি থেকে মনে হয়, দেবী চৌধুরাণী হয়ত জমিদার ছিল। তবে তার জমিদারী বৃহৎ ছিল না, কেন না তাহলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে থাক্‌বে কেন?" এখানে জিজ্ঞাস্য এই, দেবী চৌধুরাণী যদি সাধারণ ডাকাতই হত, তবে যে অঞ্চলে সে ডাকাতী করছে সেই অঞ্চলে তার এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে কিরূপে এবং থাকা সম্ভবপরই বা হয় কি করে? যাই হোক্, দেবী চৌধুরাণী ডাকাতই হউন, আর দেশপ্রেমিকাই হউন, আমাদের আদর্শবাদী
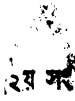
বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনা অবলম্বন করে' দেশভক্তির যে আদর্শ স্থাপন করে' গেছেন, তা লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি দেখিয়েছেন—একটা বঙ্গললনা শত শত বরকন্দাজ পরিচালনা করে' সাহস ও লোকনেতৃত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন, চেষ্টা করলে যে কোন বঙ্গললনা এই সমস্ত গুণ অর্জ্জন করতে পারেন। আর দেখিয়েছেন—যদি আমরা জ্ঞানে গুণে বলে ঐশ্বর্য্যে সমুন্নত হতে চাই, যদি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে চাই—তবে একথা ভুললে চল্‌বে না যে, রাষ্ট্র পরিবারের সমষ্টি—আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে হলে সর্ব্বপ্রথমে আদর্শ পরিবার গঠন শিক্ষা করতে হবে এ সব আদর্শ থেকে আমরা ভ্রষ্ট নই কি? আদর্শ রাষ্ট্রগঠন ত দূরের কথা, আদর্শ পরিবার গঠন করতে কি আমরা শিখেছি?

তারপর বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের ভাষার কথা। বিশাল বঙ্গভূমির বিভিন্ন কথ্য ভাষাভাষী অধিবাসিবৃন্দ বঙ্কিমের যে ভাষাকে অবলম্বন করে' সাহিত্যক্ষেত্রে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন—সেই ভাষাকে আজ সঙ্কুচিত করবার একটা বিশেষ চেষ্টা চলেছে। এ বিষয়ে যে যে প্রতিষ্ঠান অথবা যে যে মনীষিবৃন্দ অগ্রণী হয়েছেন, তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়—তা হতেও পারে না। তবে এর উপকারিতা, অপকারিতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করার যে একটি অধিকার সকলেরই আছে, শুধু সেই অধিকার বলেই—গুণিজন আপনারা, আপনাদের কাছে আমার অভিমত উপস্থাপিত করছি। কিন্তু নিতান্ত দায়ে না হয়ে পড়ে সেই জন্যে, কয় বছর পূর্ব্বে "All Bengal College & University Teachers' Conference" এর উদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে লিখিত আমার ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেই আমার বক্তব্যের উপসংহার করব। সেখানে লিখেছিলাম :—"* * * * আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাংলা দেশের কলেজ সমূহের শিক্ষকদের সম্বন্ধে যতগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে আমি মনে করি, "স্কুল কলেজে বাংলা শিক্ষা" সমস্যা ও "চল্‌তি বাংলা বানানের সংস্কারক্রমে সাহিত্যাদিতে কথ্যভাষার প্রবর্ত্তন" সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। * * * *

* * * * *

ভদ্রমহোদয়গণ! যাঁহারা চল্‌তি বাংলা বানানের একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম

সঙ্কলন করিয়া স্থান বিশেষের কথ্যভাষাকে সাহিত্যাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার পক্ষপাতী আমি তাঁহাদের দূরদর্শিতার কোন পরিচয় পাইতেছি না। সেই সুনির্দ্দিষ্ট বানান কথ্যভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ স্কুল কলেজের পরীক্ষায়, পাঠ্য পুস্তকে ও সাহিত্যাদিতে প্রবর্ত্তিত করাইলে ধীরে ধীরে সাধুভাষার প্রসার হ্রাস পাইবে এবং এই চল্‌তি ভাষাই তাহার স্থান অধিকার করিতে থাকিবে। ফলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিবারই সম্ভাবনা।

* * * * *

কথ্য ভাষা সাহিত্যাদির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়া যাহারা অভিমত প্রকাশ করেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা বাংলা ভাষা-দেবীর বাহ্য সৌন্দর্য্যই কামনা করেন, না ভাষা দেবীকে সবল হৃষ্টপুষ্ট ও বহু সন্তানের জননীরূপে দেখিতে চাহেন। যদি তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রকৃত উন্নতি কামনাই করিয়া থাকেন, তবে এই উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে না; সাধু ভাষার উন্নততর সংস্কারের ফলেই তাহা সম্ভবপর হইবে। আজ ভারতের জন্য একটী রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। সুবিবেচনা ও তৎপরতার সহিত প্রচলিত সাধুভাষার সংস্কার সাধন করিলে এই বাংলা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইতে পারিত। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অপর দিকে উল্লিখিত প্রকারে স্থান বিশেষের কথ্য ভাষাকে বাংলার সর্ব্বত্র Standard চলতি ভাষারূপে প্রবর্ত্তিত করাইলে বাংলার অপরাপর স্থান সমূহে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমার আশঙ্কা হয়, এইরূপ করিতে গেলে ভবিষ্যতে বাংলার অন্যান্য স্থানে ও তত্তৎ স্থান প্রচলিত কথ্য-ভাষাকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া সাহিত্যাদিতে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিবে। ইহাতে সাধু ভাষার অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাদিতে কয়েকটী চল্‌তি ভাষাই দেখা দিবে, একটী অপরটীর দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে, এবং ফলে, বাংলা ভাষার পরিণাম প্রাকৃত ভাষার মতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। * * * *

* * * * *

ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মূল্যবান সময় আর নষ্ট করতে চাই না।

বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের ভাষা, তাঁর আদর্শ, তাঁর গুণপণা প্রভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চল্‌লেই, আজ এই শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করা আমাদের সার্থক হবে।

প্রতিভার বরপুত্র বঙ্কিম—দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক, দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারক বঙ্কিম—বাঙ্গালীকে যে অপূর্ব্ব সম্পদরাশি দিয়ে গিয়েছেন, তার ঋণের কথা স্মরণ করে, আসুন, আমরা আজ তাঁর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি; আর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনাও করি, যেন উর্দ্ধলোক হতে বঙ্কিমের আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়—তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ধন্য হই! বন্দে মাতরম্।

স্বাগত-সম্ভাষণম্

জয়তি জয়তি বাণী শাশ্বতী বঙ্গভূমৌ,
লসতু বিশদ দীপ্ত্যা সাম্প্রতং রঙ্গভূমৌ।
রণতু সহমরালা কচ্ছপী স্বচ্ছভাষা
ধ্বনতু হৃদয়-তন্ত্রী রম্যতন্ত্রী-বিলাসা॥

ভবতু পরমরম্যৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
মুখরিত মনিশং দিক্-চক্র মাস্মিন্ বসন্তে।
স্বয়মপি বিবুধো বা বীতনিদ্রো নিশান্তে
তমুষসিনুদতে নো কর্ম্মণে বায়সঃ কিম্॥

জলনিধিমপি পাদ্যৈঃ পূজয়েৎ পূজনে যদ্
দিনপতিমপি দীপং দর্শয়েদ্ দর্শনার্থম্।
বিধুমপি শিশিরৈর্যদ্ বন্দতে চন্দনৈর্ব্বা
পবনমপি চ মন্দং বীজয়েদ্ ভক্ত-সঙ্ঘঃ॥

কৃশ-শিত-সুমতীনাং কীর্ত্তিতানাং দিগন্তে
ভুবন-সুমহিতানাং নোদনে কোবিদানাম্।
কৃশমতি রতিমন্দো নৈব নিন্দ্যঃ কদাচিদ্
ভবতি চ জন এষ প্রাজ্ঞবৃন্দে স্তুতোঽত্র॥

শুচিনি পয়সি গাঙ্গে সঙ্গতং সৎ তরঙ্গৈঃ
সলিলমতিমলিনং জায়তেঽভিন্নমেব।
বিবুধজন-সমিত্যাং স্থানমেত্য প্রয়াতু
স্বজন-সমুদাচারং প্রাকৃতোঽয়ং জনোঽপি॥

আকাশে নাবলম্বঃ স্ব-রতি-সমুদিতান্ বারিদান্ প্রেক্ষ্য তেভ্যঃ
সানন্দো মন্দমন্দং নিনদতি বিবশং চাতকঃ স্বাগতার্থম্
ক্ষামকণ্ঠস্তথৈব স্ব-রস-সুমিলিতান্ প্রাপ্য দিষ্ট্যাহ যুষ্মান্
ভদ্রা বো ব্যাহরামি প্রণয়সুবিনতঃ স্বাগতং স্বাগতং শম্॥

অঙ্গৈ র্বঙ্গৈঃ কলিঙ্গৈঃ সম-বচসিরতৈ র্মৈথিলৈঃ কামরূপৈঃ
সম্বদ্ধা ব্যাহৃতা যা চিরমনতিপুরা প্রাঞ্জলা মাতৃভাষা।
হা হা হা সাম্প্রতং সা বিশকলিততনুঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে নো।
বিচ্ছিন্না ভ্রাতরো হা শকলিততনুকা প্রাপ্তবন্তঃ স্বকেভ্যঃ॥

হা হা কষ্টং হতোঽপি ব্রজতি পুনরিয়ং বঙ্গভাষা বিভাগং
রাঢ়ে গৌড়ে বরেন্দ্রে স-সুরম-চটলে পূর্ব্ব-পাশ্চাত্যভাগে।
হিন্দৌ মাহম্মদে চ প্রকটিত-কুতক- ব্যাহৃতৌ কামচারৈঃ
স্বাতন্ত্র্যং লব্ধুমিচ্ছৌ বিগণিত বিষম-চ্ছেদ জন্যানভীষ্টে॥

তৎসন্তঃ সাঞ্জলির্মে ভবতি সবিনয়া প্রার্থনৈষা ভবৎসু
সাহিত্যাখ্যে শুভেঽস্মিন্ সুমিলন-নিলয়ে সঙ্গতেষু প্রকামম্।
আর্য্যাঃ কার্য্যং তথৈবং পুনরপি বিলসেদ্ বঙ্গবাণী যথেয়ং
বিশুদ্ধা কৃৎস্নবঙ্গেষ্বপিচ সমুদিতে ভারতে রাষ্ট্রবাণী।

জয়তু জয়তু নিত্যং ভারতে বঙ্গভাষা
চরতু চরতু শশ্বৎ বঙ্গবাণী জগত্যাম্।

মিলতু মিলতু সর্ব্বে ভাষয়া বঙ্গপুত্রা
ভবতু ভবতু সর্ব্বো বঙ্গভাষী জনশ্চ ॥

বিনীত নিবেদক—
শ্রীবিমলানাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ,
কারমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর।

দেবী। *

অতীতের ঘন কুহেলিকা ভেদি আসিলাম কোন পুরে,
কোন স্নেহনীড় বেড়িয়া বেড়িয়া চিত্ত আমার ঘুরে !
জীর্ণ দীর্ণ প্রাসাদ গাত্রে, ভগন স্তূপের মাঝে !
কে বলিবে কত অনন্ত যুগের কত কথা আজো রাজে !
হে পথিক এস, বারেকের তরে, শুন এ কবির গান,
ধনী তুমি এস, নির্ধন এস, এস এস মতিমান।

কেবা কোন যুগে "চৌধুরাণী" এ নাম দিল কোন দিন।
জ্ঞানের আধার পাঠকের শেষ ভস্ম কোথায় লীন !
কোথায় বিরাট চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া "রাণী"—
সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা তুষিলেন লাখো প্রাণী।
ঘন অরণ্য মথিয়া উঠিল, "জয় রাণীজিকি জয়" ;
কঙ্কাল-সার হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল "জয়"।

ভাদ্রের ভরা জলধারা বহি ত্রিস্রোতা আজো ছুটে,
কূলে কূলে তার বিটপীর ছায়ে চন্দ্র কিরণ লুটে।
ঘাটে ঘাটে বাঁধা তরণী হেরিয়া আজি মোর মনে হয়,

দেবীর সৈন্য বহিবার তরে বুঝি ঘাটে বাঁধা রয়
কোথা রঙ্গরাজ, রসরাজ কোথা, দিবানিশি দুই বোন,
পিপীলিকা সম দেবীর সৈন্য কোথা আজি অগণন।

শান্ত শীতল এই কালো জল বাঁধা ঘাট এক পাশে,
হেরিতে হেরিতে অতীতের কত শত কথা মনে আসে।
বঙ্গবধূর সুখের স্বপন—সফল—পিয়াসী চিত,
প্রফুল্লের পাদস্পর্শে এ ঘাট হয়েছিল আলোকিত।
বুঝাইলা দেবী নিজের জীবনে স্ত্রীলোকের কোথা স্থান,
"দেবীরাণী" তাই প্রফুল্লের মাঝে লভিলা নূতন প্রাণ।

আজি মনে হয় শুধু হেরি কিবা জাগ্রত স্বপন!
বাঙ্গালার পল্লীবালা কিরূপে এ অসাধ্য সাধন,
করিল বুঝিতে নারি—অতীতের এই রঙ্গপুরে,
কে আনিল জ্ঞান-ধর্ম্ম, নিষ্কাম ধর্ম্মের বাঁশরীর সুরে।
ভবানী, ভবানী-সুত কোন মহাজ্ঞানীর নিলয়ে
লভিলে অপূর্ব্ব জ্ঞান! যার বলে নির্ভয় হৃদয়ে,
কামিনী-কাঞ্চন-মোহ, অতিক্রমি দেবীকে গড়িলে,
শাণিত অস্ত্রের সম, বাধাবিঘ্ন চরণে দলিলে।
আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী হে দেবি তোমায়,
দীন কবি ভক্তি ভরে কোটি কোটি প্রণতি জানায়,
ঘোর দুঃখ অবসাদ ঝঞ্ঝাবাত মাঝে অটলা অচলা,
কে বলে অবলা তুমি, অয়ি দেবি, তুমি মহাবলা,
নহ তুমি কোমলাঙ্গী, তুমি যে গো ভীম রুদ্রময়ী
এস ফিরি এ ধরায়, শুনাও আবার ভোগময়ী নহ তুমি অয়ি!
সন্তান-পালিনী তুমি, বুভুক্ষিত কোটী কণ্ঠে উঠে পুনঃ দীপ্ত হাহাকার,
ফিরে এস "দেবীরাণী", অন্নপূর্ণা মাতঃ, দূর কর বুভুক্ষা সবার।

চৌদিকে নেহারি আজি ধর্ম্মের লাঞ্ছনা কি তীব্র ভীষণ,

মন্দিরের উচ্চশীর্ষ হায় ! অবহেলে করিতেছে ধরণী চুম্বন,
দেবী তুমি ভুল নাই নিত্য পূজা তব—কি কৃচ্ছ্র সাধন অনুসরি,
গড়িয়া তুলিলে সর্ব্বদেহ মন ক্রমে, আজি ধন্য সে কাহিনী স্মরি।
এস ফিরে দেখে যাও দেবতারে ভগ্নগৃহে রাখিয়া হেথায়,
বিলাস বিভ্রম সুপ্ত মদগর্ব্বী নর কিরূপে যে সুখ নিদ্রা যায়,
আত্মসুখতৃপ্ত নর কভু নাহি বুঝে দেবতা ভুলিয়া.
নিশ্চিত ধ্বংসের পথে হায় অহর্নিশ চলেছে ছুটিয়া।
যখনি ধর্ম্মের গ্লানি—তখনি যে তব অভ্যুদয়।
এস দেব, এস পুনঃ, চিত্ত মোর করহে নির্ভয়।
তোমার লাঞ্ছনা হেরি এ হৃদয় উঠিছে জ্বলিয়া,
ধর্ম্মকে রক্ষিতে হেথা, এসো ওগো কে বেঁধেছ হিয়া !
"দেবী" তুমি এস পুনঃ সঙ্গে লয়ে তব গুরুদেব, জ্ঞানের আধার ;
স্তম্ভিত চকিত বিশ্ব উঠুক জাগিয়া শুনিয়া হুঙ্কার !
আজি বিশ্বে ডাকি কহি, শুন শুন যে থাক যেথায়,
ত্যাগ ধর্ম্ম বিনা কভু মুকতির নাহিক উপায়।

নীরব বীণার কণ্ঠ স্তব্ধ চৌদিক—দূর হল বিক্ষোভিত মন,
অতীত কল্পনা রাজ্য উর্দ্ধ্বে সহসা হেরিনু কি জাগ্রত স্বপন।
এই যে নেহারি নিত্য সম্মুখে আমার দীন দুরবল,
হাজার হাজার প্রজা, ভীরু সচকিত, এরা কি গড়িল সৈন্যদল !
নাতিদীর্ঘ বংশদণ্ড করিয়া সম্বল এরা কি করিল মহারণ,
শিক্ষিত সৈন্যের সাথে ! কে বলিবে, এ ত নহে অলীক স্বপন !
হোক সে অলীক স্বপ্ন ! হোক্ শুধু জাল কল্পনার,
সে স্বপ্ন কল্পনা ল'য়ে দিব আমি অকূলে সাঁতার !

রঙ্গপুর নহে—এ ত ভগদত্ত রঙ্গনিকেতন,
হেথায় লভিলা জন্ম জ্ঞান গুরু পণ্ডিত সুজন,
মোগল পাঠান হেথা পরস্পর প্রাধান্য লাগিয়া.

অতীতে যুঝিল রণে মহা শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশিয়া,
এই পথে জয় লিপ্সু দুর্দ্ধর্ষ অরাতি বঙ্গোত্তর রাজ্য আক্রমিল,
শত প্রভুভক্ত প্রজা রাজার কারণে রণাঙ্গনে প্রাণ সপি দিল,
হেথা রাজা নীলধ্বজ কামতাপুরের অধিপতি,
সম্মুখ সমরে শত অরাতির করিল দুর্গতি।
হেথা রাজা ভবচন্দ্র মন্ত্রী তার গবচন্দ্র নাম,
রাজতক্তে বসি নিত্য করয়ে বিচার অদ্ভুত বিধান।
হেথা রাণী সত্যবতী, ধাম শ্রেণী পবিত্র নিলয়,
যাহার পবিত্র গাঁথা সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে কয়।
হেথা রাজ গোপীচন্দ্র ময়নামতী জননী যাহার,
অসাধ্য সাধন করি লভিলেন সুযশ অপার,
হেথায় মজনু সাহ, হেথায় বিরাট উত্তর গোগ্রহ বিদ্যমান,
ফকির জালাল হেথা করিলেন অশেষ কল্যাণ!

সম্মুখে উন্মুক্ত মম প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার,
ঊর্দ্ধে ঐ নীলাকাশে পক্ষীকুল দিতেছে সাঁতার,
জলজ শৈবাল গুল্ম পরিপূর্ণ সরিৎ নেহার,
ভীম অজগর সম পুরপার্শ্ব দিয়া বহে অনিবার।
শ্যাম শস্য পরিপূর্ণ দিগন্ত বিস্তারি প্রান্তরের মাঝে,
অতীতের সাক্ষী তুমি ওগো রাজপুরী দাঁড়াইয়া অপরূপ সাজে।
দূরে কাল রেখা সম পল্লীভূমি বেষ্টন করিয়া,
ধ্যানমগ্ন ঋষি সম শালশ্রেণী আছে দাঁড়াইয়া।
গুবাক পনস আম্র বৃক্ষরাজি পূরিত উদ্যান,
মানবে তুষিছে নিত্য সুরস সুস্বাদ ফল করি দান।
হেরিতে হেরিতে চিত্ত অকস্মাৎ হইল বিকল
বর্ত্তমান ভূত আর ভবিষ্যৎ ভুলি ফেলি নেত্র জল।
মোহমুগ্ধ হে মানব, মদগর্ব্ব ত্যজ অকারণ,
বিক্রম বিভব শৌর্য্য সব বৃথা অলীক স্বপন।

এ জগতে সত্য সুধু ধর্ম্ম আর চরিত্র বিমল,
হে মানব এ উভয়ে করি লও পথের সম্বল।

কৌমুদী সম্পাতোজ্জ্বলা রজনীতে হেন একক বসিয়া,
ভাবিলাম কত কথা শত সুখ দুঃখ পাশরিয়া,
দেখিতে দেখিতে নিশা হইল গভীর, শিবাকুল বিঘোষিল যবে,
দ্বিযাম রজনী শেষ, ফিরিলাম ধীরে আপনার গৃহ পানে তবে।

শ্রীকেশবলাল বসু,
সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।

* দেবী চৌধুরাণীর সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বামনডাঙ্গা দর্শনে লিখিত।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে
বঙ্কিম শতবার্ষিকী স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে

শ্রদ্ধা নিবেদন।

ত্রিদিবের দ্বারদেশ উন্মুক্ত করিয়া,
দেখ হে বঙ্কিমচন্দ্র সুপ্রসন্ন চিতে;
রঙ্গপুরে কত জন মিলেছে আসিয়া,
তোমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিতে।
যদিও ছেড়েছ দেব দেহ বিনশ্বর,
সকলের প্রাণে আছ হইয়ে অমর।

লিখিয়াছ কত গ্রন্থ করিয়ে যতন,
দেশাত্মবোধক কত বীরত্ব কাহিনী;
দেবী চৌধুরাণী-কীর্ত্তি করিলে বর্ণন,
রঙ্গপুর-বীরাঙ্গনা সতী তেজস্বিনা।

দুষ্টের দমনকারী ভবানী পাঠক;
নির্ভীক সাহসী বীর শিষ্টের পালক।

দেখাইলে বীরমূর্ত্তি সীতারাম রায়,
আয়েষার স্বার্থশূন্য আত্মনিবেদন;
ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী দুঃখে ভেসে যায়,
রোহিণীরে পাপ পঙ্কে করিলে মগন।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র দেব বর্ণনা করিয়ে;
প্রাণের সন্দেহ যত দিলে ঘুচাইয়ে।

নিরমিলা মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা,
উভয়ের ভালে শত দুঃখ দৈন্য দিয়া;
গড়িলা আনন্দমঠে কল্যাণী অবলা—
সতী সাধ্বী, সহিষ্ণুতা পতিভক্তি নিয়া।
ইন্দিরা বিচিত্রময়ী রহস্যের ছবি;
নিপুণ তুলিতে তারে আঁকিলে হে কবি।

সুজলা শস্য-শ্যামলা সুফলা এ দেশ,
মলয়জ সমীরণ সুশীতল করে;
কে সাজাবে তোমা বিনা দিয়ে নববেশ,
কার হেন কাঁদে প্রাণ স্বদেশের তরে?
ভারত মোহের স্রোতে যেতেছিল ভাসি;
তুমি তারে দেশ-প্রেমে ফিরালে সন্ন্যাসি।

সপ্তকোটি কণ্ঠ মিলি কল কল স্বরে,
মায়ের বন্দনা গাহে শুনিলে হে কাণে;
দ্বিসপ্ত কোটি করে করবাল ধরে',
'আনন্দে আরতি করে সকল সন্তানে।
দেখাইলে জন্মভূমি নহে তো অবলা;
বহুবল ধারিণী মা গৌরব উজ্জ্বলা।

মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর মর্ম্ম বিদারিয়া,
কি অপূর্ব্ব শক্তি-সুধা ঢেলে দিলে প্রাণে ;
হইয়ে একতাবদ্ধ উঠিল জাগিয়া,
ঘুচাতে দেশের শতদৈন্য সযতনে।
ধন্য তব পিতামাতা—ধন্য তব দেশ;
তব সম পুত্র যাঁর—কি তাঁদের ক্লেশ ?

আমরাও ধন্য আজি—উচ্চ মুখে বলি,
হীরেন্দ্রনাথের সনে মিলিয়ে সকলে—
তোমার স্মৃতির প্রতি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি,
আশীর্ব্বাদ কর—সবে থাকুক কুশলে।
নিত্য নব বেশে দেশে হ'য়ে আবির্ভাব;
দুখিনী এ ভারতের ঘুচাও সন্তাপ।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদায় সঙ্গীত।

কথা—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী

সুর—ছায়ানট
শ্রীমতী তারাদেবী সরস্বতী।

যত বিদায়ের বেলা আসে
কে যেন ততই নিবিড় করিয়া
বাঁধে ভালোবাসা পাশে॥
আলো আঁধারের ছায়ার সোপানে,
পাওনাদেনার এই অভিযানে,
ব্যবধান আসি টানে যবনিকা

উদাস কোমল হাসে—
লহ লহ লহ বিদায় অর্ঘ্য
করুণায় ভাল বেসে ॥

চৈত্র ৫। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ
শনিবার।

——(•)——

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ত্রয়োস্ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন ও বঙ্কিম শতবার্ষিকী।

স্থান রঙ্গপুর "রূপালী" গৃহ।

সময় দিবা ৩ ঘটিকা।

তারিখ চৈত্র ৫।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (মার্চ্চ ১৯।১৯৩৮ শনিবার)

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর (তাজহাট)

১। ডাঃ ডি, এন, মল্লিক, ডি, এস্, সি প্রিন্সিপাল
কারমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর।

২। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

৩। " রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

৪। " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল।

৫। " মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়।

৬। " অধ্যাপক সুধাংশুমোহন সেন, এম, এ, পি, এইচ, ডি।

৭। " সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ।

৮। " বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ।

৯। " জগদীশচন্দ্র দাস এম, এ।

১০। " অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম, এ।

১১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী এল, এম, এস।
১২। " হেমচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি. এল।
১৩। " সুধীরচন্দ্র গুহ, সুপারিনটেনডেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল।
১৪। " রায় রাধারমণ মজুমদার বাহাদুর।
১৫। " দীননাথ বাগ্‌ছি বি, এল।
১৬। " অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র এম, এ।
১৭। " " পঞ্চানন ঘোষ এম, এ।
১৮। " " গোপালচন্দ্র রায় এম, এস, সি।
১৯। " " বসন্তকুমার সিংহ এম, এ।
২০। " " কিশোরীমোহন শীল এম, এ।
২১। " " দীনতারন লাহিড়ী এম, এ।
২২। " সুপারিনটেনডেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল।
২৩। " বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, অ্যাডভোকেট।
২৪। " প্রমথনাথ রায় বি, এল।
২৫। " প্রফুল্লচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল।
২৬। " হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
২৭। " মোক্ষদাচরণ ভৌমিক এম, এ, বি, এল।
২৮। " চণ্ডিচরণ রায় চৌধুরী বি, এল।
২৯। " সুধেন্দুমোহন ঘোষ বি, এল।
৩০। " জিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল।
৩১। " খগেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি, এল।
৩২। " নরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল।
৩৩। " প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল।
৩৪। " ভূপেন্দ্রনাথ পণ্ডিত বি, এল।
৩৫। " অতুলচন্দ্র রায় বি, এল।
৩৬। " সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, মোক্তার।
৩৭। " প্রবোধনাথ মৈত্র বি, এল।
৩৮। " ভূপেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল।

৩৯। শ্রীযুক্ত এসিস্‌টেণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল।

৪০। „ গিরীন্দ্রনাথ রায়, শিক্ষক তাজহাট স্কুল।

৪১। „ তারিণীমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এল।

৪২ „ পণ্ডিত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪৩। „ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৪। „ প্রথম মুনসেফ।

৪৫। „ দ্বিতীয় মুনসেফ।

৪৬। „ মৌলভী আব্বাছআলী, সাহিত্যরত্ন
সেক্রেটারী, ডিঃ টিচার্স এ্যাসোসিয়েসন রঙ্গপুর।

৪৭। „ সুপারিনটেনডেণ্ট উলিপুর কাশিমবাজার ষ্টেট।

৪৮। „ গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, সার্ভে সুপারিনটেনডেণ্ট।

৪৯। „ রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ

৫০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি, এল।

৫১। „ নলিনীমোহন বসু শিক্ষক।

৫২। „ নিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মাহিগঞ্জ, ম্যানেজার শনিবাড়ী।

৫৩। „ ডাক্তার শশিশেখর বাগচি।

৫৪। „ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি, এল।

৫৫। „ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, বি, এল।

৫৬। „ কেশবলাল বসু, বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন।

৫৭। „ কৃষ্ণচরণ সরকার, বি, এল।

৫৮। „ পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

৫৯। „ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা।

৬০। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল, পি, আর, এস্‌ বেদান্তরত্ন।

৬১। „ মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি, এল, সবজজ।

৬২। „ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।

৬৩। „ সুধীরচন্দ্র চৌধুরী স্কাউট মাষ্টার, মাহিগঞ্জ।

৬৪। „ সুশীলগোপাল গোস্বামী শিক্ষক মাহিগঞ্জ।

৬৫। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল।

৬৬। „ শ্রীযুক্ত প্রবোধনাথ মুখোপাধ্যায়, ওভারশিয়ার রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

৬৭। „ ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি, এল।

৬৮। শ্রীযুক্তা মিসেস মল্লিক কারমাইকেল কলেজ।

৬৯। „ সুকুমারী বসু মাহিগঞ্জ।

৭০। „ কুমারী তারা দেবী।

৭১। „ নীলিমা বসু।

৭২। „ নালিমা রায়।

৭৩। „ মিনুরাণী শীল।

৭৪। „ মিসেস দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

৭৫। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, পরিষদ কর্ম্মচারী।

৭৬। শ্রীমান্ হরিনারায়ণ চাটার্জ্জি।

৭৭। „ কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

৭৮। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৭৯। „ সৌরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী।

৮০। „ শীতলকুমার রায় চৌধুরী।

৮১। „ নিত্যকুমার রায় চৌধুরী।

৮২। „ দুর্গাপদ রক্ষিত।

৮৩। „ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৪। „ নরেন্দ্রশেখর গুহ।

৮৫। „ মনোরঞ্জন দাস, জমিদার মাহিগঞ্জ।

৮৬। „ অম্বিকাচরণ সিংহ।

৮৭। „ দ্বারকানাথ সিংহ।

৮৮। „ গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৮৯। „ রমেশচন্দ্র দাস বি, এল।

৯০। „ সুধীরকুমার দত্ত।

৯১। „ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৯২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ফটোগ্রাফার।
৯৩। " বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।
৯৪। " নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী
৯৫। " জীতেন্দ্রনাথ দেব।
৯৬। " যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল।
৯৭। " বলধর বর্ম্মন বি, এল।
৯৮। " ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল।
৯৯। " প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল।
১০০। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ।
১০১। " প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, সহঃ সম্পাদক রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ।
১০২। " যতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ।
১০৩। " নগেন্দ্রনাথ দাস।
১০৪। " সন্তোষকুমার রক্ষিত।
১০৫। " পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

ইহা ব্যতীত প্রায় দুই শতাধিক সুধিবৃন্দ ও দেড়শতাধিক ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিল।

৫ই চৈত্র শনিবার রঙ্গপুর রূপালি গৃহে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ, বি, এল, পি, আর এস বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন ও বঙ্কিম শতবার্ষিকী স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এই অনুষ্ঠানটির অধিবেশন রঙ্গপুর টাউনহল গৃহে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু টাউনহল অধ্যক্ষ যথাসময়ে হলটি এই অনুষ্ঠানের অধিবেশনের জন্য ব্যবহার করিতে না দেওয়ায় রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রচেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠান রূপালি বায়োস্কোপ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাগুক্ত রায় বাহাদুর মহোদয় এই গৃহটী ব্যবহারের জন্য না দিলে পরিষদ বিপদ-গ্রস্ত হইতেন সন্দেহ নাই।

দিবা ২॥০ ঘটিকার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর মহোদয় সহ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয় পরিষদ গৃহে

আগমন করেন। তথায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্ররায় চৌধুরী মহোদয় পরিষদের সদস্যগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় পরিষদ গৃহ পুঁথিশালা, চিত্রশালা, লাইব্রেরী মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রস্তর ও ইষ্টকলিপি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় মূর্ত্তি ও প্রস্তর লিপি ও পুঁথি ইত্যাদির পরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলেন যে, অনেক পরিষদেই এরূপ সংগ্রহ বিরল। ইহা জাতীয় ইতিহাস তৈয়ারের যথেষ্ঠ উপাদান প্রদান করিবে। অনন্তর তিনি রূপালী গৃহে গমন করেন।

দিবা ৩টা ১৫ মিনিটে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভে রঙ্গপুরের স্কাউট মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র চৌধুরী মহোদয় অতি সুকণ্ঠে রঙ্গপুরের উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রচিত "আহ্বান" সঙ্গীত গান করেন। অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর তাঁহার সম্ভাষণ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয়কে সভাপতিত্বে বরণ প্রস্তাব করেন। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর দ্বারা উহা সমর্থিত হয়। অনন্তর শ্রীমান প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান নিত্যকুমার রায় চৌধুরী সভাপতি মহোদয়কে মাল্য পরাইয়া দেয়। অনন্তর রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ মহোদয়ের "স্বাগত সম্ভাষণম্" কবিতাটি শ্রীযুক্ত প্রকাশ বাবুকে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ বাবু উদাত্ত কণ্ঠে তাহা পাঠ করিলে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় নিম্নলিখিত শোক প্রকাশ করেন।

স্বর্গীয় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক) অপরাজেয় কথাশিল্পী শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রঙ্গপুর কাকিনার কবি শেখ ফজলল করিম, পরিষদের সদস্য পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, পুরাণতীর্থ, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর, সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র সরকার, বিপিনচন্দ্র রায় এম, বি, এল, সাহিত্যশাস্ত্রী মৈমনসিংহের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। অনন্তর সম্পাদক মহাশয়

তাঁহার বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকখানি সহানুভূতি সূচক পত্র পাঠ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী রঙ্গপুর।

২। " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। ৮ নং বিশ্বকোষলেন বাগবাজার কলিকাতা।

৩। " সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বগুড়া।

(পত্র

৪। রাজা কিংকরনাথ রায় চৌধুরী ডুবলহাটী। (টেলিগ্রাম)।

অনন্তর পরিষদ সম্পাদক মহোদয় নবনির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম ঘোষণা করেন।

নব নির্ব্বাচিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর, সভাপতি।

২। " রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সহ সভাপতি।

৩। " রায় যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর "

৪। " রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর "

৫। " পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। "

৬। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ধর্ম্মভূষণ সম্পাদক।

৭। " পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

৮। " প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর "

৯। " পূর্ণচন্দ্র সরকার বি, এল "

১০। " হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ "

১১। " কেশবলাল বসু সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ পত্রিকাধ্যক্ষ।

১২। " পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ পুঁথিশালাধ্যক্ষ।

১৩। " নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী চিত্রশালাধ্যক্ষ।

১৪। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গ্রন্থাধ্যক্ষ।
১৫। " দীননাথ বাগচি বি, এল, আয় ব্যয় পরীক্ষক।
১৬। " ডাঃ ডি, এন মল্লিক, অধ্যক্ষ কারমাইকেল কলেজ।
১৭। " রায় বসন্তকুমার ভৌমিক বাহাদুর।
১৮। " সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপা।
১৯। " আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
২০। " মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়।
২১। " মথুরানাথ দে মোক্তার।
২২। " হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
২৩। " অক্ষয়কুমার সেন বি, এল।
২৪। " সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মোক্তার।
২৫। " কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।
২৬। " কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার, কালিগ্রাম মালদহ।
২৭। " কৃষ্ণচরণ সরকার বি, এল।
২৮। " সারদানাথ খাঁ বি, এল বগুড়া।
২৯। " সুশীলগোপাল গোস্বামী, মাহিগঞ্জ।
৩০। মৌলভী জামাল উদ্দিন চোধুরী।

উল্লিখিত নবনির্ব্বাচিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নাম ঘোষিত হইলে রঙ্গপুরের কবি ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও কবির স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে উক্ত "রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি সমিতি" কর্ত্তৃক কবি রচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি হয় ও উক্ত সমিতি আবৃত্তি কারক প্রত্যেককে রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পদক প্রদান করেন।

আবৃত্তি।

আবৃত্তি কারক—	কবিতার নাম।
১। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী	শিবতাণ্ডব।
২। শ্রীমান হরিনারায়ণ চাটার্জ্জি	ব্রাহ্মণ।

৩। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ রক্ষিত কঙ্কাল মঙ্গল।
৪। ,, কুমারী নীলিমা বসু পতিত মঙ্গল।
৫। শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কঙ্কাল মঙ্গল।

আবৃত্তি অন্তে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বঙ্গভাষায় উত্থান পতন সম্বন্ধে বলেন—ভাষার বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত ফলিত হইয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া সৌরভ বিকীরণ করে। বর্ত্তমানে এই পরিষদের সৌরভ বিকীরণের অবস্থা।

তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র শত বার্ষিকী স্মৃতি উৎসব আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহোদয়ের প্রচেষ্টায় "রূপালী" টকি হাউস কর্ত্তৃক "লাউডস্পীকারে" বন্দেমাতরম" সঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীতের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলে দণ্ডায়মান থাকিয়া সঙ্গীতকে সম্মান প্রদর্শন করেন। অতঃপর শ্রীমান কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম হইতে "ললিত গিরি" আবৃত্তি করে ও পণ্ডিত নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বঙ্কিম শ্রদ্ধানিবেদন" শীর্ষক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর কুমারী নীলিমা বায় ও কুমারী মিনু রাণী শীল উভয়ে সুন্দর সেতার বাদ্যদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করে অনন্তর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ (ডবল), শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন সেন গুপ্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস মহোদয়গণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু সাহিত্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "দেবী" শীর্ষক স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমান দেবপ্রসাদ বসু প্রাচ্য নৃত্যের অন্তীভূত "বেদেনৃত্য" এর অঙ্গভঙ্গীমায় তাহার বিষয়বস্তু মূর্ত্ত্য করিয়া অতি অভিনব নৃত্যকলার অভিনয়ে সকলকে আপ্যায়িত করে। অনন্তর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী কমিটী গঠনের জন্য পরিষদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাজহাটের রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুরত্রয়, কলেজের অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষ এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণকে লইয়া একটী বঙ্কিম স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত ডাঃ ডি, এন মল্লিক মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত বঙ্কিম স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দকে পরিষদের "মানপত্র" ও "রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পদক" প্রদান করেন।

নাম—	বিষয়—	উপাধি—
১। শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল গোস্বামী শিক্ষক মাহিগঞ্জ	সাহিত্য রচনা	সাহিত্যরত্ন।
২। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	সঙ্গীত	শ্রীকণ্ঠ
৩। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চৌধুরী স্কাউট মাস্টার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর	সঙ্গীত	শ্রীকণ্ঠ
৪। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর	কাব্যরচনা	কবিশেখর
৫। কুমারী তারা দেবী C/o গিরিন্দ্র কুমার রায় কামালকাছনা, রঙ্গপুর	সাহিত্য রচনা	সরস্বতী
৬। কুমারী কণক নলিনী বসু দে ১৬৪ নং মানিকতলা মেইন রোড কলিকাতা C/o জীতেন্দ্রনাথ দে	সাহিত্য রচনা	ভারতী
৭। কুমারী স্মৃতি বসু, C/o জ্যোতিশচন্দ্র বসু, বি, এল কুড়িগ্রাম	সাহিত্য রচনা	ভারতী

পদক আবৃত্তি জন্য।

১। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী— বিশেষ পদক।

২। শ্রীমান হরিনারায়ণ চাটার্জ্জি— ১ম পদক।

৩। কুমারী নিলীমা বসু— ২য় পদক।

৪। শ্রীমান দুর্গাপদ রক্ষিত— ৩য় পদক।

৫। শ্রীমান কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়— পদক।

সেতার বাদ্য জন্য ঃ

১। কুমারী নিলীমা বসু— ১ম পদক।

২। ,, মিনুরাণী শীল— ২য় পদক।

ইহা ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তির জন্য পরিষদসহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি পদক ঘোষণা করেন ও আবৃত্তির জন্য পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহোদয় একটি পদক ঘোষণা করেন। প্রাচ্য নৃত্যের জন্য একটি উপাধী ঘোষিত হয়। পরে ইহা প্রদত্ত হইবে। অনন্তর রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি ও সমাগত সাহিত্যিকবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় কুমারী তারাদেবী কর্ত্তৃক বিদায় সঙ্গীত গীত হইলে, সভাপতি মহোদয় সঙ্গীতের জন্য তাহাকে একটি পদক প্রদান করেন ও সভার কার্য্য শেষ হয়। সভায় অনুমানিক ৮ শতাধিক সুধীবর্গ ও ছাত্রগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোন কার্য্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয় নাই। ছাত্রগণ প্রাণপণে সভাকে সার্থক করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন।

সভা শেষে কলিকাতা হইতে আগত সুধীবর্গ পরিষদ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে "রূপালী"টকী হাউসের কর্ত্তৃপক্ষগণ "দিদি" ছবি দেখার জন্য নিমন্ত্রণ দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বর্গের এক প্রীতি সম্মিলন হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
ধর্ম্মভূষণ, সম্পাদক।

"ক" পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ১৩৪৪ সনের কার্য্য বিবরণ

সদস্য সংখ্যা—১৪৭

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বমোট ১০টী অধিবেশন হইয়াছে।

১ম	শ্রাবণ ৩০। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ		মাসিক অধিবেশন
২য়	আশ্বিন ১০ই		বিশেষ "
৩য়	আশ্বিন ১০ই		মাসিক "
৪র্থ	অগ্রহায়ণ ২৬শে		বিশেষ "
৫ম	"		মাসিক "
৬ষ্ঠ	মাঘ	২রা	বিশেষ "
৭ম	"	২৬শে	কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন
৮ম	ফাল্গুণ	৩০শে	বিশেষ অধিবেশন
৯ম	চৈত্র	২রা	" "
১০ম	চৈত্র	৫ই "	বার্ষিক "

উল্লিখিত অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়

প্রবন্ধের নাম—	রচয়িতা—
১। দার্শনিকের লক্ষ্য পথ	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
২। জগদীশচন্দ্র	" প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর
৩। সংবাদপত্র সেবী সুরেশচন্দ্র সরকার	" হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ
৪। প্রাচীন কামরূপের জাতীয় ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	দ্বারকানাথ সিংহ

আয় ব্যয়— আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বমোট আয় ২৫৫৫/৩ পাই

সর্ব্বমোট ব্যয় ১১৮৮৶৬ "

২০৩৬৶৯ "

আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষদের গ্রন্থাগারে ৪২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক ও ৪২৮ খানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে।

বিগত বর্ষ পর্য্যন্ত যে মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তদতিরিক্ত সংগ্রহ করা যায় নাই।

বিগত বর্ষ পর্য্যন্ত যে সকল মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছিল তদতিরিক্ত আর সংগ্রহ করা যায় নাই।

১। আলোচ্য বর্ষের ৫ই চৈত্র মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এস্ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের ৩১শ বার্ষিক অধিবেশন ও বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েকজনকে বঙ্গভাষার বিভিন্ন স্তরে পারদর্শিতানুসারে মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক উপাধী প্রদত্ত হয়। উপাধী প্রাপ্তের তালিকা ঐ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ও কলিকাতার ১২৯।১নং বহুবাজার ষ্ট্রিটস্থিত দিব্যস্মৃতি সমিতির প্রচেষ্টায় পরিষদ কর্ত্তৃক ৮ম শতাব্দীর গণ-নির্ব্বাচিত দিব্যের স্মৃতিউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক কুণ্ডির জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ মহোদয়। শিবপুর (বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর) গ্রামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাগচি এম, এ, ডি, লিট মহোদয় উক্ত স্মৃতি উৎসবের পৌরহিত্য করেন। চৈত্র ৬। ১৩৪৪

৪। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ দ্বারা গঠিত রঙ্গপুরের কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র স্মৃতি সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর মহোদয়ের উদ্‌যোগে স্বর্গীয় কবি রচিত শিবতাণ্ডব, কঙ্কাল মঙ্গল, পণ্ডিত মঙ্গল ও ব্রাহ্মণ কবিতা কয়েকটীর আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং উহাদিগের মধ্যে যোগ্য প্রতিযোগিগণকে রবীন্দ্রমৈত্র স্মৃতিপদক প্রদত্ত হয়। ইহা ব্যতীত ভারতীয় নৃত্য সঙ্গীত ও সেতার বাদ্য ইত্যাদি প্রতিযোগিগণকে কয়েকটী রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পদক প্রদান করেন।

৫। পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ঐ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। শোক প্রকাশ—

নিম্নলিখিত মনিষীগণের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করেন।

(ক) স্বর্গীয় বিজ্ঞানাচার্য্য— জগদীশচন্দ্র বসু

(খ) „ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক— অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি

(গ) „ অপরাজেয় কথা শিল্পী— শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ঘ) অধ্যক্ষ— হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

(ঙ) রঙ্গপুর কাকিনার কবি— সেখ ফজলল করিম

(চ) „ পরিষদের সদস্য- ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ মহিগঞ্জ, রঙ্গপুর

(ছ) সাংবাদিক— সুরেশচন্দ্র সরকার

(জ) „ বিপিনচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল, সাহিত্যশাস্ত্রী, ময়মনসিংহ

৭। পরিদর্শক—নিম্নলিখিত মনিষীগণ সভার গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

(ক) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন

(খ) „ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচি এম, এ, ডি, লিট

(গ) „ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম্ এ, পি, এইচ, ডি, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ৩৩ বার্ষিক সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের হিসাব।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
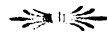
সর্ব্বপ্রকার আয়—	২,৫৫৫/৩ পাই
বাদ খরচ—	৫১৮৸৵৬ ,,
	২,০৩৬৵৯

আয় বিতং

রঙ্গপুর জেলাবোর্ড সাহায্য—	১৮০৲
মাসিক চাঁদা—	২৪৸০
পরিষদ মন্দিরের ডুটী ঘরভাড়া—	৩০০৲
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে উষাবালা দেবীর সাহায্য—	২১৲
অন্যান্য বাবদ—	১১৵৮
ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার সুদ—	×
পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল—	২০১৮৵৭
মোট—	২৫৫৫/৩
বাদ খরচ—	৭১৮৸৵৬
	২০৩৬৵৯

তহবিল বিতং

রঙ্গপুর জমিদারী ব্যাঙ্ক ৮ নং পাশ বহি—	১২৩৬৲
দি নবাবগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্ক লিঃ ৫৭৪ নং পাশ বহি—	৪৮৮৵৬
রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক লিঃ ১০নং পাশ বহি—	১৲
জিম্মা পিয়ন—	৫৲
জিম্মা সম্পাদক মহাশয়—	৩০৬৻৩
	২০৩৬৵৯

সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৫১৮৸৵৬

বিতং

মন্দির সংস্কার—	১৬১৻৯
ঘড়ি মেরামত—	১৷০
কর্ম্মচারী বেতন—	১৬০৲
আস্বাবপত্র—	১৸৵০
সরঞ্জামী খরচ—	২৬৲
স্বভাব কবি গোবিন্দের জীবনী প্রকাশক—	২০৲
মিউনিসিপাল ট্যাক্স—	২০৲
ডাক খরচ—	১৩৸৯
যাতায়াত ব্যয়—	১৭৷৵৬
পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়—	২৯৷৶৬
উষাবালা দেবীর সাহায্য—	১৫৷০
বার্ষিক অধিবেশন ব্যয়—	১৭৷৶৬
দিবা সমিতির বাবদ হাওলাত—	১৬৷/৬
বরেন্দ্র মৈত্রে স্মৃতি সমিতিকে হাওলাত—	১১৲
মোট ব্যয়—	৫১৮৸৵৬

শ্রী অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক
হিসাব পরীক্ষক।

"খ" পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ৩৪শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৩৪৮ সাল।

সদস্য সংখ্যা—১৫৩

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বমোট ৭টি হইয়াছে।

১ম অধিবেশন—	জ্যৈষ্ঠ ২৮শে	মাসিক অধিবেশন
২য় "	"	কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি
৩য় "	আষাঢ় ১৮ই	মাসিক অধিবেশন
৪র্থ "	আশ্বিন ২৫শে	মাসিক অধিবেশন
৫ম "	অগ্রহায়ণ ৮ই	" "
৬ষ্ঠ "	পৌষ ২রা	" "
৭ম "	" ১২ই	কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অধিবেশন

উল্লিখিত অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

প্রবন্ধের নাম	রচয়িতা
১। সচিত্র দুর্জ্জয়া নগরী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ সম্পাদক
২। দিব্যাবদান—	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এস্।
৩। দিব্যভীম স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সাহা

আয় ব্যয়— আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বমোট আয় ২৫০৯৵৯ পাই

" " " ব্যয় ৫০৪/৬ "

২০০৫৶৩

বিগত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষদ গ্রন্থাগারে ৪২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক ও ৪২৮ খানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক ও ১২ খানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত পুস্তক ৪৫০ ও পুঁথি সংখ্যা ৪৪০ হয়।

বিগত বর্ষ পর্য্যন্ত যে মুদ্রা সংগৃহীত ছিল, আলোচ্য বর্ষে তদতিরিক্ত সংগ্রহ করা যায় নাই। বিগত বর্ষ পর্য্যন্ত যে সকল মূর্ত্তি সংগৃহীত ছিল, আলোচ্য বর্ষে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

মূর্ত্তির পরিচয়—

১।	চতুর্ভুজ	বিষ্ণু	মূর্ত্তি	ধাতু নির্ম্মিত	দণ্ডায়মান
২।	”	”	”	”	”
৩।	”	”	”	”	উপবিষ্ট মূর্ত্তি রজত উপবীত বিশিষ্ট

৪। গণেশ মূর্ত্তি ধাতুনির্ম্মিত

৫। পঞ্চমুখ শিবমূর্ত্তি ধাতুনির্ম্মিত

শোক প্রকাশ—নিম্নলিখিত মনিষীগণের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করেন।

(ক) কামরূপ শাসনাবলী রচয়িতা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথবিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী

(খ) স্বর্গীয় ডাঃ স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ।
সম্পাদক।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ

১৩৪৫ বঙ্গাব্দ আয় ব্যয় বিবরণ।

সর্ব্বপ্রকার আয়—	২৫০৯৮৵৯ পাই	সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৫০৪/৬ পাই.
বাদ খরচ—	৫০৪/৬		
	২০০৫৸/৩		

আয় বিতং

পরিষদের চাঁদা—	২৯৮৹
উষাবালা দেবীর এলাউন্স—	২৪৲
জিলা বোর্ডের সাহায্য—	১২০৲
পরিষদ গৃহের দুটি ঘড়ভাড়া—	৩০৲
ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার সুদ—	×
অন্যান্য বাবদ—	×
	৪৭৩৸০
পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল—	২০৩৬৵৯
	২৫০৯৮৵৯
বাদ খরচ—	৫০৪/৬
	২০০৭৮/৩

তহবিল বিতং

রঙ্গপুর জমিদার ব্যাঙ্ক ৮ নং পাশবহি—	১২৩৬৲
টাউন ব্যাঙ্ক ৫৭৪ নং পাশবহি—	৪৬২৷৵৯
রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক ১০ নং পাশবহি—	১৲
জিম্বা সম্পাদক মহাশয়—	৩০৫৵৬
	২০০৫৮/৩

ব্যয় বিতং—

ডাক ব্যয়—	১০৷৶৩
মন্দির সংস্কার—	১১৮৶০
কর্ম্মচারীর বেতন—	১৩৪৷৷৴৹
সরঞ্জামী খরচ—	১১৵৯
মিউনিসিপ্যালিটী ট্যাক্স—	৭৬৷৷৹
পত্রিকা ছাপা খরচ—	৯৯৮/০
দিব্যস্মৃতি বার্ষিক খরচ—	২২৷৷৬
রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি খরচ—	৩৷৷৹
গাড়ীভাড়া খরচ—	৯৮৬
আসবাব বাবদ খরচ—	৬৩৮৯
এলাউন্স খরচ—	৫৫৷/০
লাইব্রেরী খরচ—	৩৷৷/০
মিউজিয়াম খরচ—	১/৯
	৫০৪/৬

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক
হিসাব পরীক্ষক।

"গ" পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ৩৫শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১৩৪৬ সাল

সদস্য সংখ্যা	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক
১৫৩	১	৩	৫	২
		ছাত্র	সাধারণ	মোট
		২০	১১৯	১৫৩

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে মোট মাসিক অধিবেশন তিনটি হইয়াছে—

১ম অধিবেশন ২৩শে আষাঢ় মাসিক অধিবেশন।

২য় " ১৪ই আশ্বিন " "

৩য় " ১৭ই অগ্রহায়ণ " "

উল্লিখিত অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

প্রবন্ধের নাম—	রচয়িতা—
১। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ	পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
২। বাতে শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ	শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দেব এম, এ, বি, এল।

প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত এই সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মিলনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মাননীয় স্যর মৌলভী খান বাহাদুর আজিজুল হক এম, এ, বি, এল মহোদয়কে আহ্বান করা স্থির হয়।

কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতির অধিবেশন—১ম অধিবেশন ২৯শে ফাল্গুন ১৩৪৬ সাল—উল্লিখিত অধিবেশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা হয়।

১। মূল সভার একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অনুমোদন

২। পরিষদের অস্থায়ী কর্ম্মচারী কর্ম্মত্যাগ করায় তাহার স্থানে কর্ম্মচারী নিয়োগ। ৩। পত্রিকা প্রকাশ ও মাসিক বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন। ৪। বঙ্কিম স্মৃতি মন্দিরে পরিষদের পক্ষ হইতে যথাসম্ভব সাহায্য দান।